উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৫৬২.৯০ (+২৯৪৬.৩২)

নিফটি : ২৩,৯৯৭.৩৫ (+৮৭৩.৭০)

কমিশনের পোস্টে লক্ষ্য শুধুই তৃণমূল ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৫°	১৭°	২৪°	১৭°	২৫°	১৮°	২১°	১৪°

মমতার মনোনয়নপত্র পেশে লম্বা মিছিল ৭

’২৬-এর ভোটযুদ্ধ ৫

শিলিগুড়ি ২৫ চৈত্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 9 April 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 319

ভোটের মুখে সারদা কর্তার জেলমুক্তি নিয়ে চর্চা

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : প্রেসিডেন্সি জেলের লৌহকপাট এবার পাকাপাকিভাবে খুলতে চলেছে সুদীপ্ত সেনের জন্য। যে মানুষটির নাম শুনলে এক দশক আগেও রাজ্যবাসীর ক্ষোভ ফেটে পড়ত, যাঁর মালিকানার ভুয়ো অর্থলগ্নি সংস্থার পতনে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ, সেই সুদীপ্ত জেলের বাইরে আসছেন। প্রায় তেরো বছরের দীর্ঘ কারাবাস শেষে বুধবার হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁকে রাজ্য পুলিশের শেষ দুটি মামলাতেও জামিন দিয়েছে।

সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে বৃহস্পতিবার জেলের বদ্ধ কুঠুরি ছেড়ে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে পারবেন অর্থলগ্নি সংস্থার বৃহত্তম কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত। ভোটের মুখে তাঁর মুক্তির খবর রাজ্য-রাজনীতিতে অনেক জল্পনার ঢেউ তুলেছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ছিয়াত্তরটি মামলায় আগেই জামিন পেয়েছিলেন তিনি। আটকে ছিল কেবল বারাসত থানার দুটি মামলা।

এই জোড়া মামলা নিয়ে মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের প্রবল ভর্ৎসনা করেছিল উচ্চ আদালত। বুধবার এল সুদীপ্তের জামিনের নির্দেশ। তাঁর বয়স এখন চৌষট্টি। শরীরে বাসা বেঁধেছে গুচ্ছ রোগ, সম্প্রতি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের প্রবল ধকলও সামলেছেন। আইনজীবীদের মতে, তিনি যে অপরাধে অভিযুক্ত, তার সর্বোচ্চ সাজার চেয়েও দ্বিগুণ সময় অর্থাৎ বারো বছর এগারো মাস তিনি ইতিমধ্যে গরাদের পিছনে কাটিয়েছেন।

এই দীর্ঘ কারাবাসকে শাস্তিমূলক আখ্যা দিয়ে দশ হাজার টাকার মুচলেকায় তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়েছে। তবে জেলের বাইরে গেলেও আদালত তাঁর জন্য কড়া শর্তের বেড়ি পরিয়েছে। বিদেশযাত্রার ছাড়পত্র জমা রাখার পাশাপাশি আদালতের অনুমতি ছাড়া তিনি রাজ্যের বাইরে পা রাখতে পারবেন না। নিজের বর্তমান ঠিকানা জানাতে হবে সংশ্লিষ্ট থানাকে। সবচেয়ে বড় কথা, ভবিষ্যতে কোনও লগ্নি সংস্থার ধারেকাছে তিনি ঘেঁষতে পারবেন না, সংগ্রহ করতে পারবেন না সাধারণ মানুষের কোনও আমানত। মামলার সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তিকে প্রভাবিত করার চেষ্টাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

এরপর দশের পাতায়

এসআইআর- এক আতঙ্কের নাম। প্রান্তিক মানুষগুলোর চোখেমুখে আজ উদ্বেগ। এতবছর ভোট দিয়েও ভোটার তালিকায় যাঁরা ডিলিটেড, তাঁরা আদৌ ভারতের নাগরিক তো? প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? এসআইআর-এর শিকার এক নাগরিকের কলমে যন্ত্রণার কথা।

আমিও তো ভারতের নাগরিক...

আবদুল্লা রহমান

গত এক মাস ধরে ঘুম হচ্ছে না। দুই চোখের পাতা এক করলে নানা উদ্ভট ভাবনা আসছে। আমার কী হবে, ভাবতে শিউরে উঠছি। ভোটার তালিকায় আমার নাম নেই। জন্মেছি এই দেশে। পড়াশোনা পশ্চিমবঙ্গে। চিন্তায় চিন্তায় শেষপর্যন্ত বুধবার কোচবিহারের বাসিন্দাদের ট্রাইবিউনালে আবেদন জানানোর ভারপ্রাপ্ত এক আধিকারিককে ফোন করলাম।

আশা ছিল, তিনি আমাকে পথ দেখাতে পারবেন। কীভাবে ট্রাইবিউনালের কাজ হচ্ছে, জানাতে পারবেন। আমাদের মতো যাঁদের নাম ‘ডিলিট’ হয়েছে, তাঁদের মুশকিল আসান করতে পারবেন। কোথায় কী? ফোন ধরেই তিনি আমাকে বললেন, ‘আপনি আমার নম্বর কোথায় পেলেন?’ আমি বললাম, সোশ্যাল মিডিয়ায় পাওয়া একটি তালিকায় কোচবিহারে ট্রাইবিউনালে প্রশাসনিক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্তদের মোবাইল নম্বর পেয়েছি।

নথি নিয়ে নাড়াঘাঁটা। বালুরঘাটে।

আমাকে কীভাবে আবেদন জানাতে হবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি যা বললেন, তাতে আমার মাথায় হাত। উনি আসলে কিছুই জানাতে পারলেন না। বরং বললেন, ‘আমাদের এখনও ট্রেনিং হয়নি। কীভাবে কবে কাজ হবে, এখনও কিছুই জানি না আমরা। আপনি অপেক্ষা করুন।’ কতদিন অপেক্ষা, তাও বুঝলাম না। এতটুকুই কথোপকথন। এতে বুঝলাম, ভোট দেওয়া দূরের কথা। ভোট হয়ে যাওয়ার পরেও আমার বা আমার মতো লক্ষ লক্ষ লোকের নাম উঠবে কি না কেউ জানেন না।

সুপ্রিম কোর্টের মুখ চেয়ে থাকা ছাড়া আমাদের বোধহয় আর উপায় নেই। স্বাধীন দেশের নাগরিক আমরা আসলে কী অসহায়। আমি সাংবাদিকতা করার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে এখন গবেষণা করছি। এতদিন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার ছিলাম।

এরপর দশের পাতায়

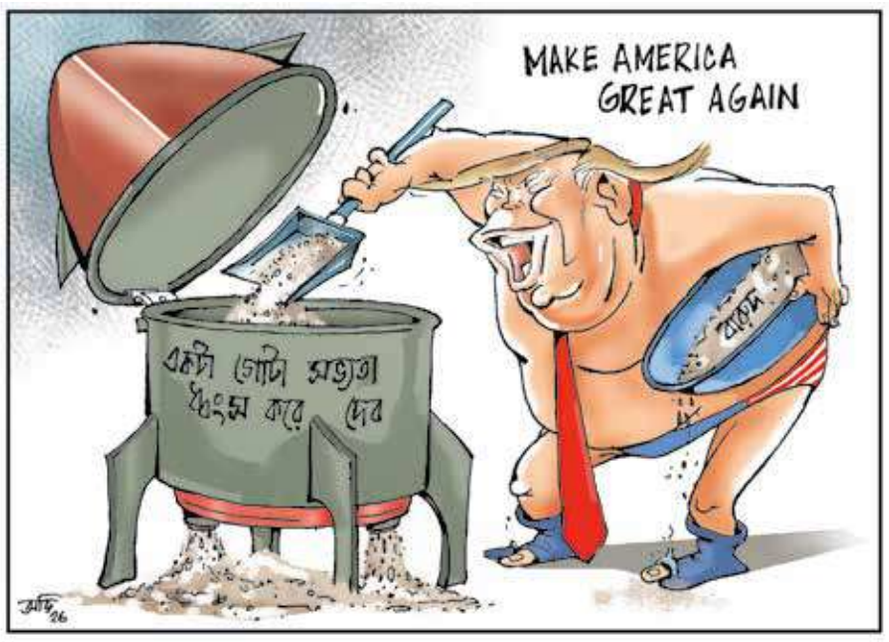

আবু হাসেম খান চৌধুরী প্রয়াত

দশের পাতায়

যুদ্ধবিরতিতে সায়, ট্রিগারে হাত ইরানের

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ৮ এপ্রিল : দেড় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে আপাতত বিরতি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সভ্যতা ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকির পর ১৮০ ডিগ্রি ভোল বদল। দু’সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ইরান ও আমেরিকা। তবে প্রশ্ন থাকল, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির সূর্য উঠবে তো?

কেন না, ইরানের নয়া সুপ্রিম লিডার মোজতবা খামেনেই যুদ্ধবিরতিতে অনুমোদন দিলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন যে, তাঁদের হাত ‘ট্রিগারের ওপর’ই রয়েছে। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘আমরা সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছি। এর মানে এই নয় যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাদের হাত ট্রিগারেই রয়েছে। শত্রু একটু ভুল করলেই আমরা সব শক্তি দিয়ে জবাব দেব। আপাতত সেনাবাহিনীর সব শাখাকে সংঘর্ষে না জড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

তবে সাময়িকভাবে হলেও কাটল যুদ্ধের মেঘ। সৌজন্যে পাকিস্তান! হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও খাদের কিনারে থাকা শাহবাজ শরিফের দেশই এখন ওয়াশিংটন আর তেহরানের কাছে শান্তির দূত। দু’সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জ্বালানি পরিবহণের জন্য খুলে যাচ্ছে কৌশলগতভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী।

মাঝরাতে ভোল বদল ট্রাম্পের

খুলবে হরমুজ

মঙ্গলবার গভীর রাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার পর থেকে বিশ্বজুড়ে চর্চা চলছে, কীভাবে তেহরান এবং ওয়াশিংটন- দু’পক্ষেরই আস্থাভাজন মধ্যস্থতাকারী হয়ে উঠল পাকিস্তান? ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ জানিয়েছেন, পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের দেওয়া বিশেষ প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেছেন।

ট্রাম্প লেখেন, ‘পাকিস্তানের অনুরোধে আমি ইরানে আজ রাতের ধ্বংসাত্মক হামলা স্থগিত রাখতে রাজি হয়েছি। বদলে ইরান হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণভাবে খুলে দেবে। আমরা ইরানের ১০ দফা একটি প্রস্তাব পেয়েছি, যা আলোচনার ভিত্তি হতে পারে।’ এরপর ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘাচি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পাক প্রধানমন্ত্রী

এরপর দশের পাতায়

স্ত্রীকে খুন করে কম্বলচাপা

ছেলেকে নিয়ে তিনদিন সেই ফ্ল্যাটে

শমিদীপ দত্ত ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৮ এপ্রিল : আর পাঁচটা দিনের মতোই সোমবার সকালে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলছিল মাটিগাড়া থানায়। হঠাৎ করেই সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে ফোন বেজে উঠল থানার জিডি রুমে। ফোন ওঠাতেই উলটোদিক থেকে আওয়াজ এল, ‘স্যর আমি আমার স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি। ছেলেকে মালদায় দিতে যাচ্ছি। আপনারা আমাদের হালেরমাথার আবাসনের তিনতলার ফ্ল্যাটে আসুন।’

এরপরই গোটা মাটিগাড়া থানায় হইচই পড়ে যায়। ফোন করা হয় ওয়েস্ট জোনের দায়িত্বে থাকা ডিসিপি (ট্রাফিক) সামসুদ্দিন আহমেদকে। অপরিচিত ব্যক্তির ফোন অনুযায়ী ওই আবাসনের তিনতলার একটি ফ্ল্যাটের সামনে যেতেই পচা গন্ধ ভেসে আসে। দরজা ভেঙে বেডরুমে ঢুকতেই বিছানার ওপর নজরে পড়ল, কম্বলে ঢাকা দিয়ে কেউ শুয়ে রয়েছে। কম্বল সরিয়ে উদ্ধার হয় এক মহিলার দেহ। তাঁর নাম দেবলীনা বন্দ্যোপাধ্যায় (৪০)। তিনি বালাসন জুনিয়ার বেসিক স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। অভিযুক্ত স্বামীর নাম অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পেশায় এক বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী। অভিযুক্তের মোবাইল ট্র্যাকিং করে মাটিগাড়া থানার পুলিশের একটি টিম গিয়ে মালদা থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবারের

- পুলিশের সন্দেহ, স্ত্রীর দেহ ঘরে রেখে সেখানে ১১ বছরের ছেলেকে নিয়ে ৩ দিন ছিলেন অভিযুক্ত
- বালিশ চাপা দিয়ে বা গলা টিপে স্ত্রীকে খুন করেছেন তিনি
- দুর্গন্ধ পেলেও খোঁজ নেননি প্রতিবেশীরা

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিবমন্দিরের হালেরমাথা সহ গোটা শহরে।

তবে ঘটনা এখানেই শেষ নয়। চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ওই বাড়িতে কাজ করতে আসা পরিচারিকার কথায়। জিজ্ঞাসাবাদে পরিচারিকার দাবি, ‘রবিবার শেষবারের মতোন ম্যাডামের সঙ্গে কথা হয়েছিল। সোমবার দেখেছিলাম, কম্বলে ঢাকা অবস্থায় ম্যাডাম শুয়ে রয়েছেন। মঙ্গলবার স্যর আর বাড়িতে ঢুকতে দেননি।’ প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি স্ত্রীকে খুন করে তিনদিন তাঁর মৃতদেহ ঘরে রেখে ওই ব্যক্তি তাঁদের ১১ বছরের সন্তানকে নিয়ে সেখানে থেকেছেন? প্রাথমিক তদন্তে পুলিশও এমনটাই মনে করছে। ওই দেহে পচন ধরে যাওয়ায় পুলিশের অনুমান, দুই-তিনদিন আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

গোটা ঘটনায় কলকাতার রবিনসন স্ট্রিট কাণ্ডের ছায়া শিবমন্দিরের ওই আবাসনের তৃতীয় তলার ফ্ল্যাটে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ওয়েস্ট জোনের দায়িত্বে থাকা ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের বক্তব্য, ‘প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, ওই মহিলাকে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে। অভিযুক্ত স্বামীকে মালদা থেকে পাকড়াও করা হয়েছে।’ মহিলাকে বালিশ চাপা দিয়ে বা গলা টিপে মারা হতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। কারণ, ঘরে তল্লাশি চালিয়ে কোনও দড়ি কিংবা ওই সংক্রান্ত কিছু পাওয়া যায়নি।

এরপর দশের পাতায়

হুমকি-বিতর্কে যুব মোর্চার নেতা

তরুণের বাইকে গাড়ির ধাক্কা, অভিযোগ নিয়েও প্রশ্ন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : রাতের শহরে এক তরুণের বাইকে গাড়ি নিয়ে ধাক্কা মারার পর তাঁকে অভিযোগ দায়ের না করতে বলে হুমকি দিয়েছেন বিজেপির এক যুবনেতা। ভোটের মুখে দলের যুব মোর্চার সভাপতি সৌরভ বসু সরকারকে ঘিরে এমন অভিযোগে জলঘোলা হতে শুরু করেছে। আহত তরুণের নাম নীরজকুমার শা। যুব মোর্চার নেতার বিরুদ্ধে ‘হিট অ্যান্ড রান’-এর অভিযোগ তুলে তাঁকে গ্রেপ্তার করার দাবিতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফে শিলিগুড়ি থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। তৃণমূলের দার্জিলিং সমতলের জেলা যুব সভাপতি জয়ব্রত মুখুটির বক্তব্য দিলেন, ‘যে দলের সাংসদ নিজেকে গুন্ডা বলে পরিচয় দেয়, বিধায়ক পুলিশকে হুমকি দেয়, সেই দলের থেকে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। আমরা ওই পরিবারের সঙ্গে আছি।’

যদিও যে নীরজ ভোটের বাজারে রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন, শিলিগুড়ি থানায় তাঁর দায়ের করা ডায়েরির বয়ান ও সংবাদমাধ্যমে দেওয়া বিবরণে বিস্তর ফারাক থাকায় প্রশ্ন উঠল। নীরজ পুলিশের কাছে করা ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন, তাঁকে ধাক্কা মারার পর গাড়ি থেকে সৌরভ সহ আরও চারজন বের হন। তাঁরা প্রত্যেকেই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা করার বদলে নীরজকে ঘিরে ধরে তাঁরা হেনস্তা করতে থাকেন। ‘হাই-লেভেল পলিটিক্যাল সোর্স’ থাকার কথা বলে ঘটনা নিয়ে অভিযোগ করলে সমস্যায় ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। পরে আবার ফোন করে সৌরভ নিজেকে যুব মোর্চার সভাপতি পরিচয় দিয়ে নীরজ ও তাঁর পুরো পরিবারকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।

সংবাদমাধ্যমে অবশ্য অনেকটাই আলাদা বিবরণ দিয়েছেন নীরজ। তাঁর বক্তব্য, ‘মঙ্গলবার রাতে আমি বাড়ি ফিরছিলাম। ঝংকার মোড়ের কাছে হঠাৎ করেই ওই গাড়ি ঘোরানো হয়। বিপজ্জনকভাবে গাড়িটি আমার

এরপর দশের পাতায়

আহত নীরজকুমার শা।

> যে দলের সাংসদ নিজেকে গুন্ডা বলে পরিচয় দেয়, বিধায়ক পুলিশকে হুমকি দেয়, সেই দলের থেকে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না।
>
> -জয়ব্রত মুখুটি
>
> যুব সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস, দার্জিলিং সমতল

অ্যাডভান্সড রোবোটিক্সের পাঠ

জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সেমিনার। বুধবার।

জলপাইগুড়ি, ৮ এপ্রিল : প্রযুক্তিকে আপন করে নেওয়াটাই বর্তমান সময়ের দাবি। রোবট, ড্রোন, এআই- এই শব্দগুলির সঙ্গে এখন কমবেশি সকলেই পরিচিত। এবার এই তিনের সমন্বয়ে বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে কী কী সুবিধা হয়, তা নিয়ে বুধবার জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সেমিনার হয়।

কলেজের মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের তরফে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবে আয়োজিত 'ফ্রম প্ল্যানিং টু ফিল্ড টেস্ট : কোঅর্ডিনেটিং এয়ার অ্যান্ড গ্রাউন্ড রোবটস ফর সার্ভেলান্স টাস্ক' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন শিকাগোর ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়ের অধ্যাপক সাফওয়ান মণ্ডল। সেমিনারে তিনি বলেন, 'ড্রোন দিয়ে কাজ করা অনেকটাই সহজ। তবে, ড্রোনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যাটারি চলে। প্রয়োজন হয় একজন ড্রোন পাইলটের। রোভার ও ড্রোনকে যদি একত্রে কাজ করানো যায়, সেখানে এআই-এর মাধ্যমে রুট, ম্যাপ সব সেট করে দ্রুত প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা যে কোনও সিক্রেট মিশনে ছবি তোলা যাবে।'

রোভার ও ড্রোন একসঙ্গে কীভাবে কাজ করে, পড়ুয়াদের এই প্রশ্নে সাফওয়ান বলেন, 'রোভারে একটা ল্যান্ডিং পয়েন্ট থাকছে। ব্যাটারি শেষ কিংবা রেস্টের সময় ড্রোনটি রোভারে ল্যান্ড করে চার্জ হতে পারছে। ফলে ১৫-২০ ঘণ্টার মিশনে সমস্যা হয় না।' তিনি ছাড়াও সেমিনারে উপস্থিত অধ্যাপক সৌপায়ন মিত্র, মহম্মদ নইম হোসেন ও অয়ন প্রামাণিকরা বলেন, পড়ুয়ারা রোবোটিক্স ও স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের অত্যাধুনিক গবেষণা সম্পর্কে যে ধারণা পেলেন, তা তাঁদের অ্যাকাডেমিক জ্ঞান ও বাস্তব প্রযুক্তিগত প্রয়োগের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

মোফাক্কেরুলের জেল হেপাজত

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৮ এপ্রিল : ধৃতদের হেপাজতে চেয়ে আদালতে কোনও আবেদন করেনি জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ। ফলে, কালিয়াচকের সুজাপুর কাণ্ডে প্ররোচনা দেওয়ায় মূল অভিযুক্ত মোফাক্কেরুল ইসলামকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল মালদা জেলা আদালত। এদিকে, আদালত থেকে বেরোনোর পথে হুঁশিয়ারি শোনা গেল মোফাক্কেরুলের মুখে। তিনি বলেন, 'ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে আন্দোলন জারি থাকবে।'

কালিয়াচক-২ ব্লকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর কাজে নিযুক্ত বিচারকদের হেনস্তার ঘটনায় তদন্তভার এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পুলিশের দাবি, বিক্ষোভে মূল প্ররোচনাদাতা ছিলেন মোফাক্কেরুলই। সেই মামলায় বুধবার তাঁকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। তবে, এদিন মোফাক্কেরুল বা অন্য ধৃতদের কাউকে হেপাজতে চায়নি এনআইএ। আগামী ১৭ এপ্রিল ফের তাঁকে জেলা আদালতে পেশ করা হবে।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে গত ১ এপ্রিল কালিয়াচক-১ ব্লকের সুজাপুর এলাকায় দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা। সেই ঘটনাস্থলে একটি গাড়ির ওপরে উঠে বক্তব্য দিতে শোনা যায় মোফাক্কেরুলকে। এদিন নিজেও সেই ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন তিনি। অন্যদিকে, সেইদিনই সকাল থেকে কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসে এসআইআর-এর কাজে কর্মরত বিচারকদের ঘেরাও করে রাখা হয়। রাতে বিচারকদের উদ্ধার করে নিয়ে আসার পথে গাড়ির ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় মোথাবাড়ি থানার পুলিশ এখনও পর্যন্ত ৪১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। কালিয়াচকের ঘটনায় গত ৩ এপ্রিল বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মোফাক্কেরুল ইসলাম ও আক্রামুল বাগানিকে।

মোফাক্কেরুলকে আদালত থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বুধবার।

> এনআইএ বা সিবিআই যারাই তদন্ত করুক, সাহায্য করব। ঘটনার দিন আমি সুজাপুরে ছিলাম। আমাকে মোথাবাড়ি মামলায় জড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে।
>
> **মোফাক্কেরুল ইসলাম**
> ধৃত আইনজীবী

এদিন মোফাক্কেরুল ইসলামকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। সকলেই অনুমান করেছিলেন, এদিন হয়তো এনআইএ ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে। ধৃত মোফাক্কেরুলের আইনজীবী সন্টু মিয়াঁ বলেন, 'আদালতের কাছে কেস ডায়েরি ছিল না। ১৭ তারিখ কেস ডায়েরি কল করা হয়েছে। যদিও এদিন আমরা ঘটনার বিষয়ে আদালতকে জানিয়েছি। কালিয়াচক-১ ব্লকের ঘটনাকে কালিয়াচক-২ ব্লকের ঘটনার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মোফাক্কেরুল রাস্তা দিয়ে আসার সময় বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি কোনও ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নন। উলটে অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে অবরোধ তুলেছিলেন তিনি।' সন্টু আরও বলেন, 'আমরা মোফাক্কেরুলের জামিনের আবেদন জানিয়েছিলাম। তবে, জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।' এদিকে আদালত থেকে বেরোনোর পথে মোফাক্কেরুল বলেন, 'এনআইএ বা সিবিআই যারাই তদন্ত করুক, সাহায্য করব। আদালতে কী হয়েছে, আমার আইনজীবীরা বলবেন। ঘটনার দিন আমি সুজাপুরে ছিলাম। আমাকে মোথাবাড়ি মামলায় জড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। ঘটনার দিন আমার সঙ্গে পুলিশের কথা হয়েছিল। আমিই আন্দোলন তুলতে সহযোগিতা করেছিলাম। অতিরিক্ত জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। ওঁরা সব জানেন।'

পতাকা নষ্ট

গাজোল, ৮ এপ্রিল : গাজোল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিদাস, কাশিমপুর, লক্ষ্মীতলা, শংকরপুর ইত্যাদি বুথে তৃণমূলের পোস্টার, ব্যানার, দেওয়াল লিখন, পতাকা নষ্ট করার অভিযোগ উঠল। বুধবার সকালে ঘটনাটি নজরে আসতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন তৃণমূল কর্মী, নেতারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান প্রার্থী প্রসেনজিৎ দাস। কর্মী-সমর্থকদের শান্ত থাকার বার্তা দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। তৃণমূল প্রার্থী বলেন, 'পোস্টার, ব্যানার ছিঁড়ে কিংবা দেওয়ালে গোবর লেপে মানুষের মন থেকে তৃণমূলকে মুছে ফেলা যাবে না। হার নিশ্চিত জেনে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই সমস্ত কাজ করেছে।' বিজেপির গাজোল-১ মণ্ডল সভাপতি নীহারচন্দ্র মণ্ডল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'বিজেপি এসব কাজ করে না। তৃণমূল প্রচারের আলোয় আসার জন্য এসব করছে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৪৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৪৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 1995 0887326 আমার বাবার নাম Khagen Roy নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 07-04-26, E.M., সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Khagen Chandra Roy এবং Khagen Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার বাবার পুরো এবং শুভ নাম Khagen Chandra Roy সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। - Swapan Roy, গ্রাম ঃ ও পো ঃ হাড়িভাঙ্গা, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/120656)

•

আমি তপন সরকার পিতা তারাপদ সরকার গ্রাম সাহাপুর পোস্ট তিওড় থানা হিলি জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর পিন নং ৭৩৩১৪৫ আমার আধার প্যান রেশন এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ ভোটার কার্ডে পিতা তারাপদ সরকার আছে। বাংলাদেশের একটি জমির রেকর্ডে বাবার নাম তারাপদ প্রামানিক আছে। ৭/৪/২০২৬ তারিখে বালুরঘাট কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে সংশোধন করিলাম। তারাপদ সরকার এবং তারাপদ প্রামাণিক একই ব্যক্তি। (C/121334)

কর্মখালি

ঔষধের দোকানে কাজ জানা লোক দরকার- Ad - Matigara, Siliguri, Ph. - 8509163832. (C/121329)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : চাকরির পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। ঋনের টাকা শোধ হওয়ায় স্বস্তি মিলবে। বাড়ির কোনও কাজে বাইরে যেতে হতে পারে। বৃষ : পড়ুয়াদের লেখাপড়ায় মনোযোগ বাড়বে। কাউকে কথা দিয়ে তা রাখতে পারায় নিশ্চিন্ত হবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মিথুন : আজ বাড়ির কোনও সমস্যা নিজেই মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। কোনও ধর্মীয় কাজে দানধ্যান করে মানসিক শান্তি পাবেন। কর্কট : দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায় কর্মচারীদের সঙ্গে সমস্যা আজ মিটে যাবে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক খরচ বাড়বে। সিংহ : পরিবার নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। জমি-বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ব্যবসায় আর্থিক বাধা কাটবে। কন্যা : সম্পত্তি বিক্রি নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলোচনায় রাস্তা খুলতে পারে। বাড়ির কোনও গুরুজনের শারীরিক সমস্যায় চিন্তা বাড়বে। তুলা : সেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। বৃশ্চিক : সন্তানের পড়াশোনায় উন্নতি দেখে স্বস্তি পাবেন। প্রেমের সম্পর্ক খুব একটা মধুর হবে না। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। ধনু : স্ত্রীর বাপের বাড়ির তরফে সম্পত্তির ভাগ পেতে পারেন। শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। মকর : আজ বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কোনও জটিল কাজে বাড়ির লোকের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন না। কুম্ভ : কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আজ পদোন্নতি এবং বদলির খবর পেতে পারেন। মীন : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে। নিকট কোনও বন্ধুর দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ১৯ চৈত্র, ৯ এপ্রিল ২০২৬, ২৫ চ'ত, সংবৎ ৭ বৈশাখ বদি, ২০ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২৭, অঃ ৫।৫১। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী সন্ধ্যা ৬।১৪। মূলানক্ষত্র দিবা ৬।২২। পরিঘযোগ দিবা ৩।৪৯। ববকরণ সন্ধ্যা ৬।১৪ গতে বালবকরণ। জন্মে – ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ৬।২২ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, সন্ধ্যা ৬।১৪ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, সন্ধ্যা ৬।১৪ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ২।৪৫ গতে ৫।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৯ গতে ১।৬ মধ্যে। যাত্রা – শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।২২ গতে যাত্রা মধ্যম, দিবা ২।৩৮ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, সন্ধ্যা ৬।১৪ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম – দিবা ৬।২২ মধ্যে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৬।২২ গতে ২।৪৫ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ২।৪৫ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।২২ গতে ১২।৫২ মধ্যে। অমৃতযোগ – রাত্রি ১২।৪৬ গতে ৩।৫ মধ্যে।

আজ টিভিতে

নিখাদ ভালোবাসার গল্প নিয়ে নতুন ধারাবাহিক
প্রতিজ্ঞা সোম থেকে রবি রাত ৯.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ ঘাতক, দুপুর ১২.৪৫ রংবাজ, বিকেল ৩.৪৫ টাইগার, সন্ধে ৬.৩০ অচেনা অতিথি, রাত ৯.৪৫ শাপমোচন

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ স্ত্রীর মর্যাদা, দুপুর ১.০০ সঙ্গী, বিকেল ৪.০০ রণক্ষেত্র, সন্ধে ৭.১৫ জীবন নিয়ে খেলা, রাত ১০.০০ বিন্দাস

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ তুমি যে আমার, বেলা ১১.৩০ মহাজন, দুপুর ২.৩০ সত্যম শিবম সুন্দরম, বিকেল ৫.০০ আক্রোশ, রাত ৮.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, রাত ১০.৩০ ভালোবাসা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অন্তরীক্ষ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কালীশংকর

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মনের মানুষ

জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৫ গীতা গোবিন্দম, দুপুর ২.২৯ জানোয়ার, সন্ধে ৬.০২ হিরো : দ্য বুলেট, রাত ৮.৩০ স্কন্দ, ১১.২২ মধুরা রাজা

সাবেকি টক-ঝাল পাঁঠার মাংস তৈরি শেখাবেন গোপা কর্মকার। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সত্যম শিবম সুন্দরম
দুপুর ২.৩০ জি বাংলা সোনার

ওয়াইল্ড তানজানিয়া সন্ধে ৭.০৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন গ্রীষ্মকালীন মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৫৭৫৪/০৫৭৫৩ নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ ও গঠন অনুযায়ী চলবে ঃ

নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন			(০৫৭৫৪) (০৫৭৫৩)	মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি		
দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
বৃহস্পতি,	–	০৯.০০	↓ নিউ জলপাইগুড়ি	২১.১০	–	মঙ্গল
শুক্র,	১০.৪৪	১০.৪৬	কিশানগঞ্জ	১৯.৫৩	১৯.৫৫	সোম,
রবি,	১২.১০	১২.১২	কুমেদপুর	১৭.৩৫	১৭.৩৭	রবি,
সোম,	১৩.১৬	১৩.১৮	একলাখী	১৬.১২	১৬.১৪	শুক্র,
মঙ্গল	১৪.৪৫	–	মালদা টাউন ↑	–	১৫.৪৫	বৃহস্পতি,

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে আলুয়াবাড়ী রোড, ডালখোলা, বারসোই, হরিশ্চন্দ্রপুর, সামসী ও ওল্ড মালদা স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখ ও দিনঃ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৫৭৫৪ এবং মালদা টাউন থেকে ০৫৭৫৩ঃ ১০/০৪, ১২/০৪, ১৩/০৪, ১৪/০৪, ১৬/০৪, ১৭/০৪, ১৯/০৪, ২০/০৪, ২১/০৪, ২৩/০৪, ২৪/০৪, ২৬/০৪, ২৭/০৪, ২৮/০৪ ও ৩০/০৪/২০২৬ তারিখ (বৃহস্পতি, শুক্র, রবি, সোম ও মঙ্গলবার) = ১৫ ট্রিপ (উভয় ট্রেন)। গঠনঃ এসি ২-টিয়ার–০২, এসি ৩-টিয়ার ইকোনমি–০৭, স্লিপার শ্রেণি–০৭, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (এলডব্লুএস)–০৪, পাওয়ার কার–০১ এবং এলএসএলআরডি–২ = ২২ কোচ। শ্রেণী ঃ মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/০১, তারিখঃ ০২-০৪-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নং.ঃ এপি-এসটি-০১-২০২৬-২৭; কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১৬টি স্টেশনের জন্য তিন (০৩) বছর অর্থাৎ ৩৬ মাস সময়ের জন্য সিমেন্স দ্বারা নির্মিত ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং-এর ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৫,০৬,৯৮,৪১৪.০৮ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১০,১৪,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৮-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৮-০৪-২০২৬ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বাণিজ্যিক বাহন ভাড়া করা

টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০৫-২০২৬/ডিইএম/কে/১০ (বিড নং. ডিইএম/২০২৬/বি/৭৪১৪০৩৩) তারিখঃ ০৩-০৪-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেঃ কাজের নামঃ ০২ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে (২৪ মাস) উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার মণ্ডলের অধিনে আবশ্যকতা অনুসারে কাটিহার থেকে যেকোনো ষ্টেশন পর্যন্ত রেলওয়ে ষ্টাফের ব্যবহারের জন্যে (টিআরডি এবং ইলেক্ট্রি জি কন্ট্রল) চালক সহিত ০১ টি ষ্টাফ কার, এসি নাথাকা ডিজেল বাণিজ্যিক বাহন ভাড়া করা (নিম্নতম ০৬ জন ব্যক্তি একই সময়ে বাহনে পরিবহন করার জন্যে টাটা সুমো গোল্ড, টাটা সাফারি, মহিন্দ্রা স্করপিয়ো, টোয়োটা ইনোভা অথবা সেইধরনের বাহন)। টেন্ডার রাশিঃ ১২,৯৪,২৯৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২৫,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হবে ১৩-০৪-২০২৬ তারিখের ২১.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে ১৩-০৪-২০২৬ তারিখের ২১.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডডিএইছডি/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

কম খরচে

নববর্ষে প্রিয়জনকে 'শুভেচ্ছা' জানাতে

আজই চলে আসুন

'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর বিজ্ঞাপন বিভাগে অথবা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় থাকা 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর বিজ্ঞাপনগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে।

এছাড়া এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরেও

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

'শুভেচ্ছা' বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন

বিজ্ঞাপন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২৬

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১০টি ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ধুবড়ি, ফকিরাগ্রাম জংশন, বিন্নাগুড়ি, লাটাগুড়ি, ডামডিম, তুফানগঞ্জ, কামাখ্যাগুড়ি, নিউ মাল জংশন ও নিউ আলিপুরদুয়ারে ১০টি ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। বিবরণ ঃ আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনে চা স্টলের ব্যবস্থা। নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: সি-এপি-সিএটিজি-২৬-১০; রেট ইউনিট: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট): ১৭-০৪-২০২৬ তারিখ ১১:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বন্ধের তারিখ ও সময়
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-টিএফজিএন-জিএমইউ-১৪৬-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	১৭-০৪-২৬ তারিখ ১১:৩০ টায়
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিবিবি-জিএমইউ-১০১-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	১৭-০৪-২৬ তারিখ ১১:৪০ টায়
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-এলটিজি-জিএমইউ-১৪৫-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	১৭-০৪-২৬ তারিখ ১১:৫০ টায়
এএ/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিডিএম-জিএমইউ-৪৪-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	১৭-০৪-২৬ তারিখ ১২:০০ টায়
এএ/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-বিএনডি-জিএমইউ-৩১-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	১৭-০৪-২৬ তারিখ ১২:১০ টায়
এএ/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-এফকেএম-জিএমইউ-১৪৪-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	১৭-০৪-২৬ তারিখ ১২:২০ টায়
এএ/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএমজি-জিএমইউ-৬৩-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	১৭-০৪-২৬ তারিখ ১২:৩০ টায়
এএ/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএমজি-জিএমইউ-৬২-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট)	১৭-০৪-২৬ তারিখ ১২:৪০ টায়
এবি/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এনএমজেড-এসএমইউ-১৩-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	১৭-০৪-২৬ তারিখ ১২:৫০ টায়
এবি/২	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ-এসএমইউ-২৪-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট)	১৭-০৪-২৬ তারিখ ১৩:০০ টায়

প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। বিঃদ্রঃ সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বহুমুখী ষ্টল ইউনিটের জন্যে ই-নিলাম

রঙ্গিয়া মণ্ডলে ০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বহুমুখী ষ্টল ইউনিটের ই-নিলাম। রেট ইউনিট: বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিন: ১৮২৬ দিন।

নিলাম কেটালগ নং. আরএনওয়াই-এমপিএস-৭

এসইকিউ নং.	লট নং. /শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিএনজিএন-এমপিএস-৩১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	'এ' শ্রেণীর বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে ষ্টেশনের ২ নং প্লাটফর্মে মহিলার জন্যে সংরক্ষিত বহুমুখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/২	এমপিএস-আরএনওয়াই-এনএলভি-এমপিএস-২৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	'ডি' শ্রেণীর নলবারি রেলওয়ে ষ্টেশনের ১ নং প্লাটফর্মে অসংরক্ষিত শ্রেণীর বহুমুখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৩	এমপিএস-আরএনওয়াই-এসবিই-এমপিএস-২৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	'ই' শ্রেণীর সরভোগ রেলওয়ে স্টেশনের ২ নং প্লাটফর্মে অসংরক্ষিত শ্রেণীর বহুমুখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৪	এমপিএস-আরএনওয়াই-ডিকেজিএন-এমপিএস-২২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	'ই' শ্রেণীর ডেকারগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় ওবিসিদের জন্য সংরক্ষিত বহুমুখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৫	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-এমপিএস-২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	'এ' শ্রেণীর বরপেটা রোড রেলওয়ে স্টেশনের ২ নং প্লাটফর্মে এসটিদের জন্য সংরক্ষিত বহুমুখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৬	এমপিএস-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-এমপিএস-২৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	'ডি' শ্রেণীর গোয়ালপাড়া টাউন রেলওয়ে স্টেশনের ১ নং প্লাটফর্মে অসংরক্ষিত শ্রেণীর বহুমুখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৭	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিএনজিএন-এমপিএস-৩২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	'এ' শ্রেণীর বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের ১ নং প্লাটফর্মে অসংরক্ষিত শ্রেণীর বহুমুখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৮	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-এমপিএস-১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	'এ' শ্রেণীর বরপেটা রোড রেলওয়ে স্টেশনের ২ নং প্লাটফর্মে এসসিদের জন্য সংরক্ষিত বহুমুখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা
এএ/৯	এমপিএস-আরএনওয়াই-এনএলভি-এমপিএস-২৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস ষ্টল)	'ডি' শ্রেণীর নলবারি রেলওয়ে স্টেশনের ১ নং প্লাটফর্মে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত বহুমুখী ষ্টলের (এমপিএস) ব্যবস্থা করা

নিলাম প্রারম্ভের তারিখ এবং সময়: ২০-০৪-২০২৬ তারিখের ১৩:০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২০-০৪-২০২৬ তারিখের ১৪:৫০ ঘণ্টায়। সম্ভাব্য বিডারদেরকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

মাণ্ডলিক রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), রঙ্গিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙিয়া ডিভিশনে স্থায়ী ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ

রঙিয়া ডিভিশনে স্থায়ী ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। নিলাম ক্যাটালগ নং: সিএটিজি-আরএনওয়াই-৫৪। রেট ইউনিট: বার্ষিক লাইসেন্স ফি। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট): ২০-০৪-২০২৬ তারিখে ১১:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএন-জিএমইউ-৫২৩-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	রাঙ্গাপাড়া নর্থ স্টেশনের পিএফ-১-এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এএ/২	সিএটিজি-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-জিএমইউ-৫৫৩-২৪-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	'ডি' শ্রেণির গোয়ালপাড়া টাউন স্টেশনের পিএফ-১-এ জিএমইউ-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এএ/৩	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এসপিকিউ-জিএমইউ-৪০১-২২-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	'ই' শ্রেণির সরুপেটা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর-২-এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এএ/৪	সিএটিজি-আরএনওয়াই-ইউএলজি-জিএমইউ-৫৪২-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	'ডি' শ্রেণির ওদালগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত জিএমইউ-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এএ/৫	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এইচএমএল-জিএমইউ-২১৮-২২-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	'ই' শ্রেণির হেলেম রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এএ/৬	সিএটিজি-আরএনওয়াই-টিআইএইচইউ-জিএমইউ-৪১৯-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	'ডি' শ্রেণির টিহু স্টেশনের পিএফ-১-এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এএ/৭	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএন-জিএমইউ-৫২৫-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	'ডি' শ্রেণির রাঙ্গাপাড়া নর্থ রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এএ/৮	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এসবিই-জিএমইউ-৩৮২-২২-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	'ই' শ্রেণির সরভোগ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর-১-এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এবি/১	সিএটিজি-আরএনওয়াই-ইউএলজি-এসএমইউ-৫৬৪-২৫-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	'ই' শ্রেণির ওদালগুড়ি স্টেশনের পিএফ-১-এ সংখ্যালঘু শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত ক্যাটারিং স্টল (চা স্টল) প্রদান।
এবি/২	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-এসএমইউ-৪৮৭-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	'বি' শ্রেণির নিউ বঙ্গাইগাঁও স্টেশনের পিএফ-১বি-তে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত এসটি (তফশিলি উপজাতি) স্পেশাল মাইনর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এবি/৩	সিএটিজি-আরএনওয়াই-ইউএলজি-এসএমইউ-৫৪৪-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	'ডি' শ্রেণির ওদালগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ রেলওয়ের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য জমি অধিগ্রহণের কারণে বাস্তুচ্যুত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত এসএমইউ-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এবি/৪	সিএটিজি-আরএনওয়াই-ডিডিএনআই-এসএমইউ-১৫৭-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	'ই' শ্রেণির দুধনৈ রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ এসএমইউ-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।

লটের বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২০-০৪-২০২৬ তারিখ ১৩:২০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

UTTAR BANGA SAMBAD
The largest circulated newspaper in North Bengal
is looking for a
SENIOR ACCOUNTANT
at Siliguri
Must be conversant with preparation of Final Accounts, Balance Sheet, Tally, Online Banking, GST, ESI, PF and other statutory online and offline filings.
Must be resident of Siliguri
Salary as per qualification and experience.
Walk-in for interview with detailed CV on 9th April, at 05:30 pm
Uttar Banga Sambad Office
Suhas Chandra Talukdar Sarani, Bagrakot, Siliguri

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভীত 'বাতিল' ভোটাররা

ভোট থেকে বঞ্চিত হলেও আন্দোলন থেকে দূরে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : ভোট দিতে না পারলে বাড়িতেই থাকবেন, কিন্তু আন্দোলনের পথে পা রাখবেন না। মোথাবাড়ি কাণ্ডে গ্রেপ্তারির ঘটনায় ভীত ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া ভোটাররা। নতুন করে নাম তোলার জন্য ট্রাইবিউনালে আবেদন করলেও, ভোটের লাইনে দাঁড়ানোর আশা দেখতে পাচ্ছেন না সিংহভাগ এমন ভোটার। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি অথবা শিলিগুড়ি, ছবিটা একই। দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের বাদ যাওয়া ভোটারদের মধ্যে ভয় ও হতাশা স্পষ্ট।

কেন নাম বাদ যাবে, এমন প্রশ্নে কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে পথ অবরোধ হয়েছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির 'বঞ্চিত' ভোটাররা তিনবাত্তি এলাকায় বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু মোথাবাড়ির ঘটনার পর তেমন কেউই আর রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে চাইছেন না। শিলিগুড়ির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ঝংকার মোড় এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ সামসের আলমের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। তৃণমূলের সহায়তা শিবিরের মাধ্যমে তিনি ট্রাইবিউনালে আবেদন পাঠিয়েছেন। কিন্তু ভোটার তালিকায় যে নতুন করে নাম উঠবে, সে আশা করছেন না তিনি। পেশায় রংমিস্ত্রি সামসের বললেন, 'মালদার

- মোথাবাড়ি কাণ্ডে গ্রেপ্তারির ঘটনায় ভীত ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া ভোটাররা
- কেন নাম বাদ যাবে, এমন প্রশ্নে কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে পথ অবরোধ হয়েছে
- কিন্তু মোথাবাড়ির ঘটনার পর তেমন কেউই আর রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে চাইছেন না

> আন্দোলন করতে গেলে কে কোথায় আইনবিরুদ্ধ কাজ করে ফেলে, তার ঠিক থাকে না। তাছাড়া পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাক, তা একেবারেই চাইছি না।
>
> **মহম্মদ সামসের আলম**

মোথাবাড়িতে আন্দোলনে যে আইনজীবী আমাদের হয়ে আওয়াজ তুলেছিলেন, তিনি এখন জেলবন্দি। পুলিশ বাড়ি বাড়ি ঢুকে ধরপাকড় চালিয়েছে। আন্দোলন করতে গেলে কে কোথায় আইনবিরুদ্ধ কাজ করে ফেলে, তার ঠিক থাকে না। আন্দোলনে নামার পর পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাক, তা একেবারেই চাইছি না।'

নিরাপত্তার বিষয়ে রাজ্য পুলিশের থেকে আধাসেনার ওপর বেশি ভরসা রাখছে নির্বাচন কমিশন। এসআইআর ও বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কমিশন কার্যত নজিরবিহীনভাবে একের পর এক পদক্ষেপ করছে। ফলে আন্দোলনে নামলে যে হিতে বিপরীত হতে পারে, সেই আশঙ্কায় বাতিলের তালিকায় চলে যাওয়া ভোটাররা। ফুলাবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়ের বাসিন্দা সাহেরা বানুর নাম কাটা গিয়েছে। ৪০ বছর বয়সি সাহেরা পরিচারিকার কাজ করেন। তিনি বলছেন, 'এলাকার কয়েকজন নেতা প্রথমে আন্দোলনে নামতে বলেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁরাই আন্দোলনে নামতে বারণ করছেন। তাঁদের হাতেও নাম তোলার আর কোনও ক্ষমতা নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই ২৩ এপ্রিল মনে হয় না ভোট দিতে পারব। পরিবার নিয়ে ভোটের দিন বাড়িতেই থাকব।'

অনেকে আবার নাম বাদ যাওয়ার পিছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে মনে করছেন। ফুলবাড়ির জটিয়াকালির বাসিন্দা মহিদুল হক, জাহির আলমের নামও বাদ পড়েছে। তাঁরা মনে করেন, ভোটের পর হয়তো আবার নাম উঠবে। কিন্তু এবার সুপরিকল্পিতভাবে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদ আন্দোলনে মামলা, গ্রেপ্তারির ভয় থাকায় চুপ করেই রয়েছেন তাঁরা, আরও অনেকের মতোই।

আইবিভি ভাইরাসে মৃত্যু ময়ূরের, উল্লেখ রিপোর্টে

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : বন দপ্তরের বাগডোগরা রেঞ্জের অন্তর্গত সেনাছাউনি সংলগ্ন বনাঞ্চলে একাধিক ময়ূরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ফরেন্সিক রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ল্যাবরেটরি রিপোর্টে জানা গিয়েছে, মৃত্যুর নেপথ্যে রয়েছে ইনফেকশন ব্রংকাইটিস ভাইরাস (আইবিভি)। শিডিউল-১ তালিকাভুক্ত এই পাখির শরীরে এই ভাইরাসের সন্ধান উদ্বেগ বাড়িয়েছে বন দপ্তরের আধিকারিকদের।

বাগডোগরা রেঞ্জে গত মার্চ মাসে একের পর এক ময়ূরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে। পরপর সাত-আটটি ময়ূরের মৃত্যু চিন্তায় ফেলেছিল বন আধিকারিকদের। এর পরেই দিন পনেরো আগে মৃত ময়ূরের নমুনা অ্যানিমাল রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট (এআরডিডি) বা প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়। সোমবার সেই রিপোর্ট হাতে পান বন আধিকারিকরা। সেই রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ হিসাবে আইবিভি ভাইরাস বিষয়টি সামনে আসে। এদিকে সেনাছাউনি সংলগ্ন এলাকায় স্যানিটাইজেশনে জোর দিয়েছে বন দপ্তর। পশু বিশেষজ্ঞ সুখদের সরকারের কথায়, 'এই ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে বাকি ময়ূরও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। এই ভাইরাস ময়ূরের শরীরে প্রবেশ করলে কিডনি বিকল হয়ে যাওয়া, মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেওয়া, গর্ভধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা যায়। যেহেতু ময়ূরদের ভ্যাকসিন দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এলাকা স্যানিটাইজ করতে হবে যাতে বাকি ময়ূর সুরক্ষিত থাকতে পারে।'

সাধারণত সেনাছাউনি সংলগ্ন এলাকাগুলি সংরক্ষিত, পরিচ্ছন্ন এবং গাছপালায় ঘেরা থাকার জন্য প্রচুর ময়ূর দেখা যায়। ময়ূরের এই প্রিয় চারণভূমিতে ঘাতক ভাইরাসের থাবা বসানোর ঘটনায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন বন দপ্তর। কার্সিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'ল্যাব রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে ময়ূরের মৃত্যুর কারণ আইবিভি ভাইরাস। পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই নির্দিষ্ট এলাকা স্যানিটাইজ করা হয়েছে। তবে এই জীবাণু কোথা থেকে ছড়িয়েছে তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।'

বাজেয়াপ্ত সিলিন্ডার

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : গ্যাসের সিলিন্ডার সংকটের মধ্যেই জংশনের একটি হোটেল থেকে দুটি অতিরিক্ত কমার্সিয়াল সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। বুধবার অভিযান চালিয়ে দুটি গ্যাস সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডারগুলি কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, তা নিয়ে তদন্ত চলছে।

গরম পড়তে ডাবের জল বিক্রি বেড়েছে শিলিগুড়িতে। বুধবার ছবিটি তুলেছেন সঞ্জীব সূত্রধর।

স্থায়ী বাসিন্দারা কেন ডিলিটেড?

শা'র থেকে জানতে চাওয়ার ইচ্ছা গীতার

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : ২০১৭ সালে শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ির দক্ষিণ কটিয়োজোতের বাসিন্দা রাজু মাহালির উঠোনে বসে পাত পেরে খেয়েছিলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেই রাজুর নামে এসআইআর শুনানির নোটিশ আসে। পরে চূড়ান্ত তালিকায় নাম উঠলেও ব্যাপক হয়রানি নিয়ে ক্ষুব্ধ তিনি। রাজুর স্ত্রী গীতা মাহালিও বিরক্ত। তিনি বলছেন, 'এরপর কখনও দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে জানতে চাইব, কেন দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা লোকেদের নাম কাটা গেল?'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাড়ির উঠোনে বসে খেয়ে যাওয়ার পর হঠাৎই রাজ্য রাজনীতিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। রাতারাতি পরিচিত হয়ে ওঠেন রাজু এবং তাঁর পরিবার। এরপরেই রাজ্য সরকারের তরফে রাজুর স্ত্রী গীতাকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি নকশালবাড়ি থানায় কর্মরত রয়েছেন।

রাজু বলছেন, 'বাড়িতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খেয়ে যাওয়ার পর রাতারাতি নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে রাজ্য সরকার চাকরিও দিয়েছে। কিন্তু ভোটার তালিকায় নামটাই যদি না থাকে তাহলে সে সবের গুরুত্ব কী? আগে তো ভারতবাসী হতে হবে। তারপর বাকি সব।'

পরিবারের মধ্যে শুধু রাজুর এসআইআর শুনানিতে ডাক এসেছিল। কয়েক দফায় তাঁকে শুনানি পর্বে যেতেও হয়েছিল। অভিযোগ, তাতে নানাভাবে হয়রানি হয়েছিলেন রাজু। পেশায় চা শ্রমিক রাজুর পূর্বপুরুষরা এখানেই থেকেছেন। এদিকে রাজুর স্ত্রী প্রশ্ন

> আবার যদি কোনও দিন শা'র সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে জানতে চাইব, কেন দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা বাসিন্দাদের নাম কাটা গেল?
>
> **গীতা মাহালি**

তুলেছেন, তাঁদের নামই যদি না থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খেয়ে গেলেনই বা কেন, চাকরিও দেওয়া হল কেন? এদিকে চূড়ান্ত তালিকায় রাজুর নাম উঠলেও, তাঁদের সে কথা কেউ আর জানাননি বলে দাবি করেছেন রাজুর স্ত্রী।

গীতার কথায়, 'ভোট প্রচারে নেতারা বারবার রাস্তা দিয়ে ঘুরছেন। এখনও বাড়িতে যাননি কেউই। গেলে যদি প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় সেই ভয় হয়তো রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা ভোট দিচ্ছেন তাঁদের নাম বাদ দেওয়া ঠিক নয়। এলাকায় সেরকম কয়েকটি পরিবার রয়েছে। আবার যদি কোনও দিন শা'র সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে জানতে চাইব, কেন দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা বাসিন্দাদের নাম কাটা গেল?'

বিষয়টি নিয়ে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন জানিয়েছেন, তিনি রাজুর বাড়ি প্রচারে যাবেন। সে সময়ই তাঁর মুখ থেকে সবটা শুনবেন। আনন্দময়ের কথায়, 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেশে থাকা কতটা বিপদের মাহালি পরিবারকে বোঝাব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর খাওয়ার সঙ্গে নাম বাদ কিংবা যোগের কোনও সম্পর্ক নেই। কমিশন তাদের কাজ করছে। তৃণমূল হয়তো ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে।'

পালটা ওই বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শংকর মালাকার বললেন, 'পেটপুরে খাওয়ার আগে শা'র জানা উচিত ছিল মাহালি পরিবারের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে কি না। আদিবাসীদের যেভাবে হয়রানি করা হয়েছে দায় বিজেপির। আদিবাসীরা এর জবাব দেবেন।' তাঁর আরও দাবি, রাজ্য সরকারই গীতাকে হোমগার্ডের চাকরি দিয়েছিল। শা তো শুধু খেয়েই গিয়েছিলেন।

মন্দিরে চুরি

খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ৮ এপ্রিল : খড়িবাড়ি এলাকায় চোরের উপদ্রব থামছে না। এবার তাদের নজর পড়ল দেবালয়ে। বুধবার সকালে স্থানীয়রা দেখতে পান, খড়িবাড়ি ডুমুরিয়া এলাকায় চৈতাকালী মন্দিরের মূল গেটের তালা ভাঙা। মন্দিরের ভেতরে ঢুকতেই দেখা যায়, ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে দানবাক্স।

মন্দির কমিটির কোষাধ্যক্ষ দুর্গালাল রায় বলেন, 'দানবাক্স থেকে প্রায় ৬ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে।' স্থানীয়দের মধ্যে বিষ্ণু শা'র অভিযোগ, 'মাদকাসক্তদের আনাগোনা বেড়েছে। তারাই এই চুরির ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ। ইতিমধ্যে এলাকায় একাধিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতীদের ধরতে পারেনি পুলিশ।' এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খড়িবাড়ি পুলিশ। তারা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অন্যদিকে, গুয়াবাড়িতে চুরির ঘটনায় ব্যবহৃত একটি দামি বাইক উদ্ধার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত মহম্মদ কাসিমউদ্দিনকে জেরা করে বুধবার বাইকটির হদিস মিলেছে। গত শুক্রবার রাতে চুরির পর পালানোর সময় মহানন্দা ক্যানালে ঝাঁপ দিলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চক্রের বাকি সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার কাসিমউদ্দিনকে ফের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশি হেপাজতে থাকা ধৃতের থেকে চুরি যাওয়া সোনা ও নগদ উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

বেহাল রাস্তা

চোপড়া, ৮ এপ্রিল : চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাঁসখাড়ি এলাকায় বেরং ব্রিজের অ্যাপ্রোচ রোডের একাংশ ভাঙতে শুরু করেছে। মাঝেমধ্যে ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই থাকছে। এদিকে, বেরং ব্রিজ থেকে কালাগছ পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তার বেহাল থাকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় দাজউদ্দিন বলেন, 'অনেকদিন ধরেই রাস্তাটির অবস্থা খারাপ। কিন্তু, কোনও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।' আরেক স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আলাউদ্দিনের অভিযোগ, 'রাস্তার পিচ ও পাথর উঠে গিয়ে চলাচল কঠিন হয়ে পড়েছে।' মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাইম আলম অবশ্য বলেন, 'বৃষ্টির জলে রাস্তা ভাঙতে শুরু করেছে। আগামী দু'একদিনের মধ্যে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

ধৃত তিনজনের পুলিশ হেপাজত

উদ্ধার পণবন্দি অসমের ব্যবসায়ী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : অসম থেকে শিলিগুড়িতে ব্যবসার কাজে এসে পণবন্দি হলেন ব্যবসায়ী। বাড়িতে ফোন করে চাওয়া হয় মুক্তিপণ। পুলিশে অভিযোগ জানালে মঙ্গলবার রাতে নাটকীয়ভাবে উদ্ধার করা হল ব্যবসায়ীকে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনজনকে। ধৃতদের বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিকে, এমন ঘটনায় শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ওয়েস্ট জোনের অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু হয়। রাতেই ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করার পাশাপাশি তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে দীপক সরফ হিলকার্ট রোডের, বিষ্ণু বাসফোর বিআরআই কলোনি ও নির্মল দাস বাঘা যতীন কলোনির বাসিন্দা। ধৃতদের সঙ্গে গত ডিসেম্বর মাসে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির আওতায় নকশালবাড়ির এক ব্যবসায়ীর অপহরণের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যবসায়ী অসমের বঙ্গাইগাঁওয়ের বাসিন্দা। তিনি সুপারির ব্যবসা করেন। সেই সংক্রান্ত কাজে শিলিগুড়িতে যাওয়া-আসা রয়েছে তাঁর। গত রবিবারও ব্যবসার কাজে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। সোমবার দুপুর থেকেই হঠাৎ করে তাঁর ফোন বন্ধ হয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে একটি অপরিচিত নম্বর থেকে তাঁর পরিবারের এক সদস্যকে ফোন করে বলা হয়, 'ব্যবসায়ীকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। ছাড়ানোর জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে হবে।' পুলিশকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

এদিকে, ফোন পাওয়ার পর ওই ব্যবসায়ীর দাদা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে পৌঁছে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ জানান। যে নম্বর থেকে ফোন করে মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছিল সেটি ট্র্যাক করে অভিযান চালিয়ে দেবীডাঙ্গার একটি বাড়ি থেকে ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করার পাশাপাশি তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অপহরণের ঘটনায় ধৃত তিন জন।

সূত্রের খবর, যে বাড়ি থেকে ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করা হয় সেই বাড়ির মালিক অন্যত্র থাকেন। বাড়িটি তিনি এক ব্যক্তিকে ভাড়ায় দিয়েছেন। ভাড়ায় থাকা ব্যক্তিও এই চক্রের সদস্য বলে মনে করছে পুলিশ। ওই ভাড়াটিয়ার খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে, বুধবার সকালে ওই ব্যবসায়ীকে তাঁর দাদার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনা নিয়ে অবশ্য ওই ব্যবসায়ী ও তাঁর দাদা কেউই কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যবসায়ী পুলিশের কাছে দাবি করেছেন, অভিযুক্তদের সঙ্গে এবারে শহরে এসেই পরিচয় হয়েছিল। মিলন মোড় যাওয়ার নামে তাঁদের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন ওই তরুণ। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই ব্যবসায়ীকে দেবীডাঙ্গার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বন্দি করা হয়।

চিতাবাঘের ভয় চা বাগানে

চোপড়া, ৮ এপ্রিল : চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাবাড়ি এলাকায় একটি চা বাগানে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে বাগান সংলগ্ন এলাকায় চিতাবাঘের গতিবিধি লক্ষ করা যাচ্ছে। এলাকাবাসী ফণীন্দ্রনাথ বৈদ্য বলেন, 'গত কয়েকদিনে আতঙ্ক জাঁকিয়ে বসেছে। বিকেলের মধ্যে অনেকে বাড়িতে ঢুকে পড়ছেন।' বন দপ্তরের চোপড়া রেঞ্জ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এলাকায় চারটি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত বুনোর কোনও সন্ধান মেলেনি। প্রয়োজনে খাঁচা বসানো হবে।

ভোটের প্রচার

চোপড়া, ৮ এপ্রিল : বুধবার বিকেলে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে একটি নির্বাচনি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি গোয়াবাড়ি এলাকা থেকে শুরু হয়ে দাসপাড়া স্কুল মোড় পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তা পরিক্রমা করে। চোপড়ার বিধায়ক তথা দলীয় প্রার্থী হামিদুল রহমান সহ ব্লক ও স্থানীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, এদিন ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কংগ্রেসের তরফেও জোরদার প্রচার করা হয়। ধনীরহাটে একটি পথসভা করা হয়।

কাজ শেষে লাইন দিয়ে বাড়ি ফেরা

আলিপুরদুয়ারের কালকূট এলাকায় ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

ব্যাংকের সিএসপি আগুনে ভস্মীভূত

খড়িবাড়ি ও চোপড়া, ৮ এপ্রিল : অগ্নিকাণ্ডের জেরে ভস্মীভূত হল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সিএসপি ও একটি স্টেশনারি দোকান। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে খড়িবাড়ি নয়ারহাট এলাকায়। ওই সিএসপি'র ক্যাশ কাউন্টারে থাকা নগদ লক্ষাধিক টাকা সহ গ্রাহকদের সমস্ত নথিপত্র ও সরঞ্জাম পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, স্টেশনারি দোকানটিরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। খবর পেয়ে বুধবার ঘটনাস্থলে যান শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। সিএসপি শাখার এজেন্ট প্রসেনজিৎ গণেশ জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডে নগদ প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা পুড়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্য ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম সহ শাখার লাইসেন্স, গ্রাহকদের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নষ্ট হয়েছে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। অন্যদিকে, চোপড়া ব্লকের ঘিরনিগাঁওয়ের লালমনগছ গ্রামে বুধবার সকালে আগুন লাগে। স্থানীয় একটি বাড়ির রান্নাঘর থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বলে অনুমান। অগ্নিকাণ্ডে মোট ৬টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রাবিয়া বেগম বলেন, 'এদিন সকালে গ্রামের একটি বাড়ির রান্নাঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে সংলগ্ন বাড়িগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।' ক্ষতিগ্রস্ত ফারুক হক, সালেহা খাতুন, আজাকুলদের ব্লক প্রশাসন ত্রাণসামগ্রী দিয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা সৌরভ ভুঁইয়া - কে 15.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 71A 58759 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সর্বত্র কোটিপতি তৈরি করার কারণে ডিয়ার লটারি জনসাধারণের মধ্যে একটি ভালো নাম অর্জন করেছে। আমার জীবনের এই মহান মুহূর্তে আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। এটি আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য অনেক বড় একটি উপহার।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শুনসান মোথাবাড়িতে চাপা আতঙ্ক

মোথাবাড়ি, ৮ এপ্রিল : গত বুধবার। আর আজকে আরেকটা বুধবার। গত এক সপ্তাহে কতখানি বদলে গিয়েছে মোথাবাড়ি! গত বুধবার বেলা থেকে কাতারে কাতারে লোক জমা হচ্ছিল কালিয়াচক-২ বিডিও অফিসের সামনে। আর এদিন? মোথাবাড়ির সেই বিডিও অফিসের সামনে গিয়ে দেখা গেল শুনসান। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হুসহুস করে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি। বিডিও অফিসের সামনে পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী মিলে নিরাপত্তার হুলুস্থুল। গোটা এলাকা একেবারে থমথমে।

বিডিও অফিস যেখানে, সেটা বাজার এলাকা। সাতদিন আগেও বেশি রাত অবধি জায়গাটা গমগম করত। এখন সন্ধ্যা হতে না হতেই ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দোকানের। রাজ্য সড়কের দু'পাশের গ্রামগুলি একেবারে শুনসান। অধিকাংশ ঘর পুরুষশূন্য। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভয়ে লোকজন বাড়িও ফিরছেন না। মোথাবাড়ি চৌরঙ্গি এলাকাতেও গ্রামগঞ্জ থেকে লোকজন খুব একটা আসছেন না। ফলে ব্যবসায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

মোথাবাড়ি চৌরঙ্গি এলাকায় কাপড়ের দোকান রয়েছে মোক্তার আলমের। জানালেন, বেচাকেনা একেবারেই নেই। এদিন সারাদিনে ৫০০ টাকা বিক্রি হয়েছে। বললেন, 'বসে বসে শুধু সময় পার করছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে ব্যবসার হাল ফিরবে না।' একই কথা বলছিলেন আখতার শেখ নামে আরেক ব্যবসায়ী।

একদিকে পুলিশের ধরপাকড়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইয়ের আধিকারিকদের ছোটাছুটি। সব মিলিয়ে এলাকায় এখনও আতঙ্কের ছাপ। চায়ের দোকান হোক বা যে কোনও জমায়েত, শেষপর্যন্ত কী হবে এই আলোচনাই চলছে। ক্ষতির কথা মেনে নিয়ে মোথাবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তাপস দাস বলছিলেন, 'চৌরঙ্গি এলাকার দোকানপাট সাতটা থেকে আটটার মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ অন্য সময় রাত ১২টা অবধিও দোকান খোলা থাকত।'

আমলিতলার হাইবাটোলায় গত বুধবার রাতে বিচারকদের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। বিচারকদের গাড়িতে ইট ছোড়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ ও এনআইয়ের নজর রয়েছে সেই গ্রামে। এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, বর্তমানে ওই গ্রামটি একেবারে জনশূন্য। সেখানকার দোকানপাট হয় খুলছেই না, অথবা খুললেও খুব অল্প সময়ের জন্য। গ্রামের অলিতে-গলিতে ঘুরলে পুরুষ চোখে পড়ে না বললেই চলে। দু'একজন মহিলাকে বসে থাকতে দেখা গেল। তবে তাঁরা কিন্তু অপরিচিত লোকজন দেখলেই সরে যাচ্ছেন।

ওই গ্রাম থেকে অন্তত দশজনকে

গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রায় প্রতি রাতে রেইড চলছে। আতঙ্কে গ্রামের অনেকে গা-ঢাকা দিয়েছেন। আর এরই মধ্যে পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করেছে, তাদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে।

ঘটনার পর প্রথম কয়েকদিন তো বিডিও অফিসও শুনসান ছিল। বিচারকরা তো ঘটনার পর থেকেই কালিয়াচক-২ বিডিও অফিসে আর বসছেন না। কর্মীরাও আতঙ্কে ছিলেন। গত দু-একদিন হল পরিস্থিতি সেখানে একটু স্বাভাবিক হয়েছে। সেই অফিসেই কাজ করেন প্রকাশ রবিদাস। বললেন, 'সারাদিনে দু-একজন লোকও বিডিও অফিসে আসছেন না। ফলে একটা অস্বস্তিকর দমবন্ধ করা পরিবেশ তৈরি হয়েছে।' রাস্তাঘাটেও লোকজন নেই বললেই চলে। ফলে অনেকেরই রুটিরুজিতে টান পড়েছে। মানব দাস নামে এক টোটোচালক হতাশার সুরে বললেন, 'মোথাবাড়িতে মনে হচ্ছে লকডাউন চলছে।'

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪২৪, তারিখ ০৭.০৪.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা : মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : (i) "মালদা টাউন ডিভিসনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ ডিআরএইচ/এমএলডিটি, হেল্থ ইউনিট সাহেবগঞ্জ এবং ভাগলপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি করতে", (ii) "নিউ ফরাক্কা জং এবং সুলতানগঞ্জ স্টেশনে ৪০ কেএলডি ক্ষমতার প্রিফ্যাব্রিকেটেড বর্জ্য জল রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট স্থাপন"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ১,২৭,৫১,০২৯.৪০ টাকা। বায়না অর্থ : ২,৫৫,০০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ১৫.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে ২৯.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিসবোর্ড : ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। MLD-10/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তেজনা

পোস্টার ঘিরে বিবাদ নকশালবাড়িতে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৮ এপ্রিল : অভিযোগ, পালটা অভিযোগকে ঘিরে বুধবার নকশালবাড়িতে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীরা। এই ঘটনায় দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহত তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন কর্মী-সমর্থকদের খোঁজখবর নিতে যান। আনন্দময় হাসপাতালে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আহত রায়পাড়া সংসদের পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসের অজয় ওরাওঁ এবং ব্লকের যুব নেতা নির্মল ঘোষকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছান তৃণমূলের প্রার্থী শংকর মালাকার। দুই প্রার্থীকে দেখে তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলের কর্মী-সমর্থকরাই হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। চলে স্লোগান, পালটা স্লোগান।

বিজেপির অভিযোগ, তাঁদের নির্বাচনি পোস্টারের ওপরেই বিজেপিকে বয়কটের আহ্বান জানিয়ে পোস্টার লাগানো হয়েছে নকশালবাড়িজুড়ে। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগও দায়ের করে বিজেপি। পদ্ম শিবিরের অভিযোগ, কমিশন ঠিক করে কাজ না করায় পরে দলীয় কর্মীরা ওইসব পোস্টার সরানোর কাজ শুরু করেন। সে সময়েই অতর্কিতে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা হামলা চালান। এতে ৮ জন আহত হয়েছেন বলে দাবি বিজেপির। তাদেরও ৩ কর্মী জখম হয়েছেন বলে দাবি তৃণমূলের। তৃণমূল চোরের মতো বিজেপির

বিজেপির পোস্টারের ওপর লাগানো বয়কটের পোস্টার। নকশালবাড়িতে।

বিরুদ্ধে পোস্টার লাগিয়েছে বলে অভিযোগ করেন আনন্দময় বর্মন। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিল শেষে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

তবে তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরা দিনের আলোয় তাঁদের পোস্টার ছিঁড়ে দিয়েছেন। তবে বিজেপি এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দেগেছে। অবশ্য বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরাই তাদের ওপর হামলা চালিয়েছেন।

তৃণমূলের অভিযোগ, নকশালবাড়ির রায়পাড়ায় দলীয় পোস্টার বিজেপি কর্মীরা ছিঁড়ে দিয়েছেন। সে সময়ে তৃণমূলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে প্রথমে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। পরে দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি বেধে যায়। এই ঘটনায় বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল নেতৃত্ব। এ নিয়ে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তথা নকশালবাড়ি-মাটিগাড়া বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর অরুণ ঘোষ বলেছেন, 'জানি না কেন বিজেপি কর্মীরা শান্ত নকশালবাড়িকে অশান্ত করতে চাইছেন।'

বিজেপিকে তোপ দেগে শংকর মালাকার বলছেন, 'এদের মাটি সরে গিয়েছে। বিজেপি প্রার্থী যেখানে যাচ্ছেন, তাড়া খাচ্ছেন।' আগামীদিনে পোস্টার ছিঁড়লে কর্মীরা ছেড়ে কথা বলবেন না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী।

বিধানসভা ভোটের মুখে পোস্টারকে ঘিরে দুই ফুলের দ্বন্দ্বে এখন সরগরম নকশালবাড়ির রাজনীতি।

রাজ্য দখলে নীল নকশা পদ্ম সভাপতির

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৮ এপ্রিল : একদিকে অনুপ্রবেশকারীদের জন্য তোষণ, আর একদিকে চা বাগান থেকে ৪ লক্ষের মানুষের পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে যাওয়াকে ইস্যু করা। পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতির প্রসঙ্গে টেনে ক্ষমতায় এলে বয়স পেরিয়ে যাওয়া চাকরিপ্রার্থীদের জন্য পাঁচ বছর ছাড়ের ঘোষণা। এই জোড়া অস্ত্রে নির্বাচনে রাজ্যের শাসকদলকে বধের রূপরেখা এঁকে দিয়ে গেলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। বুধবার আলিপুরদুয়ারের জনসভা, নাগরাকাটায় চা শ্রমিক সংগঠনের কর্মীসভা ও ময়নাগুড়ির রোড শো সর্বত্রই নীতিন চড়া সুরে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন।

আলিপুরদুয়ারের সোনাপুরের জনসভায় নীতিন বলেছেন, 'এখানে ১৬০০ কোটি টাকার শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীকে জেলে যেতে হয়েছে। আর এই দুর্নীতির জন্য তরুণ-তরুণীদের জীবন

- শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ভুক্তভোগী যাঁদের চাকরিতে আবেদনের বয়স পেরিয়ে গিয়েছে তাঁদের জন্য পাঁচ বছর ছাড়
- রাজ্যে সব শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরি ৫০০ টাকা
- ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো

অন্ধকার হয়েছে। অনেকেরই পরীক্ষা দেওয়ার বয়স পার হয়ে গিয়েছে। তাঁদের জন্য পাঁচ বছরের বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে পরীক্ষায় বসার।' নীতিনের ঘোষণা, ক্ষমতায় এলে শিক্ষক সহ সব সরকারি ফাঁকা পদে দ্রুত নিয়োগ করা হবে।

আলিপুরদুয়ার ও নাগরাকাটায় ভাষণে চা শ্রমিকদের নিয়ে অনেকটা সময় দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। তাঁর হিসাবে, উত্তরবঙ্গের চা বাগান থেকে ৪ লক্ষ শ্রমিক পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে রুটিরুজির জন্য দেশের নানা প্রান্তে চলে গিয়েছেন। আলিপুরদুয়ারে তাঁর ঘোষণা, 'এই রাজ্য বাদে সব রাজ্যে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকার বেশি। আর এই রাজ্যে ১৫০-২৫০ টাকা। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সব শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ৫০০ টাকা করা হবে।' একই তথ্য দিয়ে নাগরাকাটায় তিনি বলেছেন, 'মাদ্রাসা-মসজিদ তৈরি করতে, অনুপ্রবেশকারীদের ঠাঁই দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসীম মমতা।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

তখন বিকেল।। গজলডোবায় ছবিটি তুলেছেন পূর্ণদীপ রাহা।

পথ দুর্ঘটনায় আহত তিন

খড়িবাড়ি, ৮ এপ্রিল : জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন দুই বাইক আরোহী সহ এক মহিলা পথচারী। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে অধিকারী পিডব্লিউডি মোড়ের একটি চা ফ্যাক্টরি সংলগ্ন ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। আহতদের নাম রাজকুমার সিংহ, তরুণ সিং এবং টোপ্পা মার্ডি।

মঙ্গলবার রাতে রাজকুমার সিংহ ও তরুণ সিং বাইকে করে খড়িবাড়ি থেকে বাতাসির উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। সেই সময় চা ফ্যাক্টরির কাছে রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে টোপ্পা মার্ডির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলে তিনজনই রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। দুর্ঘটনার শব্দ পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর টোপ্পা মার্ডিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

হোমে ঠাঁই

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করার পর পরিবারের লোকজন রোগীর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সুস্থ হওয়ার পরও মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা বছর ৩৫-এর মলিনা দাসকে পরিবারের সদস্যরা ফিরিয়ে নিয়ে যাননি। দীর্ঘ ২ বছর মেডিকেলে থাকার পর ওই তরুণীকে হোমে স্থানান্তরিত করা হয়। মেডিকেল সূত্রে খবর, ওই তরুণীর বাড়িতে তাঁর মা ও দাদা রয়েছেন। কিন্তু কেউই মলিনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাননি। এমন পরিস্থিতিতে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বুধবার ওই তরুণীকে নবদিশা নামে একটি হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বলেছেন, 'ওই তরুণীকে নিঃশুল্ক হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

ধৃত তরুণ

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় অসুস্থ বধূকে বাড়িতে ঢুকে ধর্ষণের অভিযোগে মঙ্গলবার রাতে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম শচীন হালদার। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। নির্যাতিতার পরিবার জানিয়েছে, ৫ এপ্রিল ঘটনাটি ঘটে। বধূর শাশুড়ি থানায় অভিযোগ জানান। তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

মদ বাজেয়াপ্ত

চোপড়া, ৮ এপ্রিল : চোপড়া থানার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ অভিযানে নেমে চোলাই মদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করল পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। বুধবার দেবীঝোরা, ভুঁটিঝাড়ি সহ ৪ জায়গায় অভিযান চলে। অভিযানে নেমে ২০০ লিটার দেশি মদ ও আড়াই হাজার লিটার ফার্মেন্টেড ওয়াশ বাজেয়াপ্ত করা হয়। মদ তৈরির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জামও বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

নজরদারি

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : রোহিণীর রাস্তায় ঘনঘন হাতি দেখা যাওয়ায় ওই রাস্তায় নজরদারিতে জোর দিল বন দপ্তর। হাতির হানার জেরে সম্প্রতি ওই এলাকায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মঙ্গলবারও ওই রাস্তায় হাতি দেখা গিয়েছে। ঘনঘন হাতি দেখা যাওয়ায় দিনের পাশাপাশি রাতেও ওই রাস্তায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে কার্সিয়াং বন বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে।

কোবরা উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : বুধবার শিলিগুড়ির নেপালি বস্তি এলাকা থেকে একটি কিং কোবরা উদ্ধার হয়। এদিন সন্ধ্যায় কিং কোবরা দেখা যাওয়ায় ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয়রা ডাবগ্রাম রেঞ্জে খবর দিলে বনকর্মীরা এসে প্রায় তেরো ফুটের কিং কোবরাটিকে উদ্ধার করেন।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে অনুন্নয়নকে হাতিয়ার

লড়াই কঠিন, মানছেন রঞ্জন

ভোট উৎসব

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : দিনরাত এক করে শহর থেকে গ্রামের মেঠো পথে ছুটছেন রঞ্জন শীলশর্মা। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রঞ্জন এবার তাঁর দীর্ঘদিনের বিধায়ক হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন। অনুন্নয়ন নিয়ে অভিযোগ তুলে জিতলেই পুরসভা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। মানুষকে বোঝাচ্ছেন, পুরসভা হলে শিলিগুড়ি শহরের মতো এখানেও ঝাঁ চকচকে রাস্তা হবে, পথবাতি হবে, পানীয় জলের বন্দোবস্ত হবে। রঞ্জনের কথায়, 'কেউ তো আমাকে ফাঁকা ময়দান ছাড়বে না। আমি লড়াইটা দিয়ে যাচ্ছি। বাকিটা মানুষ বিচার করবেন।' তবে বিদায়ি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'মানুষ বিজেপিকেই ভোট দেবেন। উন্নয়ন কতটা হয়েছে, কাদের বাধায় উন্নয়ন করা যায়নি, সেটা মানুষ ভালোভাবেই জানেন।'

বুধবার সকালে ইস্টার্ন বাইপাস থেকে রঞ্জনের প্রচার শুরু হয়। রীতিমতো ঢাকঢোল বাজিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে হাতিয়াডাঙ্গা, পূর্ব, পশ্চিম ফকদইবাড়ি এলাকার বিভিন্ন মহল্লায় ঘুরে ঘুরে ভোটপ্রার্থনা করেন তৃণমূল প্রার্থী। তিনি যে এলাকায় এদিন ঘুরেছেন, সেখানকার অধিকাংশ রাস্তাই হয় কাঁচা অথবা ভাঙাচোরা। রাতে বৃষ্টি হওয়ায় ভাঙা রাস্তায় জল জমে মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে। রঞ্জন এলাকায় পৌঁছাতেই পূর্ব ফকদইবাড়ির বাসিন্দা রূপমতি বর্মন বললেন, 'কিছুই তো পেলাম না। বাড়ির সামনের রাস্তাটা যে শেষ কবে সংস্কার হয়েছিল, মনে পড়ছে না। বছর দুই আগে রাস্তায় পথবাতি লাগানো হয়েছিল। কয়েকদিন জ্বলার পরিস্থিতি একটা অনুন্নত গ্রামের ছবির সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাবে। বিদায়ি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। বাসিন্দাদের অনেকেই জানাচ্ছেন, বিধায়ক এলাকায় কোনও কাজ করেননি। আর এটাকেই হাতিয়ার করেছেন তৃণমূলের রঞ্জন। তিনি বললেন, 'বিধায়ক পাঁচ বছরে কী করেছেন, সেটা মানুষের কাছ থেকে জানুন। আমি মানুষকে শুধু একটা

নির্বাচনি প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মা। বুধবার।

পরেই খারাপ হয়ে যায়। সেভাবেই দীর্ঘদিন পড়ে রয়েছে। কেউ দেখার নেই।'

স্থানীয় বাসিন্দা হরেন রায়ের কথায়, 'ভোটের আগে প্রার্থীরা আসেন। ভোট পেরোলেই সবাই ভুলে যান। গত পাঁচ বছরে তো বিধায়ককে এলাকায় একদিনও দেখিনি।' তিনি বললেন, 'রঞ্জন শীলশর্মাও তো শহরের মানুষ। উনি বিধায়ক হলে আমাদের কতটা লাভ হবে সন্দেহ রয়েছে।'

এদিন এলাকায় ঘুরে দেখা গেল, শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে এই এলাকার কথাই বলছি যে, এই এলাকাকে পুরসভা করতে হবে। সেইজন্যই আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

শিখার বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকলেও বিজেপিমুখী হাওয়ায় কার্যত দিশাহীন দেখাচ্ছে তৃণমূলকে। এলাকায় তৃণমূল প্রার্থীকে দেখে মানুষ হাত জোর করছেন, আশীর্বাদ করছেন ঠিকই, কিন্তু ভোটবাক্সে কতটা প্রভাব পড়বে, সেই হিসাব মেলাতে পারছেন না খোদ রঞ্জন শীলশর্মাও। তবে নীরব ভোটই ভাবাচ্ছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে।

হিলকার্ট রোডে গাজনের সং। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

মমতার বিসর্জন নিশ্চিত : নবীন

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিসর্জন নিশ্চিত। ভবিষ্যদ্বাণী করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। বুধবার তিনি সুকনার একটি রিসর্টে দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার শীর্ষ নেতাদের নিয়ে ঘরোয়া বৈঠক করেন। সেখানে নীতিন বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে তুষ্টিকরণ, তোলাবাজি, মাফিয়াগিরি, দুর্নীতির রাজত্ব চালাচ্ছে তৃণমূল। এই রাজ্যের মানুষ তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। অনুপ্রবেশে মদত দেওয়া হচ্ছে। মমতার বিসর্জন এবার নিশ্চিত।'

বঙ্গ সফরের প্রথমদিনেই উত্তরবঙ্গে বিজেপির সাংগঠনিক ভিতকে আরও শক্তিশালী করতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। আলিপুরদুয়ার ও ময়নাগুড়ির কর্মসূচি সেরে রাতে তিনি শিলিগুড়ি পৌঁছান। ফলে বৈঠক শুরু হতে অনেকটাই রাত হয়ে যায়। নীতিনের এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল বুথ ও প্রবাসী কার্যক্রম। বৈঠকে মূলত সংগঠনের নীচুতলার শক্তি নিয়ে কাটাছেঁড়া করা হয়। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি প্রতিটি অঞ্চলে শক্তিশালী 'বুথ কমিটি' গঠনের নির্দেশ দেন। শিলিগুড়ি জোনের প্রবাসী কার্যকর্তা বা যাঁরা সংগঠনের বিশেষ দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের আগামীদিনের রোডম্যাপ বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই মুহূর্তে দলের সাংগঠনিক শক্তি ঠিক কতটা, নীতিন বিজেপির নেতাদের থেকে সেই রিপোর্ট নিয়েছেন। এছাড়া তৃণমূলের একাধিক দুর্নীতিকে প্রচারে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার নির্দেশ দেন তিনি। ১২ এপ্রিল কাওয়াখালিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা হওয়ার কথা। তারপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা শিলিগুড়িতে একটি রোড শো করতে পারেন। এই দুই কর্মসূচির ব্যাপারে নীতিন খোঁজ নেন। উত্তরবঙ্গ বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। নীতিনের বৈঠক থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, এবারের নির্বাচনে দার্জিলিং জেলার আসনগুলিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে চায় পদ্ম শিবির। বৈঠক প্রসঙ্গে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সর্বভারতীয় সভাপতি বেশ কিছু বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন।'

মহিলা চিকিৎসককে মারধর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : গাড়িতে ঘষা লাগার অভিযোগে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভাঙচুর করার পাশাপাশি মহিলা চিকিৎসককে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল। সেইসঙ্গে তাঁর পরিবারকে মারধর করার অভিযোগও উঠেছে। তার ফলে জখম হয়েছেন সেই মহিলা। মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের শহর শিলিগুড়ির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

কৃতি অধিকারী নামের ওই চিকিৎসকের কথায়, 'জলপাই মোড় থেকে আমি গাড়ি ঘুরিয়ে স্টেশন ফিডার রোডে উঠেছিলাম। সেইসময় পেছন থেকে আসা একটি গাড়ির সঙ্গে ঘষা লাগে। এরপর ওই গাড়ি আমার পিছু নিতে নিতে দমকলকেন্দ্রের কাছে সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। গাড়ির মধ্যে থাকা দুজন সহ ওই এলাকায় আরও চারজন আমাদের ওপর চড়াও হয়। আমাকে হেনস্তা করা সহ মারধর

- গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভাঙচুর করার পাশাপাশি মহিলা চিকিৎসককে হেনস্তা
- এই ঘটনায় অভিযুক্ত একজন গ্রেপ্তার
- বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ

করা হয় বাবা, মা ও ভাইকে।'

এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। বাকিরা পালিয়ে গেলেও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। সঙ্গে ওই গাড়িটিকেও আটক করা হয়েছে। গাড়িটির সামনে সেচ ও জলসম্পদ বিভাগের বোর্ড লাগানো হয়েছে। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম সুবল মণ্ডল। তিনি সুকান্তপল্লি এলাকার বাসিন্দা। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

এর আগে গত মাসেই চুরির অভিযোগে এক তরুণকে মারধর করার ঘটনার প্রতিবাদে শহরের এক পরিচিত চিকিৎসককে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই গত সোমবার সন্ধ্যায় পার্কিংকে কেন্দ্র করে এক ব্যবসায়ীকেও হেনস্তার শিকার হতে হয়েছিল। ভোটের আবহে যা ইতিমধ্যেই চর্চার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার নতুন করে এই মহিলা চিকিৎসককে নিগ্রহের অভিযোগ উঠল।

ওই মহিলা চিকিৎসকের অভিযোগ, 'গাড়ি আটকানোর পর প্রথমে আমার বাবা নামেন। এরপর ওই ছয়জন আমার বাবার ওপর চড়াও হয়। এরপর আমার মা প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁর ওপরেও চড়াও হয়। মায়ের নাকে গুরুতর চোট লেগেছে। গাড়ি থেকে নেমে ভাই পুরো বিষয়টা রেকর্ড করতে থাকলে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ভাই একশো নম্বরে ফোন করে পুলিশকে ডাকে। এরপর আমি বেরিয়ে এলে অশ্লীল গালিগালাজ ও হেনস্তা করার পাশাপাশি পাথর দিয়ে মেরে গাড়ির সামনের কাচ ভাঙা হয়।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ এক কর্তার কথায়, 'অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।'

বিহারের প্রাক্তন পুলিশকর্তার বাড়িতে তল্লাশি

বাগডোগরা, ৮ এপ্রিল : কিশনগঞ্জের প্রাক্তন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমারের আরও একটি 'সাম্রাজ্যের' হদিস পাওয়া গেল। বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সংলগ্ন নিমতলায় বিহারের পাটনা পুলিশের একটি দল মাটিগাড়া থানার পুলিশের সহায়তায় অভিযান চালায়। সেখানে গৌতম কুমারের দোতলা বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। বিহার পুলিশের বিশেষ আর্থিক অপরাধ ইউনিট-এর অ্যাডিশনাল এসপি ইন্দ্র প্রকাশের নেতৃত্বে এই অভিযান চলে। ইন্দ্র প্রকাশ বলেছেন, 'আয়বহির্ভূত সম্পত্তির হদিস পেতে এখানে এসেছি। এই বাড়িটি গৌতম কুমারের অন্যতম বান্ধবী সাগুফতা শামিমের নামে বছরখানেক আগে কেনা হয়েছে। তবে এই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। এখানে থাকতেন না।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১ কোটি ৩৫ লাখ টাকায় বাড়িটি কেনা হয়। বান্ধবী সাগুফতার সঙ্গে 'লিভ ইন' করার জন্যই কেনা হয় বাড়িটি। মাঝেমধ্যে একটি গাড়ি নিয়ে এই বাড়িতে আসতেন তাঁরা।

নিমতলার এই বাড়ির প্রতিবেশী রতন ঘোষের কথায়, 'এই বাড়িটি ইসলামপুরের এক বাসিন্দার ছিল। তাঁর কাছ থেকে ওই পুলিশ আধিকারিক বাড়িটি কেনেন। আমার আসবাবপত্রের ব্যবসা রয়েছে। এজন্য আমার দোকান থেকে একটি খাট, একটি পুজোর কাঠের মন্দির এবং একটি দরজার পাল্লা কিনেছিলেন। কিছুদিন আগে গৃহপ্রবেশের পুজোও দেন।'

এদিন এত পুলিশের গাড়ি এবং তল্লাশি দেখে উৎসুক মানুষের ভিড় জমে যায়। সূত্রের খবর, ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিহারের পুলিশ হেডকোয়ার্টারের নির্দেশে

- নিমতলায় পাটনা পুলিশের একটি দল মাটিগাড়া থানার পুলিশের সহায়তায় অভিযান চালায়
- সেখানে গৌতম কুমারের দোতলা বাড়িতে তল্লাশি
- আয়বহির্ভূত সম্পত্তির হদিস পেতে তল্লাশি চলে

কঠোর পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বিহারের ডিজিপি বিনয় কুমার জানিয়েছেন, দিনকয়েকের মধ্যেই অভিযুক্ত সাসপেন্ড হবেন। ওঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টার এই মর্মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এই প্রস্তাব উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর দপ্তর হয়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সচিবালয়ে যাবে।

এই বিষয়ে গৌতম কুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

ভোটের সময় আনারস চাষে ব্যস্ত সহকারী সভাধিপতি

উত্তরের ভোট-আয়না

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : অনেক হয়েছে রাজনীতি, এবার চাষবাসে মন দিতে হবে। তাই ট্র্যাক্টর দিয়ে নিজেই জমি চষছেন। প্রায় বিঘাখানেক জমি চাষ করলেন সকাল সকাল। সেই জমিতেই আনারস লাগাবেন। তিনি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা। তাঁর বক্তব্য, 'দলের জন্য টানা দুই বছর করলাম। সংসার প্রায় অগোছাল হয়ে রয়েছে। হাল ধরতে এবার চাষে মন দিতে হবে। তাই আনারস চাষ করব।'

ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাজল ঘোষকে। তিনি আনারস ব্যবসায়ী। দলীয় সূত্রে খবর, কাজলের পছন্দেই সেই বিধানসভায় প্রার্থী করা হয়েছে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা টোপ্পো এক্কাকে। রিনারও আনারস চাষের জমি রয়েছে। কিন্তু রোমা এতদিন আনারস চাষ করতেন না বলে দাবি। সেজন্যই এবার রোমা আনারস চাষের দিকে ঝুঁকলেন কি না প্রশ্ন উঠছে। যদিও রোমা বলছেন, 'কাউকে দেখে কিংবা কারও প্রিয় হতে নয়, চাষ করে সংসার চলে। জমিতে আনারস ভালো হতে পারে। সেজন্য এই রসালো ফলের চাষেই বেশি আগ্রহী।'

তবে এর আগে রোমাকে মাঠে ধানের চারা বুনতে দেখা গিয়েছিল। কোদাল হাতে নিজেই মাঠে গিয়ে আল ঠিক করা থেকে শুরু করে চাষের নানা কাজ করেছেন তিনি। মাঝে দলীয় কাজে অনেকটা বেশি সময় দিয়েছিলেন বলে দাবি। তাঁর বিধানসভার টিকিট পাওয়ার জল্পনা ছড়িয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত দল তাঁকে টিকিট দেয়নি। মন খারাপ করে কয়েকদিন বসে থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর কয়েকদিন প্রচারে দেখা গিয়েছিল

ট্র্যাক্টরে রোমা রেশমি এক্কা।

রোমাকে। এবার প্রচারকে অনেকটা দূরে সরিয়ে চাষে মন দিয়েছেন। কেউ কেউ রোমার আনারস চাষকে আগামীদিনে রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসাবে মনে করছেন। কিন্তু তাতেও যে তাঁকে আনারসকে আঁকড়ে ধরেই লড়াই করতে হবে, তা স্পষ্ট করলেন নিজেই।

কাজল জানিয়েছেন, তিনি দীর্ঘদিনের আনারস ব্যবসায়ী। চা বাগান, কারখানা এবং আরও নানা ব্যবসা রয়েছে তাঁর। অনেকেই বলছেন, ফাঁসিদেওয়ায় তৃণমূলের প্রার্থী কে হবেন, তা নাকি নির্ভর করে কাজলের উপরেই। কাজলের বক্তব্য, 'কেউ দলের বাইরে নন। সবাই মিলে প্রার্থীর হয়ে কাজ করছি।'

দলীয় সূত্রে খবর, রোমার সহকারী সভাধিপতি হওয়ার মূলে কাজলের হাত ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে রোমা গোষ্ঠী বদল করতে থাকেন। তিনি সভাধিপতি অরুণ ঘোষ গোষ্ঠীর লোক হিসাবে পরিচয় দিতে থাকলে কাজলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়। তারপরও তিনি কৌশলে সবদিকে তাল রেখে চলছিলেন। প্রার্থী ঘোষণার আগে রোমা কাজলের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা করলেও তাতে কাজ হয়নি বলে দাবি। সেজন্যই কি কাজল যে ব্যবসায় বলীয়ান, সেই আনারস চাষকে প্রাধান্য দিচ্ছেন রোমা? এদিকে রিনার বক্তব্য, 'চাষ তো আমরাও করি। দল প্রার্থী করেছে তাই লড়াই করতে হচ্ছে।'

আদতে বিধাননগরের আনারসচাষিদের সমস্যার সমাধান হয়নি এখনও। প্রায় দুই দশক আগে সেখানে আনারস প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা চালুর চেষ্টা হয়েছিল। কিছু মেশিন, যন্ত্রপাতি বসলেও চালু হয়নি।

’২৬-এর ভোটযুদ্ধ

বঙ্গের ভোটরঙ্গ

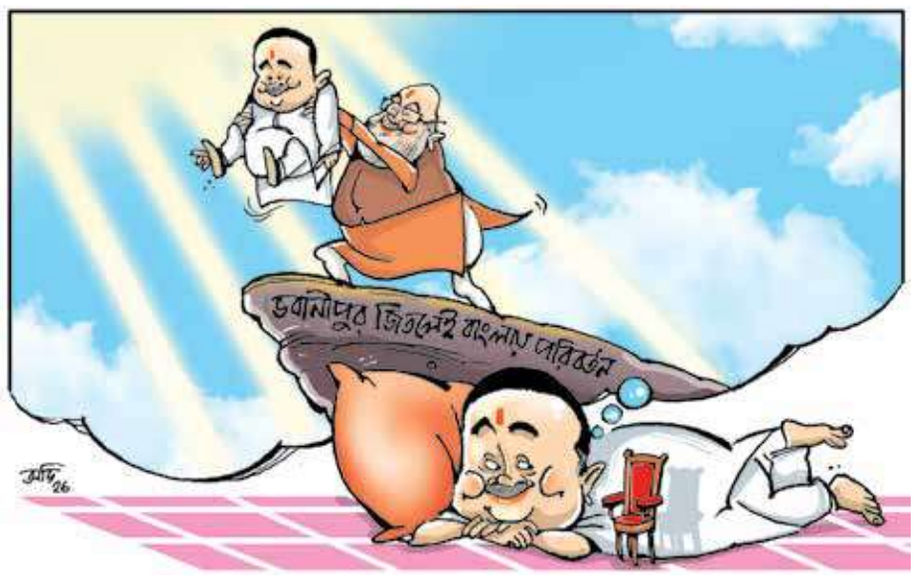

ভোটের বাজারে সোনার খনি লিস-ঘিস-চেল

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৮ এপ্রিল : তাপমাত্রার পারদ বাড়তে শুরু করেছে ডুয়ার্সের। ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এলেনবাড়ি থেকে একের পর এক নদী পেরিয়ে যাওয়ার পথে নদীর পাশে জমিয়ে রাখা বালির স্তূপ থেকে ঠিকরে আসা সোনালি ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। লিস-ঘিস-চেল তিন নদীকে নিয়ে কারবার সারা বছরই চলে। বর্ষার কয়েকমাস বাদ দিলে বছরের বাকি দিনগুলোতে অফুরন্ত অর্থের জোগান দিয়ে চলে এই তিন নদী। ভোটের বাজারে এই তিন নদীর কারবারিরা যাঁর পাশে সেই নেতার তো 'সোনে পে সুহাগা'। তাই ওই কারবারিদের দরজায় এখন প্রতিদিন রাতের অন্ধকারে নেতাদের বা তাঁদের অনুচরদের পা পড়ছে।

বালি-পাথরের অবাধ চোরাকারবার ওদলাবাড়ি থেকে মালবাজার শহরের আগে পর্যন্ত ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রটাই বদলে দিচ্ছে। নদীর বুকে যেখানে-সেখানে অবাধে খননের ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিটাই হারিয়ে গিয়েছে। কোথাও আবার প্রাকৃতিক নিয়মেই পালটা পাড় ভাঙছে নদী। লিস নদীর চরে দাঁড়িয়ে এক চা শ্রমিক বৃদ্ধার আক্ষেপ, 'আগে নদীটা কত দূরে ছিল, এখন পাথর চুরির চোটে নদী আমাদের ঘরের দুয়ারে চলে এসেছে। বর্ষায় ভয়ে দু'চোখের পাতা এক করতে পারি না।'

এই হাহাকার আজ ডুয়ার্সের ঘরে ঘরে, যেখানে নদীর গতিপথ বদলে দিচ্ছে প্রভাবশালী বালি কারবারিদের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের আঁতাত। কাঁচা টাকার জোরে সেই কারবারিরা এতটাই প্রভাবশালী যে, তাঁদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করার সাহস হয় না কারও।

স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, 'রাতের অন্ধকারে যখন ত্রিপল ঢাকা দিয়ে পাথরবোঝাই ট্রাকগুলো বের হয়, তখন মনে হয় যেন যুদ্ধ চলছে। পুলিশ-প্রশাসন সব জানে, কিন্তু ওপরতলার নেতার হাত আছে ওদের মাথার ওপর। তাই কেউ মুখ খোলে না।'

গজলডোবার তিস্তা সেতু দিয়ে ওভারলোডেড ডাম্পারের যাতায়াত এতটাই যে, সম্প্রতি কয়েক মাস সেতু বন্ধ রেখে সংস্কারের কাজ করতে হয়েছে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে। সেই সময় সেতু এতদিন বন্ধ রাখা চলবে না, এই দাবি করে রীতিমতো রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান ডাম্পার মালিকরা। কিন্তু কেন অবৈধভাবে বালি-পাথর তুলে সেতু দিয়ে ওভারলোডেড ডাম্পার নিয়ে যাওয়া, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি কোনও রাজনৈতিক দল।

আসলে এই গোটা কারবারটা নিয়ন্ত্রণ করে এক শক্তিশালী সিন্ডিকেট, যাদের সঙ্গে শাসক ও বিরোধী উভয়পক্ষেরই আঁতাত। ভোটের বাজারে ওই সিন্ডিকেটের নেতাদের কদর আরও বেশি। ওই নেতাদের আবার কোনও না কোনও পার্টির সঙ্গেও ওঠাবসা। বেশিরভাগ সময়ই কারবারের সুবিধার জন্য সিন্ডিকেটের নেতারা রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গেই থাকেন। সম্প্রতি এমনই এক নেতাকে গলায় মালা পরিয়ে একটি রাজনৈতিক দল ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের পার্টিতে। চেল নদীর পাড়ে বসে সিন্ডিকেটের এমনই এক নেতা সরাসরি বললেন, 'নদী থেকে পাথর না উঠলে রাস্তা হবে কীভাবে? আমাদের এলাকার হাজার হাজার ছেলে এই কাজ করেই তো পেটের ভাত জোগাড় করে।'

ভোটের ফান্ড

এলাকায় কোনও শিল্প নেই। জমির কারণেও কৃষিতেও এই এলাকা পিছিয়ে। ভরসা বলতে চা বাগানগুলো। তাও এখন অনেকটাই ধুঁকছে। এলাকার এই দারিদ্র্যকে ঢাল করেই সিন্ডিকেটের নেতারা বছরের পর বছর নদী লুটের কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্যের শাসকদলের এক নেতা কিছুটা ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, আসলে এখানকার মানুষগুলোর কাছে আর কি বিকল্প আছে? বালি-পাথরের কারবার বন্ধ হয়ে গেলে কয়েক লক্ষ মানুষের ভাত জুটবে না।

এই হাভাতে মানুষগুলোকে সামনে রেখে তাই দশকের পর দশক ধরে জাঁকিয়ে বসেছে বালি-পাথরের কারবার। সেই কারবারে ছোট নেতারা সিন্ডিকেটের মাথা। তাঁদের আড়াল থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন বড় নেতারা। ২০২৬-এর নির্বাচনের হাওয়া উঠতেই এই বোঝাপড়া আরও সক্রিয়। বালি-পাথরের এক কারবারি হাসতে হাসতেই বললেন, 'যা ব্যবসা করেছি তার একটা বড় অংশ ভোটের বাজারে দিয়েছি। কোন দলকে সেটা আর জিজ্ঞেস করবেন না। দরজায় এসে সবাই হাত পাতেন।'

বালি পাথরের অবৈধ কারবারিরাই রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনি তহবিলে অন্যতম ভরসা। শাসক বা বিরোধী কোনও দলেক নেতারা সে কথা অস্বীকার করছেন না। ওদলাবাড়িতে বিজেপির পরিচিত মুখ তথা জেলা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক পবন সিং বলছেন, 'বিজেপি কর্মী সমর্থকদের একাংশ যে এই কারবারে জড়িয়ে আছেন, তা মেনে নিয়েও বলছি দলের নির্বাচনের খরচ জোগাতে বালি-পাথরের কারবারিদের ফান্ডিং বিজেপির প্রয়োজন হয় না।কেন্দ্রীয় ভাবে নির্বাচনের যে খরচ পাঠানো হয় সেটাই অনেক।' তৃণমূলের মাল টাউন কমিটির সভাপতি পুলিন গোলদার বলেন, 'অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই যে বালি-পাথরের কারবারিদের থেকে অর্থের বড় জোগান আসে। নির্বাচনে সেই অর্থ খরচও হয়। তবে শুধুই তৃণমূল একা নয়, একই দোষে কমবেশি দুষ্ট সব রাজনৈতিক দলই।'

প্রশাসনের তরফে মাঝেমধ্যে দু'-একটি ডাম্পার আটক করা হলেও রাঘববোয়ালরা থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। নদী থেকে লুট হওয়া বালিতে তৈরি হচ্ছে ক্ষমতাবানদের বিলাসবহুল প্রাসাদ। লিস-ঘিস-চেল পাড়ের বস্তির মানুষগুলো জানতেও পারছেন না নদীর বুক খুঁড়ে তারা অজান্তে নিজেদের কবর খুঁড়ছেন।

বিকাশ যেন সর্বঘটের কাঁঠালি কলা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৮ এপ্রিল : সারা বছর যেমন তেমন করে চললেও, ভোট এলেই নাওয়াখাওয়া ভুলে প্রবল ব্যস্ত হয়ে পড়েন বালুরঘাটের বিকাশ জোয়ারদার। পেশায় রংমিস্ত্রি বিকাশ। স্বভাবতই রং নিয়েই তাঁর কারবার। তবে তাঁর নিজের কোনও রাজনৈতিক রং নেই। অথচ বিধানসভা হোক বা লোকসভা, ভোটের মরশুমে সব দলের রংই তিনি গায়ে মেখে রেখেছেন। বিকাশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখলে যে কেউ ধন্দে পড়ে যেতে বাধ্য। ভোট মরশুমে যে কোনও প্রার্থীর চেয়েও বেশি ব্যস্ত থাকেন বিকাশ। কারণ ভোট প্রচার, দেওয়াল লিখন, ফ্লেক্স লাগানো, নির্বাচনি এজেন্ট হওয়া- একটি নির্বাচনে যা যা করা দরকার সবই তিনি করেন। তবে কোনও একটি দলের হয়ে নয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব তিনি পালন করেন।

বালুরঘাটের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের চকভবানী এলাকায় প্রায় ষাট বছর বয়সি বিকাশ ছেলে ও পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন নানা রংয়ে রঙিন। শারদ পাওয়ারের দল থেকে বেরিয়ে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের অজিত পাওয়ারের গোষ্ঠীতে নাম লিখিয়েছেন। সেখানে তিনি দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সভাপতির পদ সামলাচ্ছেন এখনও। আবার জেডিইউ'র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি গঠনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন। এই দুই দলই এবারে বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রার্থী দেয়নি। তাই এবারে বহুজন সমাজবাদী পার্টির জেলা সভাপতি গোবিন্দ হাঁসদার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তিনি ওই দলের যোগ্য প্রার্থী খুঁজে বের করা এবং তাঁদের হয়ে জেলায় প্রচারের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বিকাশ। আবার তিনিই এবারে বহুজন মুক্তি মোর্চা পার্টির বালুরঘাটের প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট। খোদ বিএসপি'র জেলা সভাপতি গোবিন্দ বলছিলেন, 'বিকাশ অত্যন্ত ভালো মানুষ। আমাদের পার্টির শুভাকাঙ্ক্ষী। ও আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব কাজকর্ম করে। ও কোন পার্টির নির্বাচনি এজেন্ট হয়েছে, তাতে কিছু যায় আসে না।'

বিকাশের কাণ্ড এখানেই শেষ হয়নি। এবারে দলের প্রতি বিদ্রোহ করে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতা সুশীল মার্ডি। তাঁর পিছনে হিন্দু সংহতির নেতাদের সমর্থন রয়েছে। এমনিতে বিকাশ হিন্দু সংহতির হয়ে নানা কর্মসূচিতে বিভিন্ন সময় যুক্ত থাকেন। সেই সুবাদে এবারে সুশীলের সমর্থনে তিনি সময় পেলেই এদিক-ওদিক প্রচারে ছুটছেন।

এবার ভোট বাদ দিয়ে বছরের বাকি দিনগুলোর কথা আলোচনা করা যাক। এমনিতে তাঁকে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় বালুরঘাটে কংগ্রেসের জেলা পার্টি অফিসে। কংগ্রেসের সেই অফিসে দলেরই নানা গোষ্ঠী নানা সময়ে দাপট দেখায়। যে গোষ্ঠীর নেতা জেলা সভাপতি হন, সেই গোষ্ঠীর প্রভাব থাকে অফিসে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না বিকাশের। ছাত্রজীবনে মন দিয়ে ছাত্র পরিষদ করার সুবাদে কংগ্রেস অফিসে তাঁর অবাধ যাতায়াত। কংগ্রেসের নানা আলোচনার তিনি শ্রোতা। মৃদুভাষী হওয়ায় কারও সঙ্গে কোনও বিবাদও নেই তাঁর।

আবার এই বিকাশই কিন্তু নিয়ম করে একুশে জুলাই তৃণমূলের ডাকে ব্রিগেডে যান। 'একুশে জুলাই যখন এই ঘটনা ঘটেছিল, তখন আমি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তাই ওই দিনের স্মৃতি আমাকে আবেগতাড়িত করে ফেলে।' বলছিলেন বিকাশ। একসময় সংঘের শাখাতেও নিয়মিত যাতায়াত ছিল তাঁর। তবে এবারের বিজেপির প্রার্থী নিয়ে অসন্তুষ্ট বিকাশ।

এত দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনই বা কেন? বিকাশের জবাব, 'আমি কিন্তু টাকার জন্য এসব করি না। আসলে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে, মিশতে ভালোবাসি। এভাবেই আমার সঙ্গে একসময় কাশিরামজি, অজিত পাওয়ারের পরিচয় হয়েছিল। দলের নাম নয়, মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগই আমার কাছে বড়।'

সুস্থ থাকতে ডায়েট কন্ট্রোল

প্রার্থীর ভোজনামচা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৮ এপ্রিল : কেউ মুখে ভাত তোলেন না, কারও আবার তিনবেলা ভাতে পেট না ভরালে চলে না। কেউ মায়ের হাতে তৈরি বেলের শরবত খেয়ে প্রচারে বের হন, আবার কারও সকালের মেনুতে থাকে ড্রাই ফ্রুট দেওয়া মিল্কশেক। নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই প্রচারে ঘাম ঝরাচ্ছেন প্রার্থীরা। রাজনৈতিক লড়াইয়ে তপ্ত হচ্ছে কোচবিহারে ভোটের পরিবেশ। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আবহাওয়ার তাপমাত্রা। এমন পরিস্থিতিতে সুস্থ থাকতে ডায়েটে ভরসা রাখছেন প্রার্থীরা।

কোচবিহারের হেভিওয়েট প্রার্থীদের মধ্যে অন্যতম দিনহাটার উদয়ন গুহ। বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে সংবাদ শিরোনামে থাকেন তিনি। তাঁর রাজনৈতিক জীবন যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনই খাবারের তালিকাও বৈচিত্র্যে ভরা। বহুদিন থেকে তিনি নাকি ভাত খান না! রুটি মাত্র একটা। উদয়ন সকালে বাড়ি থেকে ফল ও দই খেয়ে প্রচারে বের হন। দুপুরে তাঁর খাবারের থালায় থাকে এক বাটি করে ডাল ও সবজি এবং এক পিস মাছ ভাজা। বিকেলে শুকনো মুড়ি দিয়ে টিফিন সারেন। রাতে বাড়িতে একটি রুটি, ডাল, সবজি ও ছানা দিয়ে খাবার সারেন। উদয়ন বলছিলেন, 'আমি চা খুব কম খাই। দিনে মাত্র এক কাপ। রুটিনের বাইরে কিছুই খাই না। খাবার নিয়ে কড়াকড়ির বিষয়টা কর্মীরাও জানেন। তাই বাড়তি খাবার নিয়ে তাঁরাও জোর করেন না।'

উদয়ন যখন বহুদিন ধরে ভাত থেকে দূরে, তখন তিনবেলা ভাত চাই কোচবিহার উত্তরের বিজেপি প্রার্থী সুকুমার রায়ের। ভাত খেয়ে সকাল ১০টার মধ্যে কর্মসূচিতে বের হওয়া তাঁর অভ্যেস। সকালে অবশ্য তিনি চা খান না। দুপুর পর্যন্ত প্রচার সেরে সুযোগ হলে বাড়িতে, অন্যথায় কোনও কর্মীর বাড়ি অথবা হোটেলে মধ্যাহ্নভোজ সারেন। রাতে বাড়িতে ফিরেও ভরসার জায়গা সেই ভাত। সুকুমারের এক কথা, 'আমি মাছে-ভাতে বাঙালি।' এছাড়াও গাড়িতে ড্রাই ফ্রুটস, ফলের রস থাকে। খিদে পেলে তা খেয়ে নেন সুকুমার।

কোচবিহার দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিক ব্যস্ততার ফাঁকে গাড়িতেই টুকটাক খাবার মুখে তোলেন। তাঁর গাড়িতে মজুত থাকে মুড়ি, গুড়ের বাতাসা। সকালে খেজুর সহ ড্রাই ফ্রুটসের মিল্কশেক খেয়ে বের হন তিনি। দুপুরের খাবারের জন্য কর্মীদের বাড়িই ভরসা। তাঁর পছন্দ নিরামিষ। মধ্যাহ্নভোজে ভাতের সঙ্গে স্যালাড, ডাল, সবজি এবং পছন্দের আলুসেদ্ধ। রাতে বাড়িতে ফিরে ওটস বা কাউনের খিচুরি ও সবজি খান। অভিজিৎ বলছিলেন, 'আমি বরাবরই স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই খাবার খাই।'

দিনভর বাইরে থাকলেও সকালে মায়ের হাতে তৈরি খাবার খেয়ে প্রচারে বের হচ্ছেন কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বসু। তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য সকালে চা, বিস্কুটের পাশাপাশি তিনি চুমুক দেন মায়ের হাতে তৈরি বেলের শরবতের গ্লাসে। প্রচারে বের হওয়ার আগে খেয়ে নেন ডালিয়া। মধ্যাহ্নভোজ কর্মীর বাড়িতে এবং রাতের খাবার বাড়ির সকলের সঙ্গে। এছাড়াও তাঁর গাড়িতে থাকে কলা, আপেল, বিস্কুট। মুখে তোলেন মাঝেমাঝে। ঘাসফুল ছেড়ে হাত ধরে কোচবিহার দক্ষিণের প্রার্থী হওয়ায় কোচবিহারের রাজনীতিতে এখন চর্চিত নাম খোকন মিয়াঁ। প্রতিদিন ঘাম ঝরাচ্ছেন তিনি। মাছ, মাংস মুখে তোলেন না বলে দাবি তাঁর। সকালে এক গ্লাস ছাতু খেয়ে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ, দুপুরে দলীয় কার্যালয়ে বসে হোটেল থেকে আসা খাবার খাওয়া গত কয়েকদিনের রুটিন তাঁর। সন্ধ্যায় রুটি, আলুভাজা এবং রাতে বাড়ির খাবারের থালিতে থাকে রুটি, কলা, দুধ।

ভোটে জেতার জন্য প্রার্থীরা যেমন রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে পা ফেলছেন, তেমনই কৌশল কার্যকর করার ক্ষেত্রে শরীরকে সুস্থ রাখতে চাইছেন। সে কারণেই বিশেষ নজর মেনুতে।

ভোটের রান্নাঘর

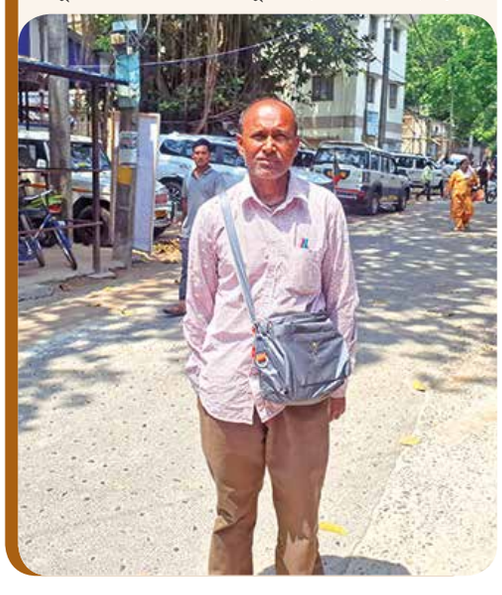

অসুস্থ করিম, নিঝুম গোলঘর

দশকের পর দশক ধরে গোলঘর থেকেই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছেন ইসলামপুরের এগারোবারের বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী। তবে এখন তিনি অসুস্থ। দলও তাঁকে এবার প্রার্থী করেনি।

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৮ এপ্রিল : 'গোলঘর' আর ইসলামপুরকে আলাদা করা দুষ্কর। ভোটের আবহে যা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। গত পাঁচ দশক ধরে যে কোনও নির্বাচন মরশুমে গোলঘরের ব্যস্ততা দেখে অভ্যস্থ ইসলামপুরের মানুষ। তবে '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই চেনা ছবিটা যেন হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গিয়েছে।

দশকের পর দশক ধরে গোলঘর থেকেই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছেন ইসলামপুরের এগারোবারের বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী। তবে এখন তিনি অসুস্থ। দলও তাঁকে এবার প্রার্থী করেনি। বলা চলে রাজনীতি থেকেই অনেকটা 'দূরে' সরে গিয়েছেন করিম। হয়তো সে কারণেই গোলঘরও হঠাৎ করেই নীরব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই গোলঘর কী?

ইসলামপুরের সাধারণ মানুষের কাছে করিমের বাসভবনই গোলঘর বলে পরিচিত। তবে মূল বাড়ির সামনে শতাব্দী প্রাচীন একটি গোলাকৃতি স্থাপত্যই আসলে গোলঘর। এখানে বসেই ইসলামপুরের রাজনীতি 'দেখভাল' করেছেন করিম।

দুপুর পেরিয়ে সবে বিকেল হয়েছে। গোলঘরের সামনে যেতেই দেখা গেল টানাগাড়িতে আইসক্রিম নিয়ে ঘুরছেন রাম মাহাতো। গোলঘরের দিকে একবার তাকিয়েই স্টেশনের রাস্তা ধরেছিলেন। ভোটের সময় গোলঘরে এমন শূন্যতা কবে দেখেছেন? রাম বললেন, '৬০ বছর বয়স হল। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ভোটের সময় গোলঘরকে নতুন করে সাজতে দেখেছি। বড় নেতাদের আনাগোনা। কর্মী-সমর্থকদের ভিড়, যেন উৎসব লেগে যেত।'

গোলঘর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রোজি বেগমের একটি খাবারের দোকান রয়েছে। রোজি জানালেন, মন ভালো নেই। ভোটের সময় গোলঘরে জমজমাট পরিবেশ গত ১৭ বছর ধরে দেখে এসেছেন। হঠাৎই বলে উঠলেন, 'আসলে বাড়ির অভিভাবক অসুস্থ। অভিভাবক অসুস্থ থাকলে যা হওয়ার সেটাই হয়েছে। আমরাও প্রার্থনা করছি করিম সাহেব সুস্থ হয়ে দ্রুত ফিরে আসুন।'

গোলঘরের সামনে থাকা প্রাচীন আম গাছের তলে বসেছিলেন বছর ৪০-এর ফজলে রহমান। কথায় কথায় বলতে শুরু করলেন, 'ভোটের সময় প্যান্ডেল বাঁধার তোড়জোড়, সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চোখধাঁধানো আলোতে নেতা-কর্মীদের ঠিকানা হত এই গোলঘর। আসলে সবই সময়ের খেলা বুঝলেন।' দূরে দাঁড় করিয়ে রাখা তাঁর টোটো দেখিয়ে ফজলে জানালেন, করিম চৌধুরী গোলঘর থেকেই তাঁর হাতে এই টোটো তুলে দিয়েছিলেন সংসার চালানোর জন্য।

গোলঘরের দিকে যাওয়ার চৌরাস্তায় পাশে ফাস্ট ফুডের অস্থায়ী দোকান রয়েছে বছর পঁয়ষট্টির সুবল দাসের। গত ১৫ বছর ধরে এখানেই ব্যবসা করছেন তিনি। শিঙাড়া ভাজতে ভাজতে তিনি বললেন, 'গোলঘর কতটা আবেগের, যাঁদের আগের অভিজ্ঞতা নেই তাঁরা বুঝবেন না। এতক্ষণে লোকে গিজগিজ করত। অথচ ভাগ্যের পরিহাস দেখুন, এলাকা খাঁখাঁ করছে।'

গত ১৭ বছর ধরে ইমাম হিসেবে গোলঘরের সঙ্গে যুক্ত হাসিবুর রহমান। তাঁর কথায়, 'এমন শূন্যতা দেখিনি। মন খারাপ হয়ে যায়।' গত ১৫ বছর ধরে গোলঘরের একাধিক দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বাবলু ঘোষ। তাঁর আশা, 'সাহেব সুস্থ হয়ে ফিরলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩১৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫ চৈত্র ১৪৩২

যুদ্ধবিরতির আড়ালে

মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে গত এক মাসের বেশি যে বারুদের গন্ধ ছড়িয়েছিল, তাতে হয়তো আচমকা বিরতি পড়ল। কেননা, যুদ্ধে রাশ টেনে দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান। ইরানকে নিশানা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সভ্যতার বিনাশের হুংকারে আপাতত জল পড়ল। ইরানও জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত বলে দামামা বাজিয়ে রেখেছিল।

শেষমেশ ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এই ঘোষণায় শান্তির বার্তা যতটা, তার চেয়েও বেশি চরম অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসের ছায়া। ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতিগতি যাঁরা লক্ষ করেন, তাঁরা জানেন, তাঁর এই হঠাৎ শান্তিকামী মেজাজ আপাতত স্বস্তির হলেও এর নেপথ্যে ভিন্ন সমীকরণের সম্ভাবনা থাকতেও পারে।

বাস্তবে এক মাসেরও বেশি এই সংঘাতে আধুনিক সমর কৌশলে শক্তিধর আমেরিকাও ক্লান্ত। পেন্টাগনের অভ্যন্তরীণ সূত্রে খবর, মধ্যপ্রাচ্যে এই দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতে আমেরিকার সমরসম্ভার এবং রসদে টান পড়েছে। যে অসম যুদ্ধে আমেরিকার দাপট দেখানোর কথা ছিল, সেখানে ইরান তার সামরিক পরিকাঠামো টিকিয়ে রেখে এবং জ্বালানি পরিবহণের উপসাগরীয় পথ রুদ্ধ করার হুমকি দিয়ে ওয়াশিংটনকে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করেছে।

খামেনেইয়ের প্রয়াণের পর ইরান দুর্বল হবে বলে যাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁদের ভুল প্রমাণ করে তেহরান দৃঢ়তা দেখিয়ে দিয়েছে। যেহেতু পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের হাত ধরে শান্তি আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল, তাই যুদ্ধবিরতি ঘোষণায় পাকিস্তানের ভূমিকা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। ইসলামাবাদে আমেরিকা ও ইরানের প্রতিনিধিদের আলোচনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এতে একটি নতুন কৌশলগত ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, অতীতে শান্তি আলোচনায় ভারতের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারণ হত। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের সময়ও মোদি সরকার শান্তির বার্তা দিয়েছিল বলে বহুল প্রচার হয়েছিল। এবার ইরান-আমেরিকার যুদ্ধবিরতিতে পাকিস্তানের নাম ভেসে ওঠায় দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ইসলামাবাদ প্রভাব বিস্তার করতে যে মরিয়া হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই।

তবে, যে দেশটি সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় বলে সারা বিশ্বে কুখ্যাত এবং যারা বালুচিস্তানে নির্বিচারে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালায়, তাদের এই ভূমিকা ফলপ্রসূ হওয়া নিয়ে সন্দেহ থাকে বৈকি। তাছাড়া আদৌ পাকিস্তান নাকি তাদের সামনে রেখে চিন মধ্যস্থতার খেলা খেলছে, সেটাও প্রশ্ন। গত এক মাসে আলোচনার মাঝপথেও অনেকবার ইরানে বোমাবর্ষণ করেছে পেন্টাগন।

সেই জায়গা থেকে হঠাৎ ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা অবাক করে দেওয়ার মতো বৈকি। ট্রাম্প কখন কী বলেন, কী করেন- তার আগাম আঁচ পাওয়া অতি বড় জ্যোতিষীর পক্ষেও বলা মুশকিল। তিনি যখন ইরানের ১০ দফা প্রস্তাবকে কার্যকর মনে করছেন, তখন এর নেপথ্যে নিশ্চয়ই বিশ্ব অর্থনীতির চাপের অঙ্ক রয়েছে। উপসাগরীয় অঞ্চলে জ্বালানি পরিকাঠামোর ওপর একের পর এক আঘাতে বিশ্ববাজারে সৃষ্ট অস্থিরতা সামাল দিতেই আপাতত পিছু হটা নাকি ভবিষ্যতের কোনও বড় রণকৌশল- তা নিয়েও রহস্য আছে।

তাছাড়া যুদ্ধবিরতির স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয়ের বড় প্রমাণ আমেরিকার দোসর ইজরায়েলের অবস্থান। পাক প্রধানমন্ত্রী যখন সর্বত্র যুদ্ধবিরতির কথা বলছেন, ঠিক তখন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানালেন, লেবাননে অভিযান চলবেই। নেতানিয়াহুর এই অনড় মনোভাব আদতে ওয়াশিংটন-তেহরান চুক্তির মূল ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দিয়েছে।

ইরানের ১০ দফার অন্যতম প্রধান শর্তই ছিল তাদের মিত্র গোষ্ঠীগুলোর ওপর হামলা বন্ধ করা। কিন্তু লেবাননে পুনরায় হামলা চালিয়ে ইজরায়েল বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা এই চুক্তির তোয়াক্কা করে না। যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার আগেই লঙ্ঘিত হয়, তা দু'সপ্তাহ টিকবে আশা করা কঠিন।

ইতিমধ্যে তেহরানের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে ভারতীয়দের দ্রুত ইরান ছাড়ার পরামর্শ নিশ্চিতভাবে 'গ্লোবাল কনফিডেন্স'-এর অভাব। যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর কোনও রাষ্ট্র তাদের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত থাকলে বুঝতে হবে শান্তি এখনও অনেক দূর।

অমৃতধারা

যখন আপনি ব্যস্ত থাকেন তখন সব কিছুই সহজ মনে হয় কিন্তু অলস হলে কিছুই সহজ বলে মনে হয় না। জীবনে ঝুঁকি নিন, যদি আপনি জেতেন তাহলে নেতৃত্ব করবেন আর যদি হারেন তাহলে অন্যদের পথ দেখাতে পারবেন। যা কিছু আপনাকে শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল করে তোলে সেটাকে বিষ ভেবে প্রত্যাখ্যান করুন। দুনিয়া আপনার সম্বন্ধে কি ভাবছে সেটা ভাবতে দিন। আপনি লক্ষ্যগুলিতে দৃঢ় থাকুন, দুনিয়া আপনার একদিন পায়ের সম্মুখে হবে। কখনও বড় পরিকল্পনার হিসাব করবেন না, ধীরে ধীরে আগে শুরু করুন,আপনার ভূমি নির্মাণ করুন তারপর ধীরে ধীরে এটিকে প্রসার করুন। ইচ্ছা, অজ্ঞতা এবং বৈষম্য-এই তিনটিই হল বন্ধনের ত্রিমূর্তি।

-স্বামী বিবেকানন্দ

নাগরিক অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় চরম আতঙ্কে সাধারণ মানুষ। যাঁরা সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে দুষছেন। তবে রাজ্য সরকার কি চাইলে পরিস্থিতি অনুকূলে আনতে পারত?

সনাতন পাল

উদ্বেগ।। নাম বাদ পড়ার পর শুনানির জন্য জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের অফিসে। –ফাইল চিত্র

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব নির্বাচন। আর সেই উৎসবে অংশগ্রহণের প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত ছাড়পত্র হল একটি সচিত্র পরিচয়পত্র এবং ভোটার তালিকায় নিজের জ্বলজ্বলে নামটি। কিন্তু কী হয়, যখন একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে একজন সাধারণ মানুষ জানতে পারেন যে, নিজের দেশেই তিনি আজ ভোটাধিকারহীন? ঠিক এই ভয়াবহ এবং অমানবিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই বর্তমানে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষ। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন)–এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে তৈরি হয়েছে এক অভূতপূর্ব আতঙ্ক। পরিসংখ্যান বলছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৯১ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছে ভোটার তালিকা থেকে। সংখ্যার নিরিখে এই তথ্য শুধু চমকে দেওয়ার মতোই নয়, বরং এটি একটি সুগভীর প্রশাসনিক গাফিলতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদাসীনতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

পরিসংখ্যানের দিকে নজর রাখলে এই সংকটের মাত্রা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এই তালিকা অনুযায়ী, ভোটার ছাঁটাইয়ের সবচেয়ে বড় কোপটি পড়েছে রাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলির ওপর। গোটা রাজ্যের মধ্যে তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার নিরিখে শীর্ষে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। সেখানে ১২ লক্ষ ৬০ হাজারের বেশি ভোটারের নাম বাতিল হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মুর্শিদাবাদ। যেখানে বাতিলের খাতায় চলে গিয়েছে ৭ লক্ষ ৪৮ হাজারের বেশি মানুষের নাম। আর যদি আমরা উত্তরবঙ্গের দিকে তাকাই, তবে এই ছবিটা আরও মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গে বাতিলের তালিকা সবচেয়ে দীর্ঘ মালদা জেলায়। সেখানে ৪ লক্ষ ৫৯ হাজারের বেশি মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার হারিয়েছেন। এর পরেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহার। উত্তর দিনাজপুরে ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার এবং কোচবিহারে ২ লক্ষ ৪২ হাজারের বেশি নাম বাদ পড়েছে চূড়ান্ত তালিকা থেকে।

এই বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ার পর স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মনে চরম আতঙ্ক দানা বেঁধেছে। যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের বেশিরভাগই প্রান্তিক, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। এঁদের অনেকেই বংশপরম্পরায় এই বাংলার মাটিতে বসবাস করে আসছেন। আচমকা ভোটার তালিকা থেকে নাম মুছে যাওয়ার অর্থ কেবল ভোট দেওয়ার অধিকার হারানো নয়; এর অর্থ হল পরিচয়হীনতার এক অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হওয়া। আজকের দিনে ভোটার কার্ড বাতিল হওয়া মানে সরকারি সুযোগসুবিধা, র‍্যাশন, স্বাস্থ্যসাথী বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা। একইসঙ্গে জাতীয় রাজনীতিতে সিএএ বা এনআরসি নিয়ে যে ডামাডোল চলছে, তার প্রেক্ষাপটে এই নাম বাদ যাওয়া মানুষের মনে 'ডিটেনশন ক্যাম্প'-এর জুজু তৈরি করেছে। সাধারণ মানুষ রাতে ঘুমোতে পারছেন না।

এখন প্রশ্ন ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? সচেতন নাগরিক সমাজ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটি বড় অংশ মনে করছে, এই বিপুল বিপর্যয়ের জন্য রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের প্রশাসনিক গাফিলতি ও চরম উদাসীনতাই প্রধানত দায়ী। নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা হতে পারে এবং তারা তাদের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই কাজ করে, কিন্তু ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো এই বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়িত হয় রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক পরিকাঠামো এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের হাত ধরেই। বিএলও থেকে শুরু করে বিডিও বা মহকুমা শাসকের দপ্তর- গোটা চেনটি রাজ্য প্রশাসনের অধীন। যখন এই এসআইআর প্রক্রিয়া চলছিল, তখন রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষকে কতটা সচেতন করেছিল? যাঁদের নথিপত্রে সামান্য ভুলভ্রান্তি ছিল, তাঁদের সেই ভুল সংশোধনের জন্য প্রশাসন কতটা মানবিক ও সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করেছিল? উত্তরটা অত্যন্ত হতাশাজনক।

নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত তালিকায় রাজ্যজুড়ে প্রায় ৯১ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে প্রভাব অনেকটাই। মালদায় বাদ গিয়েছেন সাড়ে চার লক্ষের বেশি ভোটার। উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহারেও পরিসংখ্যানটা ভয়াবহ। এই ব্যাপক ভোটার ছাঁটাইয়ের ঘটনায় চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন উত্তরের সাধারণ মানুষ। এসআইআর প্রক্রিয়ায় রাজ্য সরকারের চরম প্রশাসনিক গাফিলতি ও উদাসীনতাই এই সংকটের মূল কারণ বলে অনেকে মনে করছেন। সাধারণ মানুষের নাগরিক অধিকার নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন, প্রশাসনের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চাই।

বর্তমান এই পরিস্থিতিতে সমালোচনার মুখে শুধু রাজ্য নয়, কাঠগড়ায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও। বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সরকার এবং দল- দুটি সম্পূর্ণ আলাদা সত্তা। রাজনৈতিক দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস হয়তো সিএএ বা এনআরসি-র তীব্র বিরোধিতা করে পথে নামছে, সভাসমাবেশ করছে এবং নিজেদের সংখ্যালঘুদের রক্ষাকর্তা হিসেবে তুলে ধরছে। কিন্তু অন্যদিকে তাদেরই পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার চরম গাফিলতিতে সেই একই সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় বাদ পড়ে যাচ্ছে। এই বৈপরীত্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। প্রশাসন যদি প্রথম থেকেই সতর্ক থাকত, বিএলও-দের কাজের ওপর সঠিক নজরদারি চালাত এবং সাধারণ মানুষকে তাঁদের অধিকার ও করণীয় সম্পর্কে লাগাতার সচেতন করত, তবে হয়তো আজ এতগুলো মানুষকে এই ভয়াবহ আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে যেতে হত না।

এটা ঠিক যে, ভূতুড়ে ভোটার, স্থানান্তরিত বা মৃত ব্যক্তিদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া নির্বাচন কমিশনের একটি রুটিন কাজ। কিন্তু ৯১ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাওয়াটা কোনওভাবেই নিছক রুটিন কাজ হতে পারে না। এর মধ্যে বহু জীবিত, বৈধ ও স্থায়ী নাগরিকের নাম যে কেবল যান্ত্রিক ও প্রশাসনিক ত্রুটির কারণে বাদ পড়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য যে সময় বা সুযোগ দেওয়ার কথা ছিল, তার প্রচারও তৃণমূল স্তরে সঠিকভাবে হয়নি। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের চা বলয়, বনাঞ্চল বা সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে- যেখানে শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে কম এবং মানুষ দিনমজুরির ওপর নির্ভরশীল, সেখানে এই প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার গুরুত্ব সঠিকভাবে পৌঁছায়নি। ফলস্বরূপ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর বা কোচবিহারের মতো জেলায় আজ হাহাকার তৈরি হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের মানুষের মনে দীর্ঘদিন ধরেই এক ধরনের বঞ্চনার গভীর ক্ষোভ রয়েছে। তাঁরা বারবার অভিযোগ করেছেন যে, সামগ্রিক উন্নয়নের নিরিখে উত্তরবঙ্গকে সবসময় ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে। এখন এই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার ঘটনা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষ আজ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় দিশেহারা। তাঁরা কাজ ফেলে ছুটছেন পঞ্চায়েত অফিস থেকে বিডিও অফিসে, কিন্তু অধিকাংশ জায়গাতেই তাঁরা উপযুক্ত সাহায্য বা সদুত্তর পাচ্ছেন না। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সাধারণ মানুষকে আরও বিভ্রান্ত করে তুলছে।

এই অবস্থায় রাজ্য সরকারের উচিত অবিলম্বে দায়বদ্ধতা স্বীকার করে ময়দানে নামা। রাজনৈতিক তর্জা ও দোষারোপের পালা দূরে সরিয়ে রেখে, প্রশাসনকে এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করতে হবে। যাঁদের নাম ভুলবশত বাদ পড়েছে, তাঁদের নাম পুনরায় তালিকায় তোলার জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশেষ ক্যাম্প তৈরি করতে হবে। সাধারণ মানুষকে আইনি ও প্রশাসনিক সাহায্য দেওয়ার জন্য প্রতিটি ব্লকে হেল্প ডেস্ক খোলা জরুরি। পাশাপাশি, নির্বাচন কমিশনের কাছে রাজ্য সরকারকে কড়া ভাষায় দরবার করতে হবে, যাতে এই মানুষগুলো বিনা শর্তে তাঁদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পান।

পরিশেষে বলা যায়, নাগরিকত্ব একজন মানুষের মৌলিক অধিকার। কোনও প্রশাসনিক গাফিলতি বা যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে একজন সাধারণ মানুষকেও তাঁর নিজের দেশে পরবাসী করে তোলা যায় না। এসআইআর-এর এই চূড়ান্ত তালিকা শুধু একটি খসড়া বা পরিসংখ্যান নয়, এটি লক্ষ লক্ষ পরিবারের বিনিদ্ররজনীর কারণ। রাজ্য প্রশাসন যদি এখনই সহানুভূতিশীল হয়ে সঠিক পদক্ষেপ না করে, তবে এই আতঙ্ক অচিরেই এক বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দেবে। সাধারণ মানুষের এই অসহায়তার দায় প্রশাসনকে নিতেই হবে এবং এর দ্রুত সমাধান করা এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। সাধারণ মানুষের নাগরিক অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

(লেখক প্রাবন্ধিক। বালুরঘাটের বাসিন্দা।)

আজ

১৭৫৬

আজকের দিনে প্রয়াত হন নবাব আলিবর্দী খাঁ।

১৯৪৮

অভিনেত্রী জয়া বচ্চনের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমরা সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছি। এর মানে এই নয় যে, আমেরিকা-ইজরায়েলের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাদের হাত কিন্তু বন্দুকের ট্রিগারেই রয়েছে। শত্রু একটু ভুল করলেই আমরা সব শক্তি দিয়ে জবাব দেব। আপাতত সেনাকে সংঘর্ষে না জড়াতে বলা হয়েছে।

- মোজতবা খামেনেই

ভাইরাল/১

মদ্যপানে বাধা দেওয়ায় রণংদেহি হরিয়ানার এক মহিলা পর্যটক। ঋষিকেশের গঙ্গাতীরে মাংস-মদ নিষিদ্ধ। সেখানে মদ্যপান করছিলেন ওই মহিলা। বাধা পেয়ে পুলিশের সঙ্গে তর্ক জোড়েন। শেষে মহিলার স্বামী তাঁকে টেনে নিয়ে যান।

ভাইরাল/২

ভক্তি-বিশ্বাসের কাছে কোনও কিছুই বাধা নয়। তিরুপতির তিরুমালা মন্দিরে ভগবান শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরের কাছে করা মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় ৬ ঘণ্টা ধরে মন্দিরের ৩,৫০০ সিঁড়িতে হামাগুড়ি দিলেন এক ভক্ত। তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন অন্যান্য পুণ্যার্থীরা।

জনমন

জনমত

প্রশাসনের তৎপরতা কেন শুধুই ভিআইপি-দের জন্য?

সম্প্রতি মালদার মোথাবাড়িতে পথ অবরোধের ঘটনায় সারাবাংলা সহ পুরো দেশের সংবাদমাধ্যমকে তোলপাড় হতে দেখা গিয়েছে। এখনও প্রশাসনিক ধরপাকড় চলছে। কারণ সেইদিন আন্দোলন ও অবরোধের কারণে সাতজন বিচারক আটকে পড়েছিলেন এবং হেনস্তার শিকার হয়েছেন। প্রশ্ন হল, প্রায় প্রতিদিন রাজ্যের কোনও না কোনও সড়ক বা রেল অবরোধের খবর পাওয়া যায়। কারণ হিসেবে কারও রাজনৈতিক দলের প্রার্থী পছন্দ নয়, কোথাও বা রাস্তা খারাপ বা জলের সমস্যা। প্রায় সবক্ষেত্রেই আন্দোলনের একটাই পদ্ধতি পথ অবরোধ। কিন্তু সেইসব খবর খুব একটা গুরুত্ব পায় না। কারণ সেখানে আটকে পড়া সকলেই সাধারণ মানুষ, যাঁরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজে বেরিয়ে কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় আটকে পড়েন। এমনকি অবরোধের জন্য পড়ুয়াদের ৪০ ডিগ্রি গরমে কষ্ট পেতে দেখা গিয়েছে। ট্রাকভর্তি কাঁচামাল নষ্ট হয়েছে এবং আরও অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সেই সময় মোথাবাড়ির মতো প্রশাসনিক ও সংবাদমাধ্যমের তৎপরতা দেখা যায়নি। আসলে আমজনতা বোধহয় এরকম ঘটনায় বেশ অভ্যস্ত অথবা ভিআইপি নয় বলে গুরুত্বহীন।

এই ধরনের অবরোধে প্রাপ্তি কিছু নেই, শুধুই জনগণের ক্ষতি। তাই সরকারের উচিত, আগামীতে যে কোনও অবরোধের ঘটনা কড়া হাতে দমন করা যাতে রাস্তা আটকে কোনও আন্দোলন না হয়।

স্নেহা দাস, ডাবগ্রাম, শিলিগুড়ি।

ভাষা মার্জিত হোক

ভোট যায় ভোট আসে, কেউ কাঁদে কেউ হাসে। আবার অনেকের কাছে ভোট বড় বালাই। আমরা যাঁরা সেকালের ভোটার আর একালেও নড়বড়ে শরীর নিয়ে ভোট দিতে যাই, তাঁদের সেকাল-একালের ভোটের পরিস্থিতি জানা। একালে ভোট দেওয়া মানেই আতঙ্ক আর আতঙ্ক। তাই দলাদলির মধ্যেও যেন মানুষে মানুষে আন্তরিকতার সম্পর্ক নষ্ট না হয় আর কোনওভাবেই যেন শান্তি বিঘ্নিত না হয়- সে বিষয়ে প্রতিটি দলের আন্তরিক ভাবনা থাকা দরকার।

পাশাপাশি ভোট প্রচারের ভাষাগুলো যেন মার্জিত ও আকর্ষণীয় হয়। ভোটকেন্দ্র যেন আতঙ্কস্থল না হয়। ভারতমাতার কোনও সন্তানের প্রাণ যেন ভোটের জন্য অকালে ঝরে না যায়। কোনও স্ত্রী যেন স্বামীহারা না হন। কোনও সন্তান যেন পিতৃহারা না হয়। কোনও মায়ের কোল যেন খালি না হয়। একজন প্রবীণা ভোটার হিসাবে সব দলের কাছেই আন্তরিক আবেদন রইল।

অঞ্জলি চন্দ (দত্ত)
পান্ডাপাড়া পার্ক মোড়, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিদায়ের প্রাক্কালে রঙের শেষ আর্তি

শীতের রুক্ষতা সরিয়ে প্রকৃতিতে রঙের উচ্ছ্বাস এনেছিল যে বসন্ত, চৈত্রের অন্তিম লগ্নে সে মৃদু বিষণ্ণ।

রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক

পলাশের আগুনরাঙা সাক্ষী। ছবি : দুর্জয় রায়।

শীতের রুক্ষতা সরিয়ে প্রকৃতিতে রঙের যে উচ্ছ্বাস এনে দিয়েছিল বসন্ত, চৈত্রের অন্তিম লগ্নে এসে সে আজ যেন বিদায়ের সুরে মৃদু বিষণ্ণ। সময়ের স্রোতে দাঁড়িয়ে এই বসন্ত আর কেবল আগমনের উল্লাস নয়, বরং ফুরিয়ে যাওয়ার এক নীরব সৌন্দর্যও বয়ে আনে।

চৈত্রের শেষপ্রহরে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতিতে কান পাতলে এখনও শোনা যায় বসন্তের ক্ষীণ স্পন্দন। দার্জিলিং পাহাড়ের ঢালে, তরাইয়ের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কিংবা ডুয়ার্সের শাল-সেগুনের বনভূমিতে বসন্ত তার রঙের শেষ আঁচড় রেখে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে গ্রীষ্মের দিকে। ক'দিন আগেও যে পলাশ-শিমুলের আগুনরাঙা দাপট চোখে পড়ত, আজ তা একটু মলিন, একটু ক্লান্ত— তবু অপার সুন্দর। রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে থাকা ঝরা পাপড়ি যেন বলে দেয়, রঙের এই উৎসব এখন শেষের পথে।

বসন্ত মানেই নবীনতার মায়াবী স্পর্শ, প্রাণের এক অনন্ত জাগরণ—এই চিরন্তন ধারণা আজও অটুট। তবে, এই সময় দাঁড়িয়ে বসন্তকে অনুভব করা মানে কেবল তার আগমনের উচ্ছ্বাস নয়, বরং তার বিদায়ের সৌন্দর্যকেও উপলব্ধি করা। প্রকৃতির এই রূপান্তর আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সৌন্দর্য কখনও স্থায়ী নয়; আর সেই অস্থায়িত্বের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তার গভীরতম তাৎপর্য।

উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে এখন নতুন পাতার আভাস স্পষ্ট। শ্রমিকের ঝুড়িতে জমতে শুরু করেছে কচি সবুজের সম্ভার, যা আগামীদিনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। নদীর ধারে, মাঠের প্রান্তে কিংবা গ্রামীণ পথের ধুলোমাখা প্রান্তরে বসন্তের এই শেষলগ্ন এক অদ্ভুত স্থিরতা তৈরি করে— যেখানে প্রকৃতি যেন নিঃশব্দে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে আগত ঋতুর জন্য। গ্রীষ্মের আগমনী বার্তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট, তবু বসন্তের মৃদু স্পর্শ পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি।

যুগ যুগ ধরে বসন্তকে প্রেম ও সৃষ্টির ঋতু বলা হয়েছে। কোকিলের কুহুতান এখনও ভেসে আসে, যদিও তার সুরে মিশে গিয়েছে একটুখানি বিষাদ। ফুরফুরে বাতাসে ফুলের ঘ্রাণ আছে, তবে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক অদ্ভুত নীরবতা। এই মিশ্র অনুভূতিই বসন্তের অন্তিম সুর— যেখানে আনন্দ আর বেদনাকে আলাদা করা যায় না। সাহিত্যেও এই দ্বৈততাই ধরা পড়েছে— উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যে খুঁজেছেন চিরন্তনতা, আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বসন্তকে দেখেছেন সৃষ্টি ও মুক্তির অনির্বাণ প্রবাহ হিসেবে।

বসন্ত কেবল প্রকৃতির নয়, মানুষের অন্তর্জগতেও এক গভীর সঞ্চার ঘটায়। দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর যেমন প্রকৃতি নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়, তেমনি মানুষের মনেও জেগে ওঠে নতুন ভাবনা, নতুন স্বপ্ন। শিল্পী তুলি ধরেন, কবি শব্দ খুঁজে পান, সুরকার সৃষ্টি করেন নতুন সুর। বসন্ত যেন নীরবে বলে— সবকিছু ফুরিয়ে গেলেও সৃষ্টির সম্ভাবনা কখনও শেষ হয় না। এই ঋতু আমাদের শেখায়, প্রতিটি পূর্ণতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ফুরিয়ে যাওয়ার বীজ, আর প্রতিটি শেষের ভিতরেই জন্ম নেয় নতুন শুরুর সম্ভাবনা। ঝরা পাতা তাই কেবল পতনের প্রতীক নয়, বরং নবজন্মের পূর্বভূমিকা। প্রকৃতির এই চক্রই জীবনের চক্র— যেখানে ক্ষয় আর সৃষ্টি একে অপরের পরিপূরক। চৈত্রের এই শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বসন্তকে নতুনভাবে অনুভব করা জরুরি। এটি কেবল রঙের ঋতু নয়, বরং সময়ের স্রোতে পরিবর্তনের এক গভীর প্রতীক। বসন্ত বিদায় নেয় ঠিকই, কিন্তু তার রেখে যাওয়া রং, গন্ধ আর অনুভব আমাদের মনে করিয়ে দেয়— জীবনও এমনই, ক্ষণস্থায়ী অথচ অপার সুন্দর; আর সেই সৌন্দর্যের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে চিরন্তন নবজাগরণের বীজ।

(লেখক শামুকতলা সিধো-কানহো কলেজের সহকারী অধ্যাপক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪১৫

পাশাপাশি : ১। বাংলাদেশের নদী ৩। অতিরিক্ত শুচিবাই ৪। আকুলতা বা মাতলামি ৫। ঘি মধু দুধ দই ও চিনির মিশ্রণ ৭। যে পোকা থেকে রেশম সুতো মেলে ১০। একটি ধাতুর নাম ১২। স্বজাতীয় ১৪। কাদা বা কালির দাগ ১৫। একটি টক ফল ১৬। মাছের নাম রুপোলি শস্য।

উপর-নীচ : ১। সেলাই করার সময় দর্জির আঙুলে পরার বর্ম ২। রিমপোচের মূর্তির জন্য সিকিমের বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান ৩। বাবার বাবা বা ঠাকুরদা ৬। যজ্ঞসূত্র বা উপবীত ৮। যা লুটপাট হয়ে গিয়েছে ৯। তাণ্ডব নাচের ভঙ্গি ১১। স্নেহ-মমতার বন্ধনে অটুট সম্পর্ক ১৩। দুইয়ের বেশি তিনের কম।

সমাধান ■ ৪৪১৪

পাশাপাশি : ২। হুকুমত ৫। মাদক ৬। পদগৌরব ৮। পায়া ৯। ধাম ১১। ছন্দপতন ১৩। কদাপি ১৪। কলবিঙ্ক।

উপর-নীচ : ১। হুমায়ুন ২। হুক ৩। মরদ ৪। বৈভব ৬। পয়া ৭। গৌতম ৮। পাদপ ৯। ধান ১০। পদপিষ্ট ১১। ছক্কড় ১২। তণ্ডুল ১৩। কঙ্ক।

বিন্দুবিসর্গ

রাজন্য বাদ

পশ্চিম বর্ধমানের ৯ কেন্দ্রে মনোনয়ন বাতিল হল রাজন্যা হালদার সহ ৫ জনের। ফলে জেলায় মোট বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা ৯০। নাম প্রত্যাহারের সময়সীমার পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা বৃহস্পতিবার প্রকাশ হবে।

দুর্ঘটনায় মৃত ৩

বাসন্তী হাইওয়েতে অটো ও প্রাইভেট কারের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু তিনজনের। হাসপাতালে মৃত আরও ১। আহত ১০ জন। এই হাইওয়েতে দীর্ঘদিন ধরেই বেপরোয়া গাড়ি চলাচলের অভিযোগ উঠেছে।

অস্ত্র উদ্ধার

ফের কলকাতায় অস্ত্র উদ্ধার। বুধবার দুপুরে স্ট্র্যান্ড রোডে এক নাবালকের থেকে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল এসটিএফ। দুটি সাত এমএম পিস্তল ও ৪০টি কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে। অভিযুক্ত বিহারের নালন্দা জেলার।

সুজিতকে ডাক

ভোটের মুখে ফের সক্রিয় ইডি। বুধবার শহরের একটি রিয়েল এস্টেট সংস্থার একাধিক দপ্তরে হানা দিয়েছে তারা। এদিকে পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে বৃহস্পতিবার ইডি দপ্তরে তলব করা হয়েছে সুজিত বসুকে।

‘ডিলিট’-এর প্রতিবাদে এখনও রণংদেহি মুখ্যমন্ত্রী

মনোনয়নপত্র পেশে লম্বা মিছিল

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : কালীঘাটের চেনা রাস্তা আজ যেন আক্ষরিক অর্থেই জনসমুদ্র। বুধবার সকাল সাড়ে দশটা বাজতেই চেনা মেজাজে বাড়ি থেকে বেরোলেন তৃণমূল দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গন্তব্য আলিপুরের প্রশাসনিক ভবন। ’২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে চতুর্থবারের জন্য মনোনয়ন পেশ করলেন তিনি। আর সেই যাত্রাপথেই ধরা পড়ল এক অভাবনীয় উন্মাদনা। রাস্তার দু’ধারে উপচে পড়া ভিড়, বাতাসে উড়ছে সবুজ আবির, আর মহিলাদের শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্যে দিয়ে এক অদ্ভুত উৎসবের আবহ তৈরি হল। কড়া পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্যেও চেনা মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে চললেন তিনি। তাঁর সঙ্গে পা মেলালেন ফিরহাদ হাকিম, ভাই তথা কাউন্সিলর স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তৃণমূল নেতানেত্রী।

মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার পথে মিছিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রয়োজনীয় আইনি নথিপত্র জমা দেওয়ার পর তিনি যখন আলিপুরে সার্ভে বিল্ডিংয়ের বাইরে এলেন, তখন তাঁর গলায় শোনা গেল রাজ্যে চতুর্থবারের জন্য সরকার গড়ার ব্যাপারে এক জোরালো প্রত্যয় আর আবেগের সুর। উপস্থিত জনতার উদ্দেশে তিনি স্পষ্ট জানালেন, ‘আমি ৩৬৫ দিনই ভবানীপুরে থাকি। আমার ধর্ম, কর্ম, আন্দোলন সবকিছুই ভবানীপুরকে ঘিরে। ছোট্টবেলা থেকে এখানেই আছি, এখানেই থাকি। এখান থেকেই আমার সবকিছু। তাই ভবানীপুরের মানুষকে আমার ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানাই।’ গুজরাটি ভাষায় অভিবাদন জানিয়ে তিনি শুধু স্থানীয় অবাঙালি ভোটদাতাদের মনই জয় করলেন না, বরং রাজনৈতিক মহলের মতে, বিরোধীদের বহিরাগত তত্ত্বকেও সুকৌশলে ভোঁতা করে দিলেন। ভবানীপুর যে আসলে এক টুকরো ভারতবর্ষ, তা প্রমাণ করতেই তাঁর মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবক হিসেবে সই করেছেন ভিন্ন ধর্ম ও ভাষাভাষীর চারজন প্রতিনিধি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের স্ত্রী ইসমত (রুবি) হাকিম, তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের স্বামী নিসপাল সিং রানে, ৭১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল ব্লক সভাপতি বাবলু সিং এবং ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটির মীরজ শাহ। এর মাধ্যমে বহুত্ববাদের এক জোরালো বার্তা দিল শাসক শিবির। পাশাপাশি গোটা রাজ্যের সবকটি আসনেই দলের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

শুধু আবেগ নয়, এদিন তাঁর নিশানায় ছিল ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম বাদ পড়ার বিতর্কিত বিষয়টি। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মমতা জানান, শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরেও যেভাবে সাধারণ মানুষকে তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে নাম আটকে রাখা হচ্ছে, তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। রাজ্যজুড়ে প্রায় ৯১ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে প্রবল আপত্তি তোলেন তিনি। তাঁর আইনি লড়াইয়ের ফলেই যে ৩২ লক্ষ নাম তালিকায় উঠেছে, সে কথাও মনে করিয়ে দেন। বাকি বাতিল হওয়া নামগুলি নিয়ে প্রয়োজনে ফের দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দলনেত্রী। তাঁর সাফ কথা, ‘মানুষ নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে ভোটই যদি না দিতে পারে, তবে পরে বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়ায় নাম তুলে কী লাভ!’

মমতার এই বিশাল পদযাত্রা ও রাজনৈতিক পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেন ভবানীপুরে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। বেহালায় দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে এক জনসভা থেকে তিনি দাবি করেন, এই মনোনয়নই মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক জীবনের শেষ মনোনয়ন। শুভেন্দুর কটাক্ষ, ‘উনি নন্দীগ্রামে হেরেছেন। কিছুদিন পর আমার কাছে ভবানীপুরেও হারবেন। এক ঝুড়ি লোক নিয়ে তো মনোনয়ন জমা দিতে গিয়েছিলেন। উনি বলে এসেছেন যে আবার আসবেন। কিন্তু ওঁর আর ফেরা হবে না। কারণ এবার ভবানীপুরেও ভরাডুবি হবে তৃণমূল নেত্রীর।’ তাঁর গুরুতর অভিযোগ, তৃণমূল রাজ্যে বৃহত্তর প্রতিবেশী রাষ্ট্র গড়ার যে ভয়ানক চক্রান্ত করছে, বিজেপি তা কোনওভাবেই সফল হতে দেবে না।

আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : প্রথম দফার ভোটের ঠিক ১৫ দিন আগে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে রণংদেহি মেজাজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৯১ লক্ষ ভোটারের নাম শেষমেশ বাদ পড়ায় বুধবার হুগলিতে এক নির্বাচনি জনসভা থেকে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সাফ কথা, ‘আমি আইনজীবী হিসেবে মনে করি, আমাদের কোর্টে যাওয়া উচিত। আমরা যাবই।’ এদিন হুগলির একটি জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, এই নাম বাদ দেওয়ার আড়ালে আসলে এনআরসি-র ‘ছক্কা’ চালছে বিজেপি। কমিশনের তালিকা ‘ফ্রিজ’ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

মমতার তোপ, ‘মানুষ যদি ভোটই দিতে না পারে, তবে ট্রাইবিউনালের দরকার কী? ১৫২টি আসনে ভোটার তালিকা ফ্রিজ করে দেওয়ার মানে কি ওই মানুষগুলো অধিকার হারাবেন?’ মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তৃণমূল সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল বলেই ৩২ লক্ষ মানুষের নাম নতুন করে তালিকায় উঠেছে। কিন্তু এখনও যাঁদের নাম বাদ রয়েছে, তাঁদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় আইনি লড়াই ছাড়া পথ দেখছেন না তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের আদালতের দ্বারস্থ হলে রাজ্যের নির্বাচনি ভবিষ্যৎ নতুন করে জটিলতার মুখে পড়তে পারে।

তবে তৃণমূল নেত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার এই ‘ষড়যন্ত্র’ তিনি বিনা যুদ্ধে ছাড়বেন না। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটার তালিকা থেকে মোট ৯০,৮৩,৩৪৫ জন ভোটারের নাম শেষপর্যন্ত বাদ পড়ায় নির্বাচনের ঠিক আগে বিচলিত তৃণমূল সুপ্রিমো।

এদিন হুগলির শ্রীরামপুরে এক নির্বাচনি জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টেলিপ্রম্পটার দেখে বক্তৃতা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে খোঁচা দেন মমতা। তাঁর দাবি, জনমানসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার যে প্রভাব, তার অনেকটাই যান্ত্রিক কারসাজি। তিনি সাধারণ মানুষকে সহজ করে বুঝিয়ে বলেন, ‘কী করে জানেন? আমরা কাগজে দু-একটা পয়েন্ট লিখে রাখি, যাতে সংখ্যাটা ভুলে না যাই। আর ওদের সামনে একটা কাচ থাকে। চশমার থেকেও হালকা কাচ। আপনারা দেখতে পাবেন না। তাতে এক লাইন করে বড় বড় করে লেখা আসে। এদিকেও তাকানো যায়, ওদিকেও তাকানো যায়। সেটার নাম হচ্ছে টেলিপ্রম্পটার। আজকালকার ছেলেমেয়েরা জানে। আমি আগে ভাবতাম, আরে... এত ভালো ইংরেজি কী করে বলছেন উনি! ও মা... পরে একটা মিটিংয়ে গিয়ে দেখলাম...। আমি সামনে বসেছিলাম, তখন দেখলাম ওরে ভাই, এর তো সামনে টেলিপ্রম্পটার তাই। সেটা দেখছে আর গড়গড় করে বলে যাচ্ছে।’ এআই-এর অপব্যবহার নিয়েও মানুষকে সতর্কবার্তা দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী।

বৃষ্টিভেজা মিষ্টি দিনে... কলকাতায়। বুধবার। ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার মোদির ৩ সভা

কলকাতা ও আসানসোল, ৮ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার রাজ্যের ভোটপ্রচারে তিনটি সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রথমটি হবে হলদিয়ায় সকাল সাড়ে ৯টায়। দ্বিতীয়টি আসানসোল দক্ষিণে পোলো গ্রাউন্ডে এবং তৃতীয় সভাটি হবে বীরভূমের সিউড়ির চাঁদমারি মাঠে। অন্যদিকে, অনেক টালবাহানার পরে আগামী ১০ এপ্রিল প্রকাশিত হতে চলেছে বিজেপির সংকল্প পত্র বা ইস্তাহার। প্রকাশ করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেই সূত্রে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কলকাতায় পৌঁছোনোর কথা অমিত শা-র। তবে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে তা ঘোষণা করেনি বিজেপি।

সংকল্পপত্র তৈরির জন্য যে কমিটি করা হয়েছিল তার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় বালুরঘাটের বিদায়ী বিধায়ক অশোক লাহিড়িকে। কিন্তু সংকল্পপত্র তৈরির কাজ চলাকালীন দলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়। বাদ পড়েন অশোক লাহিড়ি। তারপর থেকে কার্যত তিনি দিল্লিবাসী। মানিকতলার প্রার্থী হওয়ার সুবাদে সংকল্পপত্র তৈরির দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন বিধায়ক তাপস রায়ও ব্যস্ত নিজের কেন্দ্রে। ২৮ মার্চ রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

সেইসময় দল জানিয়েছিল আগে অভিযোগ জানানোর পর তা

আসছেন অমিত শা’ও

নিয়ে কিছুদিন চর্চার পর সংকল্পপত্র প্রকাশ করা হবে। এদিকে ইতিমধ্যেই তৃণমূল সহ বামেদের ইস্তাহার প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় দলের সাধারণ কর্মীরা বিপাকে পড়েন। দলীয় কর্মীদের দাবি মেনে ঠিক হয় ৫ এপ্রিল সংকল্পপত্র প্রকাশ করা হবে। কিন্তু অসমের নির্বাচনে ব্যস্ত থাকায় ওই সময় তাঁর পক্ষে সময় দেওয়া সম্ভব হবে না বলে রাজ্য বিজেপিকে জানিয়ে দেন অমিত। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অমিত শা-র পরিবর্তে সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনকে দিয়ে সংকল্প প্রকাশের প্রস্তাব ওঠে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের নেতৃত্বের একটা বড় অংশই সেই প্রস্তাবে সায় দেয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে অমিত শা-র অপেক্ষায় থাকতে হল বিজেপিকে।

এদিকে শুক্রবার ডেবরায় জনসভা রয়েছে অমিত শা’র। একই দিনে খড়গপুরে দিলীপের সমর্থনে একটি রোড শোও করবেন তিনি। এরপর শনিবার বাঁকুড়ার ছাতনায় জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর।

প্রচারে অভয়ার মাকে ঘিরে বিক্ষোভ

পানিহাটি, ৮ এপ্রিল : বুধবার পানিহাটিতে প্রচারে বেরিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন অভয়ার মা তথা বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথ। অভিযোগের তির সরাসরি শাসকদল তৃণমূলের দিকে। রত্না দেবীর দাবি, ‘আমার মেয়েকে মেরেও ক্ষান্ত হয়নি, এবার আমাকে মারতে চাইছে। ভয় পেয়ে তৃণমূল দাঁত-নখ বার করেছে। এদের শেষ দেখে ছাড়ব, সবাইকে জেল খাটিয়ে তবেই দম নেব।’

এদিন সকালে পানিহাটি পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি প্রচারের সময় একদল মহিলা তৃণমূল কর্মী তাঁকে লক্ষ্য করে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিতে দিতে হঠাৎ প্রার্থীর ওপর ফুল ছুড়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, ৩০-৩৫ জন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী তাঁদের মারধর করেছে, প্রার্থীকে ঘুষি মারার চেষ্টাও হয়। রত্না দেবনাথ বলেন, ‘ভেবেছে আমাকে মারলে বিচার চাওয়ার কেউ থাকবে না। কিন্তু অভয়ার মা এভাবে থামবে না।’

পালটা পানিহাটির তৃণমূল প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষের দাবি, অভয়ার মা বহিরাগতদের নিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ হয়ে যাবে বলে এলাকায় কুৎসা ছড়াচ্ছিলেন। সেই ক্ষোভ থেকেই স্থানীয় মহিলারা প্রতিবাদ করেছেন। পরাজয় নিশ্চিত বুঝেই এখন হামলার চিত্রনাট্য লিখছে বিজেপি। অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে শওকত মোল্লা ও বিভাস সর্দারের মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে এসডিও অফিসের সামনে গন্ডগোল শুরু হয়। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে তৃণমূল কর্মীরা এগোতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ইতিমধ্যে কমিশনের সদর দপ্তরেও পৌঁছেছে এই অশান্তির রিপোর্ট।

> **আমার মেয়েকে মেরেও ক্ষান্ত হয়নি, এবার আমাকে মারতে চাইছে। ভয় পেয়ে তৃণমূল দাঁত-নখ বার করেছে। এদের শেষ দেখে ছাড়ব, সবাইকে জেল খাটিয়ে তবেই দম নেব।**
>
> **-রত্না দেবনাথ**

ভোটের জন্য পরিষেবা বন্ধে প্রশ্ন হাইকোর্টের

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : নির্বাচনের কারণে কি নাগরিক পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবে? রাজ্যের সংশোধনাগারগুলিতে বন্দিদের পরিস্থিতি নিয়ে এমনটাই প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারের উদ্দেশে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, ‘মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলতে পারে না।’ বুধবার এই মামলায় রাজ্য ও আবেদনকারীদের তরফে রিপোর্ট জমা পড়ে। তা খতিয়ে দেখে কার্যত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আদালত।

রাজ্যের রিপোর্ট অনুযায়ী, মোট ৬১টি সংশোধনাগারে ২১,৯২৯ জন বন্দির থাকার কথা। কিন্তু ২৩,৮৮৬ জন বন্দি রয়েছেন। মালদা সংশোধনাগারের পরিস্থিতি ভয়াবহ। সেখানে ৩৫৩ জনের জায়গায় ১,০৭৫ জন রয়েছেন। এমনকি সব মিলিয়ে মাত্র ২৭ জন চিকিৎসক এবং কর্মীদের ১,৪৬৭টি পদ শূন্য রয়েছে। বিচারাধীন বন্দিদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য এএইচআরসি ও ডব্লিউবিএইচআরসি-র পর্যালোচনার পর সুপারিশের ভিত্তিতে দেওয়া হয়। তবে এখনও পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত বলে, ‘এদের পরিবার কি এসআইআর-এ বিচারাধীন রয়েছে?’ অতিরিক্ত বন্দিদের রাখার ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ, ক্ষতিপূরণের বিষয়ে কী রূপরেখা এবং হাইকোর্টের খরচ মেটাতে এসওপি তৈরি নিয়ে রাজ্যের অবস্থান জানতে চেয়েছে আদালত।

যদিও আবেদনকারীরা রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছে, শুধু মালদা নয় রায়গঞ্জ জেলা সংশোধনাগারে ১০৯ জনের জায়গায় ৩০২ জন, কালিম্পং জেলা সংশোধনাগারে ৩০ জনের জায়গায় ১০৫ জন, শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারে ১৯০ জনের জায়গায় ৬৩৪ জন, আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে ৩১৪ জনের জায়গায় ৪১০ জন রয়েছে।

উন্নয়নে তালা, নবান্নে কাজকর্ম কার্যত স্তব্ধ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : ভোট-জ্বরে কাবু রাজ্য প্রশাসন। পরিস্থিতি এমন যে, খোদ নবান্নের করিডোরে এখন কান পাতলে শুধু ভোটেরই গল্প শোনা যাচ্ছে। সরকারি প্রকল্পের কাজ কার্যত লাটে উঠেছে। নতুন কোনও কাজ শুরু করার উপায় নেই নির্বাচনী বিধির গেরোয়। আর পুরোনো কাজ, সেখানেও তালাবন্ধ দশা। সব মিলিয়ে, ৪ মে ভোটের ফলের পর নতুন সরকার না আসা পর্যন্ত উন্নয়নের চাকা ঘোরার কোনও লক্ষণ নেই নবান্নে।

বুধবার নবান্নের অন্দরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, অধিকাংশ দপ্তরের দরজাই এখন খাঁ খাঁ করছে। আধিকারিক থেকে সাধারণ কর্মী, সকলেই এখন ভোটের ডিউটি সামলাতে ব্যস্ত। কেউ সরাসরি ময়দানে, কেউ আবার কমিশনের চিঠিপত্র সামলাতে নাজেহাল। এক সরকারি আধিকারিক টিপ্পনী কেটে বললেন, ‘আর কাজ হবে কী মশাই। কাজ করতে বলার ‘বস’-রাই তো এখন ভোটের মাঠে!’ জরুরি পরিষেবা আর দৈনন্দিন প্রশাসনটুকু চালিয়ে নেওয়া ছাড়া বাড়তি কিছু করার সাহস দেখাচ্ছে না কোনও দপ্তরই। ব্যতিক্রমী কিছু করতে গেলেই কমিশনের অনুমতির পাহাড় ডিঙোতে হবে, সেই ঝামেলায় যেতে চাইছে না কেউই।

তবে নবান্নের এই শ্মশান স্তব্ধতার মাঝেও একমাত্র ‘জীবন্ত’ অর্থ দপ্তর। কাজ না থাকলেও কর্মীদের বেতন, পেনশন আর বকেয়া ডিএ মেটানোর তাড়া রয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, চলতি প্রকল্পগুলি চালু রাখতে বাজেটের ২৫ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করেছে অর্থ দপ্তর। নির্বাচনি আচরণবিধি লাগু থাকার জন্য নতুন প্রকল্পের কাজের জন্য দপ্তরগুলিকে অর্থ বরাদ্দ করা যাচ্ছে না। এছাড়া বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের জন্য বেতন ও অত্যাবশ্যকীয় কাজের জন্য অর্থ সরবরাহের কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে অর্থ দপ্তরকে। সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পঞ্চায়েত ও পুরসভা, সরকার অধিগৃহীত সংস্থার কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের বকেয়া ডিএ মেটাতে অবশ্য অতিরিক্ত তৎপর হতে হয়েছে এখন অর্থ দপ্তরকে। সরকারি নির্দেশে এই তৎপরতা চলছে একেবারে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে। কিন্তু নতুন প্রকল্পের জন্য টাকা দেওয়ার প্রশ্নই নেই। বাকি সব উন্নয়নের ফাইল আপাতত ধুলো জমছে আলমারিতে। নবান্নের অলস দুপুরগুলো এখন শুধু একটাই হিসেব কষছে, ৪ তারিখ কার পাল্লা ভারী হবে। উন্নয়নের গাড়ি কবে আবার স্টার্ট নেবে, সেই উত্তর দেবে কেবল ভোটের ফল।

বীরভূমে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ। ছবি-পিটিআই।

সায়ন্তিকার ক্যারিশমা বনাম সজলের লড়াই

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : কাঠফাটা রোদ্দুর মাথায় নিয়ে অলিগলি চষছেন সাদা সালোয়ার কামিজ পরা তারকা-বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাতে মাইক্রোফোন, মুখে একটাই আরজি— ‘জানি জলের খুব কষ্ট। কিন্তু চব্বিশের উপনির্বাচনে জেতার পর কাজ করার জন্য মাত্র দেড় বছর সময় পেয়েছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমার ওপর আরও একবার ভরসা রাখুন।’ বেলা গড়িয়ে সন্ধে নামতেই দৃশ্যপট বদলায়। বারান্দায় দাঁড়ানো আমজনতার উদ্দেশে হাতজোড় করে বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের সোজাসাপটা চ্যালেঞ্জ, ‘ওঁদের ১৫ বছর দেখেছেন, আমাকে শুধু পাঁচটা বছর দিন। কাজ না করলে ছুড়ে ফেলে দেবেন!’ ছাব্বিশের মেগা-নির্বাচনে উত্তর শহরতলির বরানগর কেন্দ্রটি যেন রাজ্যের সামগ্রিক নগর-রাজনীতির এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।

বরানগর কোনও সাধারণ কেন্দ্র নয়। ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত এই কেন্দ্রের প্রতিনিধি ছিলেন খোদ বাম-জনক জ্যোতি বসু। দীর্ঘ ৩৪ বছর পর ২০১১ সালে এই দুর্গ হাতছাড়া হয় বামেদের। ঘাসফুলের হয়ে এই কেন্দ্রের রাশ ধরেছিলেন তাপস রায়। কিন্তু চব্বিশের লোকসভার আগে তিনি বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় উপনির্বাচনে সায়ন্তিকাকে দাঁড় করায় তৃণমূল। সেই ভোটে তারকা-প্রার্থী জিতলেও, তাপস রায়ের ৩৫ হাজারি মার্জিন এক ধাক্কায় নেমে আসে মাত্র ৮ হাজারে। আর ছাব্বিশের মহারণে সেই খর্বিত মার্জিনই এখন শাসকদলের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা।

সায়ন্তিকা যখন ৭ কোটি টাকার রাস্তা সংস্কারের খতিয়ান দিয়ে নিজের ‘তারকা’ তকমা ঝেড়ে ফেলার মরিয়া চেষ্টা করছেন, তখন স্থানীয় বেহাল পরিকাঠামোকেই তুরুপের তাস করেছেন সজল ঘোষ। এলাকার সবচেয়ে বড় সমস্যা পানীয় জলের হাহাকার এবং বর্ষায় জলযন্ত্রণা।

সজলের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, ‘দেড় বছরে ক’টা জলের পাইপ বসিয়েছেন উনি? উন্নয়নের সদিচ্ছা অন্তত চোখে তো পড়তে হবে!’ অন্যদিকে, সজলকে ‘বহিরাগত’ বলে দাগিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা তৃণমূল করছে, তারও মোক্ষম জবাব দিয়েছেন এই দাপুটে বিজেপি নেতা।

তাঁর সাফ কথা, ‘জ্যোতি বসুও এখানকার ভোটার ছিলেন না। কে কোথায় ঘুমোয় সেটা বড় কথা নয়, উন্নয়নের সদিচ্ছা কার আছে, সেটাই আসল।’

তবে লড়াইটা শুধু ঘাসফুল আর পদ্মের নয়। ময়দানে

বরানগরে পদ্ম ও ঘাসফুলের প্রার্থী সজল ঘোষ ও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রয়েছেন সিপিএমের সায়নদীপ মিত্রও। শাসক ও প্রধান বিরোধী দলের বিপুল আড়ম্বরের মাঝে তাঁর মূল প্রচার— তৃণমূল ও বিজেপির ‘গোপন সেটিং’-এর তত্ত্ব। কিন্তু আমজনতার কাছে রাজনৈতিক ইস্তেহারের চেয়ে প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়াইটা অনেক বেশি বাস্তব। স্থানীয় বাসিন্দা তপন সাহা বা দেবু বিশ্বাসদের কথায়, ‘রোজ জল কিনে খেতে হয়, এর চেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন আর নেই। যে জলযন্ত্রণা মেটাবে, ভোট তাকেই।’

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়ায় বরানগরের এই ত্রিমুখী লড়াই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বামেরা কি বিরোধী ভোট কেটে পরোক্ষে সায়ন্তিকাকেই অক্সিজেন জোগাবে? নাকি দীর্ঘ ১৫ বছরের নাগরিক ক্ষোভ আর জলকষ্টের ফায়দা তুলে বাজিমাত করবে সজল ঘোষের আগ্রাসী প্রচার?

ছাব্বিশের সেমিফাইনালে দাঁড়িয়ে বরানগরের এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই প্রমাণ করছে, শুধু তারকা-ক্যারিশমা নয়, বাংলার শহরতলির ভোট এবার আক্ষরিক অর্থেই নির্ভর করছে পানীয় জলের পাইপলাইনের ওপর!

৭ কেন্দ্রে প্রার্থী বদল কংগ্রেসের

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : প্রার্থী ঘোষণা হতেই ক্ষোভের আগুন জ্বলেছিল বিধানভবনে। সেই অসন্তোষ সামাল দিতে শেষপর্যন্ত সাতটি কেন্দ্রে প্রার্থী বদলে ফেলল কংগ্রেস। একইসঙ্গে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর হাবড়া আসনে প্রণব ভট্টাচার্যের নাম ঘোষণা করল হাইকমান্ড। বুধবারের সংশোধিত তালিকা অনুযায়ী, চাপড়া, নাকাশিপাড়া, মিনাখাঁ, মন্দিরবাজার, রায়না, কেতুগ্রাম ও আউশগ্রামে পুরনো প্রার্থীদের সরিয়ে নতুন মুখ আনা হয়েছে। মূলত নিচুতলার কর্মীদের বিক্ষোভ আর জেতার সমীকরণ মাথায় রেখেই এই ভোলবদল।

তবে শুধু নাম বদলালে যে ভোট বৈতরণী পার হওয়া যাবে না, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে প্রদেশ নেতৃত্ব। তৃণমূল-বিজেপির হাইভোল্টেজ প্রচারের সামনে কংগ্রেস প্রার্থীরা কার্যত দিশেহারা। মাঠে কর্মী নেই,

পিঠ চাপড়ানোর মতো চেনা মুখও অমিল। এই পরিস্থিতিতে প্রার্থীদের মনোবল চাঙ্গা করতে ‘দিল্লি’র দাওয়াই দেওয়া হচ্ছে। ঠিক হয়েছে, সোনিয়া, রাহুল বা প্রিয়াঙ্কাদের মতো তারকা প্রচারকদের পাশাপাশি এক-একজন প্রার্থীর সঙ্গে ছায়ার মতো থাকবেন দিল্লির এক-একজন হেভিওয়েট নেতা বা পর্যবেক্ষক। বালিগঞ্জে রোহন মিত্রের পাশে শুভঙ্কর সরকার বা কসবায় জিসান আহমেদের সঙ্গে বিকে হরিপ্রসাদদের রাখা হচ্ছে অভিভাবক হিসেবেই।

কমিশনের পোস্টে লক্ষ্য শুধুই তৃণমূল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : অবাধ, শান্তিপূর্ণ, ভীতিহীন এবং প্রলোভনমুক্ত নির্বাচন। ছাপ্পা বা বুথ দখলের কোনও জায়গা থাকবে না। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে এই কড়া বার্তাই দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু বিতর্কের সূত্রপাত অন্য জায়গায়। নিজেদের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে সরাসরি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলে এই হুঁশিয়ারি দিয়েছে কমিশন। একটি সাংবিধানিক পদের নিজস্ব মাধ্যম থেকে সরাসরি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে নিশানা করার এই নজিরবিহীন ঘটনা রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো ঝড় তুলেছে।

প্রশ্ন উঠছে, তবে কি নিজেদের নিরপেক্ষতার মুখোশটা এবার নিজেরাই খুলে ফেলল নির্বাচন সদন? সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকা একটি স্বাধীন সংস্থা যখন প্রকাশ্যে কোনও দলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচারের মতো ভাষা ব্যবহার করে, তখন গণতন্ত্রের ভিত নড়ে উঠতে বাধ্য।

বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচন কমিশনের এই আচরণ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তারা রাজ্যের যাবতীয় নির্বাচনী সমস্যার জন্য এককভাবে শাসকদলকেই দায়ী করছে। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংস্থার এই ধরনের একপেশে অবস্থান কার্যত অভাবনীয় এবং নজিরবিহীন। বিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরে কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন।

এদিনের এই বার্তার পর অনেকেই মনে করছেন, কমিশন যেন প্রকারান্তরে স্বীকারই করে নিল যে তারা আর নিরপেক্ষ নেই। একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের এই প্রকাশ্য বিরূপতা গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতাকেই এক বিরাট প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অনেকেই বলছেন, নিজেদের নিরপেক্ষ প্রমাণ করার আর কোনও দায় বা ভানটুকুও যেন অবশিষ্ট রাখল না জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

বিধানসভা ভোটের মুখে বাংলার ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৯১ লক্ষের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে কথা বলতে বুধবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল। ডেরেক ও'ব্রায়েনের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় প্রতিনিধি দলে ছিলেন সাগরিকা ঘোষ, মেনকা গুরুস্বামী এবং সাকেত গোখলে। কিন্তু সাত মিনিটেই সেই বৈঠক ভেস্তে যায়। ডেরেক, সাগরিকা ঘোষ, সাকেত গোখলেদের দাবি ছিল, এত বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম ছাঁটাই আসলে এক গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। ডেরেকের বিস্ফোরক অভিযোগ- মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তাঁদের কথা শোনা তো দূর অস্ত, কার্যত 'গেট লস্ট' বলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন ডেরেক। তাঁর অভিযোগ, দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার তাঁদের সঙ্গে 'অত্যন্ত দুর্ব্যবহার' করেছেন।

কমিশনকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো ন'টি চিঠির কোনও উত্তর না পাওয়ার অভিযোগ এবং নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় যুক্ত কয়েকজন আধিকারিকের রাজনৈতিক পক্ষপাতের প্রশ্ন নিয়ে ডেরেকরা এদিন মোট ছ'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই আলোচনার সুযোগই মেলেনি বলে দাবি করেছেন তাঁরা। এমনকি ডেরেক সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, যদি তাঁর বক্তব্য মিথ্যা হয়, তবে নির্বাচন কমিশন যেন বৈঠকের সিসিটিভি ফুটেজ বা অডিও প্রকাশ করে। কমিশন সূত্রে দাবি, ডেরেকদের বিরুদ্ধে শালীনতা ভঙ্গের পালটা অভিযোগও তুলেছেন সিইসি। ডেরেককে সংযত থাকার এবং শিষ্টাচার বজায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি। এরপরই ক্ষুব্ধ তৃণমূল প্রতিনিধিরা ঘর থেকে বেরিয়ে যান। নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বদলি নিয়েও আপত্তি জানান তৃণমূল সাংসদরা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়ালের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল সাংসদরা।

ডেরেকদের সঙ্গে বাগযুদ্ধের মধ্যেই পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে আলাদা বৈঠকে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের সাধারণ অবজার্ভার অনুরাগ যাদবকে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্ন করা হলে তিনি সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হন বলে অভিযোগ। এরপরই ক্ষুব্ধ হয়ে জ্ঞানেশ কুমার তাঁকে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেন এবং পরে তাঁকে দায়িত্ব থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়।

একঝাঁক ইচ্ছেডানা... রাইসিনা হিলসে বুধবার।

বাংলাদেশে ভিসার আশ্বাস জয়শংকরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : শেখ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। পাশাপাশি পদ্মাপারে সংখ্যালঘু নিধনের ঘটনাতেও তিক্ততা তৈরি হয়েছিল নয়াদিল্লি-ঢাকা সম্পর্কে। কিন্তু বুধবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানের বৈঠকের পর স্পষ্ট, সেই অতীতকে পিছনে ফেলে আপাতত সামনের দিকে এগোতে বদ্ধপরিকর দুই প্রতিবেশী। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যেভাবে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সুসম্পর্কের বার্তা দিয়েছেন এদিন দুই বিদেশমন্ত্রীর বৈঠকে তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিভিন্ন ইস্যুতে দুজনের মধ্যে কথা হয় এদিন। আলোচনায় বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য ভারতীয় ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সহজ হয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জয়শংকর। পাশাপাশি ভারতের জন্যও বাংলাদেশের ভিসা পাওয়ার পথ সুগম হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ভারতীয়দের ভিসা দেওয়া সাময়িক ভাবে বন্ধ রেখেছিল বাংলাদেশ। নয়াদিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশন এবং ত্রিপুরার আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশন সাময়িকভাবে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ভিসা দেওয়া বন্ধ রেখেছিলেন।

হায়দরাবাদ হাউসে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে উভয় দেশের প্রতিনিধি দল অংশ নেন এবং অংশীদারিত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেন। জয়শংকর জানান, আগামী দিনগুলোতে উভয় দেশই নিবিড় যোগাযোগ বজায় রাখতে একমত হয়েছে। বিদেশমন্ত্রীর পাশাপাশি এদিন বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গেও দেখা করেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী। মঙ্গলবারই ভারতে এসে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে এক নৈশভোজের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। গঙ্গা চুক্তি পুনর্নবীকরণ, গত দেড় বছরে প্রত্যাহার করা বাণিজ্য সুবিধাগুলি পুনর্বহাল এবং পাইপলাইনে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত জ্বালানি সরবরাহের মতো বিষয়ে আলোচনা হয়। বৃহস্পতিবার জয়শংকর এবং খলিলুর এয়ার মরিশাসের বিমানে চেপে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন।

হরমুজে নজর কেন্দ্রীয় সরকারের

টার্গেট জ্বালানি ও জননিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে নাটকীয় যুদ্ধবিরতিকে ভারত স্বাগত জানালেও, দিল্লির কপালে এখনই চিন্তার ভাঁজ কমছে না। বরং আগামী ১৪ দিনের এই 'শান্তি'র সময়টাকে কাজে লাগিয়ে ইরানে আটকে থাকা হাজার হাজার ভারতীয়দের ঘরে ফেরাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সাউথ ব্লক।

তেহরানে ভারতীয় দূতাবাস বুধবার এক জরুরি নির্দেশিকা জারি করে সাফ জানিয়েছে, ইরানে থাকা প্রায় সাড়ে সাত হাজার ভারতীয় যেন 'দ্রুততম উপায়ে' দেশ ছাড়েন। এর আগে নাগরিকদের ঘরের ভেতরে থাকার (স্টে অ্যাট হোম) পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বোমাবর্ষণের আতঙ্ক সাময়িক কাটতেই তাঁদের নিরাপদ করিডোর দিয়ে সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। বন্দর আব্বাস থেকে আরমেনিয়া সীমান্ত, এই দীর্ঘ দেড় হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ভারতীয়দের উদ্ধার করাই এখন দিল্লির কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

তবে উদ্ধারকাজই একমাত্র মাথাব্যথা নয়। ভারতের পাখির চোখ এখন হরমুজ প্রণালীর দিকে। বিশ্বের খনিজ তেলের ২০ শতাংশই আসে এই পথ দিয়ে। ইরান ও ওমান এখন এই পথে জাহাজ চলাচলে 'ট্রানজিট ফি' বা ট্যাক্স বসানোর ফন্দি আঁটছে। যদি সত্যিই কর বসে, তবে ভারতে তেলের দাম আকাশ ছোঁবে। পরিস্থিতি সামাল দিতেই আগামী ৯ এপ্রিল তড়িঘড়ি আরব আমিরশাহি সফরে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

এদিকে, এই যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের 'মাস্টারস্ট্রোক' ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পারদ চড়িয়েছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের তোপ, 'ট্রাম্পের সঙ্গে মোদির এত বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান কীভাবে চালকের আসনে চলে এল? এটা বিশ্বগুরু ভাবমূর্তির বড় পরাজয়।' যদিও সাউথ ব্লক এই বিতর্কে কান না দিয়ে নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

ইরানের নব্য সুপ্রিম লিডার মোজতবা খামেনেই স্পষ্ট বলে রেখেছেন, তাঁদের হাত এখনও

- ইরানে আটকে থাকা হাজার হাজার ভারতীয়কে ঘরে ফেরাতে মরিয়া দিল্লি
- ইরান ও ওমান পথে জাহাজ চলাচলে ট্যাক্স বসানোর ফন্দি আঁটছে। কর বসলে ভারতে তেলের দাম আকাশ ছোঁবে
- ৯ এপ্রিল তড়িঘড়ি আরব আমিরশাহি সফরে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর

'ট্রিগারেই' আছে। অন্যদিকে ইজরায়েলও লেবাননে হামলা থামাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। ফলে ১০ এপ্রিলের ইসলামাবাদ বৈঠকই ঠিক করে দেবে মধ্যপ্রাচ্যে তেলের বাজার ঠান্ডা হবে, নাকি যুদ্ধের দাবানল আরও বাড়বে। আপাতত তেলের বাজার আর প্রবাসীদের রক্ষা করতে দিল্লিতে এখন টানটান উত্তেজনা।

বুথফেরত সমীক্ষায় রাশে কড়া নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার কেরল, অসম এবং পুদুচেরির বিধানসভা ভোট। তার ২৪ ঘণ্টা আগে বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ৯ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত কোনওপ্রকার বুথফেরত সমীক্ষা বা এগজিট পোল করা যাবে না, তার ফলাফলও প্রকাশ করা যাবে না। এই নির্দেশ না মানলে শাস্তির কোপে পড়তে হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। কেরল, অসম, পুদুচেরির পাশাপাশি কর্ণাটকের দেবাঙ্গিরি

আজ ভোট কেরল, অসমে

দক্ষিণ, বাগালকোট, নাগাল্যান্ডের কোরিডাং, ত্রিপুরার ধর্মনগরেও উপনির্বাচন হবে বৃহস্পতিবার।

তবে গোয়ার পোন্ডা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন বাতিল করে দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট। বিধানসভার মেয়াদ যেহেতু আর এক বছরও বাকি নেই তাই এই উপনির্বাচন নিষ্প্রয়োজন বলে জানিয়েছে হাইকোর্ট। ২৩ এপ্রিল তামিলনাড়ুতে ভোট। পশ্চিমবঙ্গে ভোট দুই দফায়, ২৩ ও ২৯ এপ্রিল। সমস্ত বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হবে ৪ মে। অসমে মোট ভোটার প্রায় আড়াই কোটি। হিমন্ত বিশ্বশর্মা, গৌরব গগৈ, বদরুদ্দিন আজমল, অখিল গগৈ সহ মোট ৭২২ জনের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। অন্যদিকে কেরলের ২.৭ কোটিরও বেশি ভোটার ৮৯০ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। পুদুচেরির ৩০টি আসনে মোট ২৯৪ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন সাড়ে ৯ লক্ষ ভোটার।

ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে ভোটকেন্দ্রে যাচ্ছেন ভোটকর্মীরা। বুধবার কামরূপে।

কেন্দ্রকে কড়া বার্তা শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : ধর্মের আড়ালে কি আসলে কুসংস্কারের চাষ হচ্ছে? শবরীমালা মন্দিরে ১০ থেকে ৫০ বছর বয়সি মহিলাদের প্রবেশাধিকার নিয়ে চলা দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে বুধবার এমনই প্রশ্ন তুলে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সলিসিটর জেনারেলকে মনে করিয়ে দেওয়া হল সতীদাহ প্রথা আর নরবলির মতো বীভৎস আচারের কথা। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের সাফ কথা, কোনও ধর্মীয় প্রথা কুসংস্কার কি না, তা খতিয়ে দেখার পূর্ণ অধিকার আদালতের রয়েছে। এই লড়াইয়ে কেবল আইনসভার সিদ্ধান্তই 'শেষ কথা' হতে পারে না। আদালত সাফ জানিয়েছে, এই ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ে কেবল আইনসভার সিদ্ধান্তই 'শেষ কথা' হিসাবে তারা মেনে নেবে না।

শুনানিতে কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা যুক্তি দেন, বিচারপতিরা আইনের বিশেষজ্ঞ হতে পারেন, কিন্তু ধর্মের বিষয়ে তাঁদের গভীর পাণ্ডিত্য নেই। জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা হয়তো ধর্ম বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু ডাকিনীবিদ্যা, নরবলি কিংবা সতীদাহ প্রথার মতো প্রথা যদি বিচারব্যবস্থার বিবেককে নাড়িয়ে দেয়, তবে আদালত তাতে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে।' বিচারপতি

শবরীমালা মামলা

জয়মাল্য বাগচীও প্রশ্ন করেন, ধর্মের নামে যদি ডাইনিপ্রথা চালানো হয়, তবে কি সেটাকেও কুসংস্কার বলা হবে না। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে যেকোনও বিতর্কিত প্রথা পর্যালোচনা করা বিচারবিভাগের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। ২০১৮ সালে সব বয়সের মহিলাদের প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল শীর্ষ আদালত।

জ্ঞানেশ প্রস্তাব খারিজ আপত্তি বিরোধীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে আনা 'মোশন ফর রিমুভাল' খারিজ হওয়াকে ঘিরে দেশের রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। বুধবার দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে একাধিক বিরোধী দল একসুরে এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে অভিযোগ করে, এটি শুধু একটি প্রস্তাব বাতিল নয়, বরং সংবিধান নির্ধারিত ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়াকেই স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক মনু সিংভি, তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ, আরজেডির মনোজ ঝা, আপের সন্দীপ পাঠক, ডিএমকের যোগেশ এবং এনসিপি (শারদ পাওয়ার গোষ্ঠী)-র রাজীব ঝা।

সাংবাদিক সম্মেলনে সিংভি বলেন, 'লোকসভা ও রাজ্যসভার প্রিসাইডিং অফিসারদের দেওয়া অর্ডার প্রায় এক এবং এই নীতি অনুসরণ করা হলে ভবিষ্যতে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধেই ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হবে না।' তাঁর কথায়, 'যখন জবাবদিহিতাকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এড়িয়ে যাওয়া হয়, তখন গণতন্ত্রই কার্যত ইমপিচড হয়ে যায়।'

তিনি অভিযোগ করেন, সংবিধান যে বহুস্তরীয় প্রক্রিয়ার কথা বলে, প্রাথমিক গ্রহণযোগ্যতা, বিচারিক কমিটি গঠন, অভিযোগ নির্ধারণ, রিপোর্ট জমা, সংসদীয় বিতর্ক সবকিছুকেই একধাপে নামিয়ে আনা হয়েছে। প্রথম স্তরেই প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ার ফলে পরবর্তী সমস্ত স্তর, বিশেষ করে স্বাধীন কমিটির মাধ্যমে নিরপেক্ষ তদন্তের সুযোগ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সিংভির দাবি, প্রিসাইডিং অফিসাররা প্রাথমিক পর্যায়ে যাচাইয়ের সীমা অতিক্রম করে সরাসরি অভিযোগের গুণগত দিক বিচার করেছেন, যা একপ্রকার 'মিনি ট্রায়াল'। তাঁর কথায়, 'শুরুতেই যদি বিচার করে ফেলা হয়, তাহলে সংবিধানের গোটা কাঠামোকেই অস্বীকার করা হয়।' সিংভি আরও বলেন, 'এই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে সব পদ্ধতি মেনে চলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তা সম্পূর্ণ অসত্য।' প্রাথমিকভাবে যাচাই করার কথা ছিল কতজন সাংসদ সই করেছেন, অভিযোগের ভিত্তি কতটা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু সেই সব খতিয়ে দেখার আগেই পুরো নোটিশ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে, যা তাঁর মতে পুরোপুরি অসাংবিধানিক। সংসদের ভূমিকা এখানে কার্যত অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং নির্ধারিত কমিটির বিষয়টিও বিবেচনায় আনা হয়নি বলে বিরোধীদের অভিযোগ।

রাজ্যের রিপোর্ট চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাথমিক শিক্ষকের বেশ কিছু পদে নিয়োগ আটকে রয়েছে আইনি জটিলতায়। রাজ্যের অন্যান্য জেলায় যেখানে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে, সেখানে শুধুমাত্র এই জেলাতেই কয়েকশো যোগ্য প্রার্থী আজও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এই দীর্ঘসূত্রিতার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি প্রশ্ন তুলেছে, রাজ্য সরকার কি মানবিক ও প্রশাসনিক দিক বিবেচনা করে এই প্রার্থীদের নিয়োগ দিতে প্রস্তুত?

বুধবার বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি অতুল এল চন্দুরকরের বেঞ্চ মামলার শুনানিতে জানিয়েছে, আদালত আর দেরি সহ্য করতে নারাজ। রাজ্য সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে বলা হয়েছে। ১৩ মে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হলেও, তার আগেই রাজ্যকে জানাতে হবে, তারা কি এই দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা সমস্যার সমাধানে এগোতে রাজি, নাকি আইনি লড়াই আরও জটিল হবে।

আদালতের পর্যবেক্ষণেও রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত। বিচারপতি মাহেশ্বরী স্পষ্ট জানান, যদি রাজ্য এই প্রার্থীদের নিয়োগে রাজি না হয়, তাহলে আদালত মেধার ভিত্তিতে এই মামলার পূর্ণাঙ্গ শুনানি শুরু করতে পারে।

যুদ্ধবিরতি ঘোষণায় চাঙ্গা শেয়ার বাজার

মুম্বই, ৮ এপ্রিল : যুযুধান আমেরিকা এবং ইরান দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করায় চাঙ্গা হল ভারতীয় শেয়ার বাজার। একদিনে লগ্নিকারীদের সম্পদ বাড়ল প্রায় ১৭ লক্ষ কোটি টাকার।

ভারতীয় সময় গতকাল রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর থেকেই বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম কমতে শুরু করে। এদিন ব্যারেল প্রতি তেলের দাম ১০০ ডলারের নীচে নেমে এসেছে। যার প্রভাবে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে লক্ষণীয় উত্থান হয়েছে। একইভাবে উত্থান হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। এদিন বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ২৯৪৬.৩২ (+৩.৯৫ শতাংশ) বেড়ে পৌঁছেছে ৭৭৫৬২.৯০ পয়েন্টে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৮৭৩.৭ পয়েন্ট (+৩.৭৮ শতাংশ) উঠে থিতু হয়েছে ২৩৯৯৭.৩৫ পয়েন্টে। শুধু প্রধান এই দুই সূচক নয়, ছোট-বড় সব ক্ষেত্রের সূচকই এদিন ঊর্ধ্বমুখী ছিল।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, যুদ্ধের প্রভাব এবং অশোধিত তেলের দাম বাড়ায় প্রায় সব ক্ষেত্রের শেয়ারদর অনেকটাই কমেছিল। আশঙ্কা ছিল যুদ্ধ আরও দীর্ঘ হবে। যুদ্ধবিরতি হওয়ায় আশায় ভর করে শেয়ার বাজারে লগ্নিতে উৎসাহ দেখিয়েছেন লগ্নিকারীরা। এর পাশাপাশি, মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দামে বৃদ্ধিও শেয়ার বাজারের উত্থানে মদত দিয়েছে। সূচক বাড়লেও বেশি দামে শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা ঘরে তোলার প্রবণতা ফের শেয়ার বাজারে ধাক্কা দিতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেক বিশেষজ্ঞই।

এদিন এপ্রিলের ঋণ নীতি ঘোষণা করেছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। প্রত্যাশা মতোই রেপো রেট ৫.২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এর পাশাপশি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৯ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

রেপো রেট অপরিবর্তিত

পূর্বাভাস অনুযায়ী প্রথম থেকে চতুর্থ কোয়ার্টারে জিডিপি বৃদ্ধির হার হতে পারে যথাক্রমে ৬.৮ শতাংশ, ৬.৭ শতাংশ, ৭ শতাংশ এবং ৭.২ শতাংশ। বাড়ানো হয়েছে মূল্যবৃদ্ধির হারের পূর্বাভাসও। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির হার ৪.৬ শতাংশ হতে পারে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১.২৫ শতাংশ রেপো রেট কমানো হলেও তারপর থেকে তা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

এদিন যেসব সংস্থার শেয়ারদর উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল শ্রীরাম ফিন্যান্স (৯.৯৪ শতাংশ), আদানি এন্টারপ্রাইজ (৮.৫৯ শতাংশ), টিএমপিভি (৮.৪৪ শতাংশ) ইত্যাদি।

নীতীশ মেন্টর, নয়া ছক

পাটনা, ৮ এপ্রিল : আগামী ১০ এপ্রিল রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন নীতীশ কুমার। আর তার আগেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে তাঁর ইস্তফা দেওয়া কার্যত সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু গদি ছাড়লেও বিহারের রাজনীতির রিমোট কন্ট্রোল যে তাঁর হাতেই থাকছে, তা একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলল জনতা দল ইউনাইটেড। নীতীশ-পরবর্তী যুগে দলের অন্দরে ক্ষমতার মসৃণ হস্তান্তরের জন্য ইতিমধ্যেই এক নিশ্ছিদ্র ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছে জেডিইউ। দলীয় সূত্রে খবর, নীতীশের ছেলে নিশান্ত কুমারকে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী করে তাঁর হাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হতে পারে। আর সরকারিভাবে মুখ্যমন্ত্রীর পদে না থাকলেও পিছন থেকে 'মেন্টর' বা অভিভাবকের ভূমিকায় বিহারের নয়া সরকার চালাবেন স্বয়ং সুশাসন বাবু। জেডিইউয়ের অন্দরের খবর, এই নয়া ছকের মূল উদ্দেশ্য একটাই, বিহারে বিজেপির 'হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা' রুখে দেওয়া এবং নীতীশের দীর্ঘ দুই দশকের নিজস্ব শাসনকাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ক্ষমতা হস্তান্তর হলেও বিজেপির যাতে একক আধিপত্য কায়েম না হয়, সেই সতর্কতা থেকেই এই আগাম ঘুঁটি সাজাচ্ছে জেডিইউ। এনডিএ সূত্র জানাচ্ছে, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ১৫ থেকে ২০ এপ্রিলের মধ্যে বিহারে নতুন সরকার শপথ নিতে পারে।

ইতিমধ্যেই জেডিইউ নেতৃত্ব দলের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের নিশান্ত কুমারের প্রতি আস্থাশীল হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই নিশান্তের রাজনৈতিক সক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। শীর্ষ নেতা, বিধায়ক থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে তাঁর এই নিবিড় জনসংযোগ আদতে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের এক প্রচ্ছন্ন বার্তা। জেডিইউয়ের এক নেতার কথায়, উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব নিলেও নিশান্তকে নীতীশ কুমারের ছায়ায় থেকেই ধাপে ধাপে তৈরি করা হবে, যাতে বাবার নামের ভারে তিনি চাপা না পড়েন। দলের নবীন ও প্রবীণ প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজটাই এখন নিশান্তের প্রধান লক্ষ্য।

মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়ার পর নীতীশ কুমারের নতুন ঠিকানা হতে চলেছে পাটনার ৭ সার্কুলার রোডের বাসভবন। সেখান থেকেই তিনি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং তাঁর স্বপ্নের স্কিমগুলোর ওপর কড়া নজরদারি চালাবেন। জেডিইউ স্পষ্ট করে দিয়েছে, নতুন এনডিএ সরকারকে নীতীশের 'থ্রি-সি' (ক্রাইম, কোরাপশন এবং কমিউনালিজম) অর্থাৎ অপরাধ, দুর্নীতি এবং সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপস না করার নীতি মেনেই চলতে হবে। আগামী দিনে বিহারের মসনদে বিজেপির সম্রাট চৌধুরী বা নিত্যানন্দ রাই, যিনিই মুখ্যমন্ত্রী হন, তাঁকে নীতীশের কাজের ধরন এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির মানসিকতা বুঝেই পা ফেলতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে চূড়ান্ত সতর্কতা

ওপার বাংলায় হামে মৃত্যু শতাধিক শিশুর

ঢাকা ও কলকাতা, ৮ এপ্রিল : বাংলাদেশে হামের সংক্রমণ ভয়াবহ আকার নিয়েছে। ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে শতাধিক শিশুর। এই বিপর্যয়কে সেদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবথেকে প্রাণঘাতী পর্যায় বলে মনে করা হচ্ছে।

হামের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা প্রথম নজরে আসে গত ১৫ মার্চ। এ পর্যন্ত সন্দেহভাজন সংক্রমণের সংখ্যা ৭,৫০০ ছাড়িয়েছে এবং নিশ্চিত আক্রান্তের সংখ্যা ৯০০-র বেশি, যা গত বছরের তুলনায় বহুগুণ বেশি। মৃত্যুর পরিসংখ্যান নিয়ে তথ্যের কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ১০০-র বেশি মৃত্যুর কথা বলা হলেও, বাংলাদেশের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেসের উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু রিপোর্টে এই সংখ্যা ১১৮ বলে সুনির্দিষ্টভাবে দাবি করা হয়েছে। আক্রান্তদের বেশিরভাগই শিশু, বিশেষ করে পাঁচ বছরের কম বয়সিরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

এই মহামারির পিছনে একাধিক গভীর ও পদ্ধতিগত সংকটের কথা তুলে ধরেছেন বিশেষজ্ঞরা। হাম শিশুদের মধ্যে দ্রুত ফুসফুসে ভয়াবহ নিউমোনিয়া এবং মস্তিষ্কে প্রাণঘাতী প্রদাহ বা এনসেফালাইটিস তৈরি হচ্ছে, যা মৃত্যুর প্রধান কারণ। বিশেষ করে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের ক্ষেত্রে এই জটিলতা আরও মারাত্মক হয়। স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর শাহরিয়ার সাজ্জাদের মতে, সংক্রমণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ৯ মাসের কম বয়সি শিশু। এই বয়সের শিশুরা টিকার প্রথম ডোজ পাওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠার আগেই আক্রান্ত হচ্ছে, যা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে গিয়েছে।

ডাক্তারদের নজরে কারণ

- নিয়মিত টিকাকরণ কর্মসূচিতে দীর্ঘস্থায়ী বিচ্যুতি ও অভাব
- নিউমোনিয়া ও মস্তিষ্কের মারাত্মক সংক্রমণজনিত জটিলতা
- শিশুদের অপুষ্টি এবং শারীরিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস
- পরিবহণ ও চিকিৎসা পরিষেবার সীমাবদ্ধতা

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংকটের মূলে রয়েছে টিকাকরণ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় বড় ধরনের বিচ্যুতি। ২০২০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে কোনও বিশেষ টিকাকরণ অভিযান হয়নি। তার ওপর ২০২৪ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের কারণে নিয়মিত ইমিউনাইজেশন কর্মসূচিও ব্যাহত হয়েছে। প্রাক্তন ডিজিজ কন্ট্রোল ডিরেক্টর বেনজির আহমেদ বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ভ্যাকসিন সংক্রান্ত প্রকল্প বন্ধ হওয়ায় সংকট তৈরি হয় এবং নতুন ক্রয় পদ্ধতিতে টিকার ঘাটতি দেখা দেয়।' ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স সতর্ক করে বলেছেন, 'টিকাদানই শিশুদের বেঁচে থাকার মূল ভিত্তি। বর্তমান প্রাদুর্ভাব শিশুদের মারাত্মক বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ইতিমধ্যে কঠোর সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতে এমআর ভ্যাকসিনের কভারেজ ৯৩ শতাংশের ওপরে থাকায় একটি শক্তিশালী 'হার্ড ইমিউনিটি' তৈরি হয়েছে, তবুও সীমান্ত পেরিয়ে ভাইরাসের অনুপ্রবেশের আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

নেতাজি বয়েজ প্রাথমিকের ঋষি বারুই পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকায় সকলের নজর কেড়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণির এই পড়ুয়ার আগ্রহে খুশি স্কুলের শিক্ষকরা।

শত্রুতার জেরে সংঘর্ষে জখম ৩

ইসলামপুর, ৮ এপ্রিল : পুরোনো শত্রুতার জেরে সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন তিনজন। একজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর পুরসভার সোনাখোদা এলাকায়। জানা গিয়েছে, জরুরি কাজের জন্য শাহ আলম সহ আরও কয়েকজন বাড়ি থেকে বিডিও অফিসে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সোনাখোদার তিস্তা ব্রিজ এলাকায় তাঁদের পথ আটকে রড, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়। এই হামলায় শাহ আলম সহ তিনজন গুরুতর জখম হন। অভিযোগ, শাহ আলমের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে চিকিৎসা শুরু হলেও আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রায় ছয় মাস আগে বাড়ির সীমানা প্রাচীরকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। তারই জেরে এদিনকার ঘটনা। ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সভা করবেন ওয়াইসি, কবীর

ইসলামপুর, ৮ এপ্রিল : আগামী ১০ এপ্রিল ইসলামপুরে জনসভা করবে আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। সভায় উপস্থিত থাকবেন মিমের নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এবং জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীর। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কর্মসূচির কথা জানান আম জনতা উন্নয়ন পার্টির উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি আলতামাস চৌধুরী। তিনি জানান, ইসলামপুর বিধানসভার জিরোপানি রহতপুর ময়দানে সভা হবে। আয়োজকদের দাবি, দুই নেতা হেলিকপ্টারে করে সভাস্থলে পৌঁছাবেন। মাঠের পাশেই হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উনুনে হচ্ছে মিড-ডে মিল

ইসলামপুর, ৮ এপ্রিল : রান্নার গ্যাস না থাকায় মিড-ডে মিলের রান্না হচ্ছে উনুনে। শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার ক্ষুদিরামপল্লি সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে গ্যাস না থাকায় বুধবার মিড-ডে মিলের রান্না হয়েছে খড়ির উনুনে। মিড-ডে মিলের রাঁধুনিরা বলছেন, আমরা তিন-চারদিন ধরে এইভাবেই রান্না করছি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুব্রতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছি যাতে গ্যাস পাওয়া যায়। কিন্তু না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে গ্যাসের বদলে খড়ির উনুনে রান্না করতে হচ্ছে।'

মেয়রের রাতযাপন

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বুধবার ভোট প্রচারে মহানন্দার ওপারে পৌঁছালেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব। এদিন সাতসকালে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি প্রচার সারেন। দুপুরে খানিক বিরতির পর একই ওয়ার্ডের পোকাইজোত এলাকায় পুনরায় বাড়ি বাড়ি প্রচার করেন। সেইসঙ্গে ছোট সভাও করেন। রাত ৯টা পর্যন্ত টানা প্রচার শেষে ওই ওয়ার্ডের স্থানীয় এক বাসিন্দার বাড়িতে পৌঁছে যান। খাওয়াদাওয়া শেষে রাতে সেখানেই থাকেন তিনি। বৃহস্পতিবারও সকাল থেকে ওই ওয়ার্ডে একাধিক প্রচার কর্মসূচি রয়েছে।

মাঠ পরিদর্শন

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : মোদির সভাকে কেন্দ্র করে বুধবার কাওয়াখালির মাঠ পরিদর্শন করল এসপিজি। এছাড়াও এদিন মাটিগাড়ার চা রিসর্টেও পুলিশ প্রশাসনের তরফে বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। নিয়ে যাওয়া হয় ডগ স্কোয়াডও। পুলিশ সূত্রে খবর, চা রিসর্টেও হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া কাওয়াখালির মাঠেও তিনটে হেলিপ্যাড বানানো হয়েছে। মোদি ওই চা রিসর্ট থেকেই সভায় আসবেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ৮ এপ্রিল : এসআইআর-এর নামে বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে বুধবার এসইউসিআইয়ের ইসলামপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয় বলে জানান সংগঠনের সম্পাদক সুজনকৃষ্ণ পাল।

মেয়র হয়ে আয় বেড়েছে গৌতমের

২০২০-'২১ অর্থবর্ষে আয় ১০ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৭১ টাকা

স্ত্রীর আয় ৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৫১ টাকা

অস্থাবর সম্পত্তি ৯৩ লক্ষ ৯ হাজার ৪৪৭ টাকা ৪৪ পয়সা

২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে আয় ১৮ লক্ষ ২ হাজার ৮৩০ টাকা

অস্থাবর সম্পত্তি ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬ হাজার ৭৩৬ টাকা

স্ত্রীর অস্থাবর সম্পত্তি ৪৯ লক্ষ ৭২ হাজার ৩২৩ টাকা

২০২২ সালে সোনা ছিল ৬০ গ্রাম

এখন বেড়ে হয়েছে ১৬০ গ্রাম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : মন্ত্রী থাকাকালীন যা বার্ষিক আয় ছিল, সেই তুলনায় বর্তমানে আয় বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। সম্পত্তিও বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ। নির্বাচন কমিশনে পেশ করা হলফনামা অনুযায়ী শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেবের সম্পত্তির হিসাব এমনই চমকপ্রদ। একজন পূর্ণমন্ত্রীর চেয়ে একজন মেয়রের আয় বেশি কীভাবে হল, সেই প্রশ্ন উঠছে।

নিজের পেশা হিসাবে এবার হলফনামায় গৌতম নিজেকে সমাজসেবী এবং আইনজীবী বলে উল্লেখ করেছেন। ২০২১ সালে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর সময় গৌতম নিজেকে পেশায় সমাজকর্মী এবং রাজনীতিক হিসাবে দেখিয়েছিলেন।

শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন, 'মন্ত্রী থাকাকালীন যে বার্ষিক আয় ছিল, মেয়র হওয়ার পর তাঁর বার্ষিক আয় তার থেকে কীভাবে বাড়ে? উনি নিজেকে আইনজীবী বলে দাবি করেছেন, কিন্তু কোনও দিন তাঁকে আদালতে দেখা যায় না। তাহলে পুরনিগমে বিভিন্ন সময় যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছে, খোদ একজন মেয়র পারিষদ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই বলেছেন, সেটাই কি ঠিক? এটা গৌতম দেবকেই স্পষ্ট করতে হবে।' গৌতম অবশ্য দাবি করেছেন, 'আমি ১০ বছর মন্ত্রী ছিলাম। সেই আয় আছে। কোনও দুর্নীতি আমাকে স্পর্শ করে না। আমি সততার সঙ্গে কাজ করি। এর বাইরে কিছু জানার থাকলে বিজেপি জেনে নিক। ওদের অনেক এজেন্সি রয়েছে।'

> আমি ১০ বছর মন্ত্রী ছিলাম। সেই আয় আছে। কোনও দুর্নীতি আমাকে স্পর্শ করে না। আমি সততার সঙ্গে কাজ করি।
>
> -গৌতম দেব
>
> তিনি নিজেকে আইনজীবী বলে দাবি করছেন। ওঁকে কোনও দিন আদালতে ওকালতি করতে দেখিনি। তাহলে ওঁর এই রোজগারের উৎস কী?
>
> -শংকর ঘোষ

গৌতম তৃণমূলের উত্তরবঙ্গের দাপুটে নেতা। ২০১১ সাল থেকে পরপর দু'বার রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী হয়েছেন। ২০১১ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং ২০১৬ সালে দ্বিতীয়বার জিতে পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে পরাজিত হওয়ায় দল তাঁকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক পদে বসায়। পরের বছর পুরনিগমে তিনি ভোটে প্রার্থী হন। তাঁর নেতৃত্বে তৃণমূল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পুর বোর্ড দখল করেছে।

পুরভোটের সময় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে গৌতম যে হলফনামা দিয়েছিলেন সেখানে ২০২০-'২১ অর্থবর্ষে তাঁর আয় দেখানো হয় ১০ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৭১ টাকা। ওই বছর তাঁর স্ত্রীর আয় দেখানো হয়েছিল ৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৫১ টাকা। সেই হলফনামা অনুযায়ী গৌতমের অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৯৩ লক্ষ ৯ হাজার ৪৪৭ টাকা ৪৪ পয়সা। গৌতম এবার শিলিগুড়ি বিধানসভা থেকে প্রার্থী হয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের কাছে হলফনামায় নিজের সম্পত্তির হিসাব দেখিয়েছেন। সেই হলফনামায় দেখা যাচ্ছে, মন্ত্রিত্ব যাওয়ার পর গৌতমের বার্ষিক আয় অনেকটাই বেড়েছে। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে আয় বেড়ে হয়েছে ১৮ লক্ষ ২ হাজার ৮৩০ টাকা। হলফনামা অনুযায়ী গৌতমের অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬ হাজার ৭৩৬ টাকা ৩৩ পয়সা হয়েছে। তাঁর স্ত্রীর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৪৯ লক্ষ ৭২ হাজার ৩২৩ টাকা ১৯ পয়সা। অর্থাৎ হিসাবই বলছে যে, দুজনেরই অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ গত চার বছরে অনেকটাই বেড়েছে। ২০২২ সালে গৌতমের কাছে ৬০ গ্রাম সোনা ছিল। এখন পরিমাণ বেড়ে ১৬০ গ্রাম হয়েছে।

বিজেপির বিধায়ক শংকরের প্রশ্ন, 'হলফনামা অনুযায়ী মন্ত্রী থাকাকালীন গৌতমবাবুর যা আয় ছিল, এখন মেয়র হয়ে তার চেয়ে আয় অনেকটাই বেড়েছে। এটা কীভাবে সম্ভব? উনি নিজেকে সমাজকর্মী এবং আইনজীবী বলে দাবি করছেন। সমাজসেবা আয়ের উৎস হতে পারে না। আর ওঁকে কোনও দিন আদালতে ওকালতি করতে দেখিনি। তাহলে ওঁর এই রোজগারের উৎস কী?'

ইসলামপুর সরগরম

বিজেপি নেতার বাড়িতে মশাল ছোড়ার অভিযোগ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৮ এপ্রিল : ইসলামপুর শহরে বিজেপি নেতার বাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির। মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনা নিয়ে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আলিনগর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, দলের যুব মোর্চার ইসলামপুর টাউন মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ বণিকের বাড়িতে গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা ভেন্টিলেটার দিয়ে মশাল ছুড়ে দেয়। এর ফলে ঘরের ভেতরে থাকা আসবাবপত্রে আগুন লেগে যায় এবং ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান ঘরে থাকা এক বয়স্ক মহিলা। পরিবারের দাবি, এই হামলার মূল লক্ষ্য ছিলেন সৌরভ। তিনি কিছুদিন আগেও ওই ঘরেই থাকতেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করেই এই হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

ওই এলাকায় বিজেপির লাগানো পোস্টার ও পতাকা ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগও উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বুধবার এলাকায় পৌঁছান বিজেপি প্রার্থী চিত্রজিৎ রায়। সেখানে উপস্থিত হন ওয়ার্ড কাউন্সিলার তৃণমূলের গুরুদাস সাহা। চিত্রজিৎ ও গুরুদাস দুজনেই এলাকায় শান্তি রাখার বিষয়ে সহমত হন। যদিও চিত্রজিৎ বলেন, 'তৃণমূল মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরাই পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। পুলিশকে জানানো হয়েছে। ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যেতে পারত। শান্ত শহরকে অশান্ত করার চেষ্টা চলছে।'

অন্যদিকে গুরুদাস বলেন, 'যারাই এই অপরাধ করেছে তা নিন্দনীয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেছিল। ফলে তদন্তকারীরা তদন্ত করে দেখলেই প্রকৃত সত্য সামনে চলে আসবে। কিন্তু অপরাধী চিহ্নিত হওয়ার আগে এই ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করলে তা দুর্ভাগ্যজনক। ঘরে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ছিল। সেটি ফাটলে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটত। রাজনীতি করতে হলে আমিও তো বলতে পারি, ঘটনাটি সাজানো।'

ইসলামপুর শহরে ভোটের সময় রাজনৈতিক হানাহানির নজির নেই বললেই চলে। কিন্তু এদিনকার ঘটনা রাজনৈতিক জল্পনা উসকে দেওয়ায় এলাকার পরিবেশ থমথমে ছিল। এলাকার বাসিন্দারাও দ্রুত অপরাধী কে বা কারা তা চিহ্নিত করে কড়া আইনি পদক্ষেপ করার দাবি তুলেছেন। সৌরভ অবশ্য বলেছেন, 'যে ঘটনা আমার বাড়িতে ঘটানো হয়েছে তা উদ্বেগের। ভোটের মুখে আমাদের দলীয় পোস্টার ছেঁড়া ও আমার বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনার পিছনে বড় ষড়যন্ত্র রয়েছে।' গুরুদাসের সংযোজন, 'আমিও চাই এই ষড়যন্ত্রের পিছনে কারা রয়েছে তাদের খুঁজে বের করা হোক। তার আগে রাজনৈতিক রং চড়িয়ে উত্তেজনা ছড়ানো অনুচিত।'

- ইসলামপুর শহরে ভোটের সময় রাজনৈতিক হিংসার নজির নেই
- মঙ্গলবার রাতে বিজেপি নেতার বাড়িতে মশাল ছোড়া হয়
- প্রার্থী চিত্রজিৎ রায় ও ওয়ার্ড কাউন্সিলার গুরুদাস সাহা চান শান্তি বজায় থাকুক

চৈত্র সেলের বেচাকেনা। বুধবার মহাবীরস্থানে। ছবি : সূত্রধর

তৃণমূলের ছাত্র-যুব'র গোষ্ঠীবিরোধ প্রকাশ্যে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : ভোটের মুখে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র ও যুব সংগঠনের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। একই ইস্যুতে আন্দোলনে নেমেও, দুটি সংগঠনের সদস্যরা পরস্পরের ছায়া মারাচ্ছেন না। দুই সংগঠনের এমন বিরোধ ভোটের মুখে চিন্তা বাড়িয়েছে দলীয় নেতৃত্বের। একটি পথ দুর্ঘটনাকে সামনে রেখে বিজেপি যুব মোর্চার এক নেতার গ্রেপ্তারির দাবিতে বুধবার বিকালে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও তৃণমূল যুব শিলিগুড়ি থানার সামনে বিক্ষোভে শামিল হয়। দুটি সংগঠনের কর্মসূচির মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র আধঘণ্টা। প্রথমে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সে সময় সেখানে হাজির হন তৃণমূল যুবর সদস্যরা। যা দেখতে পেয়েই ছাত্র নেতারা ব্যানার গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যান। যা নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এর আগেও তৃণমূলের শাখা সংগঠনগুলির গোষ্ঠীকোন্দল একাধিকবার সামনে এসেছে। অভিযোগ, ছাত্র ও যুব সংগঠন দলের আলাদা লবি নিয়ন্ত্রণ করছে। বর্তমানে ছাত্র সংগঠনকে প্রাক্তন এক জেলা যুব সভাপতি মদত দিচ্ছেন বলে দলীয় সূত্রেই খবর। সেই প্রাক্তন জেলা সভাপতি একটা সময় ছাত্র সংগঠনের সভাপতিও ছিলেন। অন্যদিকে, বর্তমান যুব নেতৃত্বকে পেছন থেকে মদত দিচ্ছেন এক কাউন্সিলার। ওই কাউন্সিলারের সঙ্গে প্রাক্তন যুব সভাপতির পদ নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা অজানা নয় দলের কারও।

- একই ইস্যুতে পৃথক আন্দোলন তৃণমূলের দুই সংগঠনের, ফের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে
- যুব নেতাদের দেখে ব্যানার গুটিয়ে চলে যান ছাত্র নেতারা, ভোটের মুখে অস্বস্তিতে দল
- দলের দুটি লবি পরিচালনা করছে ছাত্র ও যুব সংগঠনকে, দ্বন্দ্ব মানতে নারাজ নেতৃত্ব

যদিও আন্দোলন একসঙ্গে হয়েছে বলে প্রথমে দাবি করলেও, পরবর্তীতে নিজের বক্তব্য পালটে নতুন যুক্তি সাজান জেলা তৃণমূল যুবর সভাপতি জয়ব্রত মুখুটি। তাঁর যুক্তি, 'বিক্ষোভ কর্মসূচি যাতে বেশিক্ষণ ধরে চলে, তার জন্য পৃথকভাবে কর্মসূচি করা হয়। একজনের পক্ষে কতক্ষণ আর স্লোগান দেওয়া সম্ভব?' তাঁরই আবার বক্তব্য ছিল, 'আন্দোলন আলাদাভাবে করিনি, সবটা একসঙ্গে হয়েছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কিছুক্ষণ আগে পৌঁছেছে, আমরা কিছুক্ষণ পরে। এখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনও বিষয় নেই।' অন্যদিকে, জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি তনয় তালুকদার বলেন, 'যুব আন্দোলন করেছে, সে বিষয়ে আমার কাছে খবর নেই। আমরা আমাদের মতো করে আন্দোলন করেছি। নিজেদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই।'

দুই সংগঠন একই সময় থানার সামনে থাকলেও কেন একসঙ্গে আন্দোলন হল না? তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক সদস্য বলেন, 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয় নেতাদের। আমরা সংগঠনের হয়ে কাজ করি। যুব সংগঠনের নেতাদের দেখে দাদারা বেরিয়ে গেলেন। তাই আমরাও বেরিয়ে গিয়েছি।' ভোটের মুখে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসায় ঢোক গিলছে দলীয় নেতৃত্ব। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই বলে দাবি তৃণমূলের দার্জিলিং জেলার চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রয়ালের। তাঁর বক্তব্য, 'যে কোনও আন্দোলনই পৃথকভাবে করে শাখা সংগঠনগুলি। দলীয় ব্যানারে কোনও কর্মসূচি হলে সেক্ষেত্রে শাখা সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে লড়াই করে।'

নজর কাড়ছে ট্রেন্ডি কাশ্মীরি চুড়ি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের হাতে প্রথম এই ধরনের চুড়ি দেখেছিল সবাই। সোনালি অথবা রুপোলি রংয়ের মেটালের চুড়ি, তার সঙ্গে লাগানো রয়েছে ঘুঙুর। আবার কারও হাতে দেখা যায় রঙিন কাচের চুড়ির মাঝে মাঝে এক-দুটি করে এই ধরনের ঘুঙুর দেওয়া চুড়ি। অল্পবয়সি মেয়েদের এই ধরনের চুড়িগুলি বেশ নজর কাড়ে। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে সকলে জানতে পারে এই চুড়িগুলির পোশাকি নাম কাশ্মীরি চুড়ি। তারপর থেকে ভাইরাল এই কাশ্মীরি চুড়ি।

ভিডিও থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে অনেকে সরস্বতীপুজোর আগে দোকানে গিয়ে এই চুড়িগুলির খোঁজ করেছিলেন। তবে সেইসময় বাজারে কারও কাছে এই চুড়িগুলি সেরকম ছিল না। তবে চাহিদা থাকায় ব্যবসায়ীরা কয়েকদিন পর এই চুড়িগুলি বাজারে নিয়ে এসেছিলেন। ইদে এই কাশ্মীরি চুড়ির বেশ চাহিদা ছিল। এই চুড়িগুলো শাড়ি, সালোয়ার তো বটেই ইন্দো ওয়েস্টার্ন পোশাকের সঙ্গে পরলেও বেশ মানায়। একঘেয়ে কাচ বা মেটালের চুড়ির বদলে এই ফিউশন মেয়েরা বেশ পছন্দ করছে।

বিধান মার্কেটে একটি দোকানে কাশ্মীরি চুড়ি হাতে নিয়ে দেখছিলেন নবনীতা দত্ত। হালকা ঘুঙুরের আওয়াজ তাঁর বেশ ভালোই লাগছিল। চুড়ি দেখতে দেখতে তিনি বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করেন, 'এই চুড়ি কি কাশ্মীর থেকে আসে?' খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বিক্রেতা জানান, না, কাশ্মীর থেকে আসে না। নবনীতা পালটা প্রশ্ন করেন, 'তবে এর নাম কাশ্মীরি চুড়ি কেন?' যদিও এই প্রশ্নের উত্তর বিক্রেতার কাছে ছিল না। মহাবীরস্থানের এক ব্যবসায়ী সরোজ শা বলছিলেন, 'মেয়েরা দোকানে এসে এই চুড়ির খোঁজ করত। চুড়িগুলো আনার পর বিক্রিও হয়েছে প্রচুর। ঘুঙুর বসানো চুড়িগুলি আলাদা প্যাকেটে আসে, কাচের চুড়িগুলো আলাদা আসে। প্রথমে একটা ঘুঙুর বসানো চুড়ি, তারপর চারটে কাচের চুড়ি, ফের একটা ঘুঙুর বসানো চুড়ি। এভাবে কাশ্মীরি চুড়ি বানানো হয়।' তিনি আরও জানান, ৩০০-৩৫০ টাকায় ১৬টি চুড়ি দিয়ে তৈরি এই সেটগুলি বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে ১২টি কাচের এবং ৪টি মেটালের ঘুঙুর দেওয়া চুড়ি থাকে।

> মেয়েরা দোকানে এসে এই চুড়ির খোঁজ করত। চুড়িগুলো আনার পর বিক্রিও হয়েছে প্রচুর। প্রথমে একটা ঘুঙুর বসানো চুড়ি, তারপর চারটে কাচের চুড়ি, ফের একটা ঘুঙুর বসানো চুড়ি। এভাবে কাশ্মীরি চুড়ি বানানো হয়।
>
> -সরোজ শা
> মহাবীরস্থানের এক ব্যবসায়ী

এই দোকান থেকে দরাদরি করে ২৫০ টাকায় চুড়ি কিনলেন শহরবাসী শ্রীতমা পাল। তাঁর কথায়, 'এই চুড়ি এখন খুব ট্রেন্ডি। আমি আগেই কিনতে চেয়েছিলাম, তখন পাইনি। নববর্ষের জন্য সালোয়ার কিনতে বাজারে এসেছিলাম। সালোয়ারের সঙ্গে এই চুড়ি খুব মানানসই।' বিধান মার্কেটের এক ব্যবসায়ী বাপি ঘোষ জানান, দিল্লি-মুম্বই থেকে চুড়িগুলি আসে। তবে চুড়িগুলো মূলত ফিরোজাবাদে তৈরি হয়। তিনি আরও বলেন, 'প্রথমদিকে মেয়েরা মোবাইলে চুড়ির ছবি নিয়ে এসে দেখাত। এই চুড়ির এখন খুব চাহিদা। তবে, গ্যাসের সংকটে কাচের চুড়ির উৎপাদন কমে গিয়েছে শুনেছি। অর্ডার দিয়েও এখন আনাতে পারছি না।'

টাওয়ার নিয়ে উত্তেজনা

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : বাড়ির ছাদে মোবাইল টাওয়ার লাগানোকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল ডাবগ্রাম-২'এর নরেশ মোড় সংলগ্ন পূর্ব চয়নপাড়ায়। ক্ষোভে রাস্তা অবরোধ করেন এলাকাবাসীরা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে রাস্তা অবরুদ্ধ থাকার ফলে সমস্যায় পড়েন পথচলতিরা। পরবর্তীতে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সুষেণ রায় কারও সঙ্গে আলোচনা না করে এবং কোনও এনওসি না নিয়েই বাড়ির ছাদে মোবাইল টাওয়ার বসাচ্ছেন। স্থানীয়দের আশঙ্কা, টাওয়ার বসালে মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এলাকার গৌতম মজুমদার বলেন, 'প্রথমটায় আমরা বুঝতে পারিনি। পরে দেখলাম মোবাইলের টাওয়ার বসছে। আমরা প্রতিবাদ জানাই। তবে তাঁর কোনও হেলদোল নেই। অবশেষে আমরা আজ পথ অবরোধে শামিল হই।' দীর্ঘক্ষণের পথ অবরোধের পর পুলিশের হস্তক্ষেপে এবং আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয়রা। আর ডাবগ্রাম-২'এর পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার বলেন, 'টাওয়ারের কাজ ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

উজ্জ্বলের বাড়িতে বিজেপি প্রার্থী

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : ভোটের জয়-পরাজয় কি বামেদের ভোটের উপর নির্ভরশীল? ভোটের আগে থেকেই তৃণমূল এবং বিজেপি প্রার্থী প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বামেদের প্রশংসা করায় এই প্রশ্ন উঠছে। যা নতুন করে বুধবার উসকে দিলেন বিজেপির শংকর ঘোষ সিপিআই নেতা উজ্জ্বল চৌধুরীর বাড়িতে পা রেখে। তবে তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে, তা নিয়ে শংকর মুখ খোলেননি। তিনি শুধু বলেন, 'রাজনৈতিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিগত সম্পর্ক। অনেক দিনের পরিচিত। সেই সুবাদেই ভোটের সময় রাজনৈতিক কিছু কথা হয়েছে।' উজ্জ্বলের দাবি, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি থেকে এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিলেও রাজনীতি নিয়ে কোনও কথা হয়নি। তাঁর শারীরিক অসুস্থতার খোঁজ নিয়েছেন শংকর।

শিলিগুড়ির বাম আন্দোলনে একসময় সামনের সারিতে দেখা যেত সিপিআই নেতা উজ্জ্বল চৌধুরীকে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অসুস্থ। ডায়ালিসিস করাতে হয়। দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে চাইলেও, সিপিআই তাঁকে দলের ট্রেড ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি করে রেখেছে। এদিন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার করার সময় হঠাৎই উজ্জ্বলের বাড়িতে ঢুকে পড়েন শংকর। বিজেপি প্রার্থীকে সামনে পেয়ে ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন স্থানীয় বাসিন্দা প্রিয়াংকা সাহা। পরিবারের সকলের নাম থাকলেও তাঁর নাম কেন কাটা গেল বুঝতে পারছেন না প্রিয়াংকা। শংকর তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন শুধু।

> শংকরের বিরুদ্ধে পুলিশের সুয়োমোটো মামলা

অন্যদিকে, তৃণমূলের পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগে সোমবার তদন্ত করতে যাওয়া পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির ওসি নির্মলকুমার দাসের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় শংকরের। যার প্রেক্ষিতে শংকরের বিরুদ্ধে সুয়োমোটোয় মামলা করেছে পুলিশ। যদিও শংকরের দাবি, তিনি পুলিশ কি না জানতেন না। তাছাড়া পুলিশের পোশাকে ছিলেন না। তাঁর অভিযোগ, 'বিজেপির প্রচুর পোস্টার ছেঁড়া হয়েছে। অভিযোগ দায়ের হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিরপেক্ষতা নিয়ে কমিশনকে জানাব।' তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব বলেন, 'একটা রাজনৈতিক দল এভাবে নোংরামি করছে, মানুষের নজরে আনলাম। পুলিশও দেখুক।' অন্যদিকে, এদিন তাঁর পাঁচ বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন শংকর। কিছুদিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান তুলে ধরবেন বলে জানান।

পৃথিবীর পাঠশালা

শরীরের ভেতরে হাড়ের জাল

চিকিৎসাবিজ্ঞানে ফাইব্রো ডিসপ্লাসিয়া অসিফিকান্স প্রগ্রেসিভা নামের একটি বিরল রোগ আছে যা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। এই রোগে আক্রান্ত মানুষের শরীরের পেশি, লিগামেন্ট এবং টিস্যু ধীরে ধীরে শক্ত হাড়ে পরিণত হতে শুরু করে। শরীরে কোথাও আঘাত লাগলে তা সেরে ওঠার বদলে সেখানে নতুন হাড় গজিয়ে যায়। একসময় পুরো শরীরটা যেন একটা জ্যান্ত পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়, যেখানে মানুষ নড়াচড়াও করতে পারে না। বিখ্যাত রোগীর কঙ্কালটি ফিলাডেলফিয়ার মিউজিয়ামে রাখা আছে, যা দেখে বোঝা যায় কীভাবে পেশির ওপর জালের মতো হাড় গজিয়ে শরীরকে বন্দি করে ফেলেছিল।

মস্তিষ্কের এক আজব খেলা

মাথায় চোট পাওয়ার পর হঠাৎ যদি কেউ অচেনা বিদেশি উচ্চারণে কথা বলতে শুরু করেন, তবে কেমন লাগবে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নরওয়ের এক মহিলা বোমার আঘাতে মাথায় চোট পান। সুস্থ হওয়ার পর দেখা যায়, তিনি নরওয়েজীয় ভাষাই বলছেন, কিন্তু তাঁর উচ্চারণ একদম জার্মানদের মতো হয়ে গিয়েছে। এর ফলে তাঁকে গুপ্তচর ভেবে অনেকে ভুল করেছিল। মস্তিষ্কের স্পিচ সেন্টারে সূক্ষ্ম আঘাত লাগলে জিভ এবং ঠোঁটের পেশির নড়াচড়ায় পরিবর্তন আসে, ফলে মাতৃভাষা বললেও তা স্প্যানিশ বা ফ্রেঞ্চ উচ্চারণের মতো শোনায়। এটি কোনও ভান নয়, বরং স্নায়ুর এক অদ্ভুত নিউরোলজিক্যাল কন্ডিশন।

স্মৃতি থেকে শহর আঁকা

লন্ডনের স্টিফেন উইল্টশায়ার একজন অটিস্টিক আর্টিস্ট। কিন্তু তাঁর এক অতিমানবিক ক্ষমতা আছে। তিনি একটি হেলিকপ্টারে করে কোনও শহরের ওপর দিয়ে মাত্র একবার ঘুরে আসেন। এরপর একটি বিশাল ক্যানভাসে পুরো শহরের নিখুঁত থ্রি-ডি ছবি কেবল নিজের স্মৃতি থেকে এঁকে ফেলেন। নিউইয়র্ক, রোম থেকে শুরু করে

টোকিও— সব শহরের প্রতিটি বিল্ডিং, রাস্তা এমনকি জানলার সংখ্যা পর্যন্ত তিনি নিখুঁতভাবে মনে রেখে আঁকতে পারেন। তাঁর মস্তিষ্ক অনেকটা হাই-ডেফিনেশন ক্যামেরার মতো কাজ করে, যা চোখের পলকে দৃশ্য ফ্রেমবন্দি করে নেয়। মানব মস্তিষ্কের এমন অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য ক্ষমতা বিজ্ঞানীদেরও অবাক করেছে।

হলিউডকে হার মানানোর গল্প

ফ্র্যাঙ্ক অ্যাবাগনেল মাত্র একুশ বছর বয়সের আগে যা করেছিলেন তা হলিউডের চিত্রনাট্যকেও হার মানায়। তিনি জাল চেক দিয়ে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার চুরি করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি পাইলটের নকল ইউনিফর্ম পরে সারাবিশ্ব বিনামূল্যে ঘুরেছিলেন। ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে কখনও তিনি এক হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার সেজেছিলেন, আবার কখনও জাল ডিগ্রি বানিয়ে রীতিমতো আইনি লড়াইও

লড়েছিলেন। অবশেষে ধরা পড়ার পর তাঁর বুদ্ধিমত্তা দেখে পুলিশ তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের জালিয়াতি বিভাগের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করে। তাঁর জীবন নিয়েই হলিউডে বিখ্যাত সিনেমা তৈরি হয়েছিল।

ভোট নিয়ে নিরুত্তাপ ধুবড়ি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

ধুবড়ি, ৮ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে কোচবিহারে যখন মিটিং-মিছিলে শাসক-বিরোধী তর্জা তুঙ্গে, তখন নিম্ন অসমে দেখা গেল- ভোট নিয়ে ধুবড়িবাসী নির্বিকার। দেখা নেই পতাকা, ফ্লেক্স, ব্যানারের। চোখে পড়ছে না দেওয়াল লিখনও। রাত পোহালে অসমে বিধানসভা নির্বাচন। ধুবড়ি জেলায় গোলকগঞ্জ, গৌরীপুর, ধুবড়ি, বিলাসীপাড়া, বীরসিংজারুয়া সমেত পাঁচটি বিধানসভা আসনে ভোট।

সেখানকার শাসকদল বিজেপি যখন উন্নয়ন নিয়ে বিরোধীদের বিঁধছে, তখন বিরোধী দল কংগ্রেস ও অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ) জুবিন গর্গের ন্যায়ের দাবি, বাঙালি মুসলিমদের উচ্ছেদ অভিযান, ব্রহ্মপুত্র নদীভাঙন এবং বেকারত্ব ইস্যু নিয়ে কোণঠাসা করতে চাইছে শাসককে।

বুধবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লক ঘেঁষা অসমের ধুবড়ি জেলার ছাগলিয়া থেকে ভাইবাজার আগমনী, হালাকুরা, গোলকগঞ্জ ধরে যাত্রাপথে দেখা মিলল না কোনও দলের পতাকা, ফ্লেক্স, ব্যানার। চোখে পড়ল না দেওয়াল লিখনও। শেষমেশ গোলকগঞ্জ বাজার এলাকায় গিয়ে দেখা মিলল গুটিকয়েক বিজেপি পতাকা ও গোলকগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অশ্বিনীকুমার সরকারের একটি দেওয়াল লিখন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতেই বোঝা গেল, ভোট নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনও উৎসাহ নেই। গতবার এই গোলকগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে জিতেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। এছাড়া গৌরীপুর, ধুবড়ি ও বিলাসীপাড়া পশ্চিম ও পূর্ব আসনে জিতেছিলেন এআইইউডিএফ প্রার্থীরা। এমনকি গত লোকসভা ভোটে ধুবড়ি আসনে দেশের মধ্যে রেকর্ড সংখ্যক ভোটে জিতেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী রাকিবুল হোসেন।

গোলকগঞ্জ বাজারে দেখা মিলল বয়স্ক নগেন্দ্রনাথ বর্মনের। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'শাসকদলের পাল্লাই ভারী। বিরোধীদের তো সেভাবে নজরে পড়ছে না।' জানা গেল, গোলকগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে সেভাবে কোনও দলেরই তেমন মিটিং-মিছিল বা বড় কোনও জনসভা হয়নি। শাসকদল দু'-একটি সভা করলেও অন্যান্য দল করেনি বললেই চলে। বিজেপি প্রার্থী অশ্বিনীকুমার সরকার বলছেন, 'বিরোধীদের লোক নেই, প্রচার করবে কী করে?' কংগ্রেস প্রার্থী কার্তিকচন্দ্র রায় বলেন, 'ব্যানার-ফেস্টুন বড় কথা নয়, আমরা বুথে বুথে প্রচার সেরেছি।' যদিও অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ) প্রার্থী জমশের তালুকদার কোনও মন্তব্য করতে চাননি। আগমনী বাজারের দুই বাসিন্দার প্রতিক্রিয়া, গোলকগঞ্জ একাধিকবার বিভিন্ন দলের বিধায়ক পেয়েছে। কিন্তু আজও তাঁদের উচ্চশিক্ষায় চিলারায় বিশ্ববিদ্যালয়, গঙ্গাধর নদীভাঙন, বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো মূল দাবিগুলি অধরাই থেকে গিয়েছে।

২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে প্রায় ৩ লক্ষ পর্যটক

ভিড়ের রেকর্ড ভাঙল দার্জিলিং

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : দেশ-বিদেশের পর্যটক আসার নয়া রেকর্ড দার্জিলিংয়ে। গত দু'বছরের রেকর্ড ভেঙে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে দার্জিলিংয়ে মোট পর্যটকের আগমন হয় ২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩১৯ জনের। এরমধ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ৩ হাজার ৯৯৬। যা বিগত দু'বছরের থেকে অনেকটাই বেশি। পাহাড়ের পর্যটনে এই নতুন রেকর্ড স্থানীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। দার্জিলিংয়ের পর্যটনের আকর্ষণ বিশ্ববাসীর কাছে কীভাবে আরও বেশি করে বাড়ানো যাবে, সেদিকে নজর দিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা পর্যটনমন্ত্রকের মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন। এর উত্তরে দার্জিলিংয়ে পর্যটকের পরিসংখ্যান দেওয়ার পাশাপাশি পর্যটন নিয়ে আসন্ন পরিকল্পনা নিয়েও মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে।

পাহাড়ের রানি দার্জিলিংকে দেখতে আসার জন্য প্রতিবছর প্রচুর পর্যটক ঘুরতে আসেন। বিশেষ করে ইউনেসকো স্বীকৃত হেরিটেজ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) টানে পর্যটকদের ভিড় বাড়ে। পর্যটনমন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে দার্জিলিংয়ে ঘুরতে আসা দেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৬৯ এবং বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৭০৭। তা বেড়ে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে দেশি পর্যটকের সংখ্যা হয় ১ লক্ষ ৮৪

হাজার ৪৭৬ এবং বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ৩ হাজার ১২৪। পুরোনো অর্থবর্ষের রেকর্ড ভেঙে দিয়ে নতুন মাইলস্টোন দার্জিলিং পর্যটনে। বিশেষ করে পর্যটকদের মধ্যে টয়ট্রেনে আকর্ষণ ছিল চোখে পড়ার মতো। টয়ট্রেনের যাত্রী সংখ্যাও বিগত বছরগুলো থেকে অনেকটাই বেড়েছে। এমনকি পর্যটনমন্ত্রকের তরফেও ডিএইচআর-এর ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। টয়ট্রেনের এই আকর্ষণ যাতে পর্যটকদের জন্য আরও বাড়ে সেজন্য বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও আলোচনা করা হচ্ছে বলে ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানিয়েছেন।

পাহাড়ের পর্যটনে পর্যটকদের নতুন ডেস্টিনেশনের সন্ধান দেওয়া, স্থানীয় খাবার ও সংস্কৃতি তুলে ধরা হলে এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশাবাদী পর্যটন ব্যবসায়ী রাজ বসু।

জ্ঞানেশের রোষে পর্যবেক্ষক

অপসারণে খুশি সব দল

কলকাতা ও কোচবিহার, ৮ এপ্রিল : রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষকর্তারা এর আগে বহুবার নির্বাচন কমিশনের ধমক খেয়েছেন। বাদ যাননি মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়াল ও পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। এবার কমিশন নিযুক্ত পর্যবেক্ষকের ওপরও শাস্তির খাঁড়া নামল। বাংলায় ২৯৪টি কেন্দ্রের মধ্যে প্রথম কোচবিহার দক্ষিণ আসনে পর্যবেক্ষককে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।

কর্তব্যে গাফিলতি ও তথ্যগত ঘাটতির অভিযোগে তাঁকে অপসারিত করা হয়েছে বলে কমিশন জানিয়েছে। তবে শুধু এই কারণে নয়, খোদ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে তর্কাতর্কি ও মুখের ওপর কথা বলার খেসারত ওই পর্যবেক্ষককে দিতে হল বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ভিডিও কনফারেন্স চলাকালীন ওই ঘটনা ঘটে।

নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের উপস্থিতিতে আচমকাই ছন্দপতন হয় জ্ঞানেশ কুমারের একটি অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্নে ২৬ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক প্রবীণ আমলা হোঁচট খাওয়ায়। প্রশ্নটি ছিল নিতান্তই সাদামাঠা- 'আপনার দায়িত্বে থাকা এলাকায় মোট বুথ কত?' কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ পর্যবেক্ষক অনুরাগ যাদব এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি। এলাকার তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা দেখে মেজাজ হারান জ্ঞানেশ। ২০০০ ব্যাচের উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের সিনিয়ার আইএএস অফিসার অনুরাগকে সরাসরি বাড়ি চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে ভর্ৎসনা করেন তিনি। এরপরই শুরু হয় যোগী-রাজ্যের ওই আমলা বনাম মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নজিরবিহীন সংঘাত। সর্বসমক্ষে তিরস্কার মেনে নিতে পারেননি ওই প্রবীণ আমলা। আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় তিনি ভরা বৈঠকে পালটা জবাব দেন।

স্পষ্ট ভাষায় অনুরাগ জানিয়ে দেন, আড়াই দশক ধরে তিনি অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে সরকারি কাজ করছেন, তাঁর সঙ্গে এভাবে কথা বলা অনুচিত। এই প্রতিবাদের মাশুল তাঁকে দ্রুত চোকাতে হয়। ওই তপ্ত বাক্যবিনিময়ের রেশ কাটতে না কাটতেই অনুরাগকে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অনুরাগ বিভিন্ন সময় প্রশাসনিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। এখন তিনি উত্তরপ্রদেশ সরকারের আইটি ও ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি।

আশ্চর্যের বিষয় হল, প্রায় সব রাজনৈতিক দল এই প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের পাশে দাঁড়িয়েছে। কমিশনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছে দলগুলি। এমনকি যে তৃণমূলের সঙ্গে কমিশনের আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক, সেই দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বুধবার বলেন, 'এই অবজার্ভারের অত্যাচারে আমরাও অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলাম। তবে এখন বুঝতে পারছি, তিনি নিজেও কতটা চাপে ছিলেন। কোচবিহার দক্ষিণে আরও কঠিন অবস্থা করে দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনার তাঁকে চাপ দিচ্ছিলেন। সে কারণেই তাঁকে সরানো হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।'

বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, 'কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রে এতটাই সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যে, আমাদের

- কোচবিহার দক্ষিণের সাধারণ পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন অনুরাগ যাদব
- তাঁর কেন্দ্রে কত বুথ, উত্তর দিতে পারেননি অনুরাগ
- এলাকার তথ্য না জানায় তাঁর উপর মেজাজ হারান জ্ঞানেশ কুমার
- আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় পালটা জবাব দেন অনুরাগ

প্রার্থী প্রচারে বের হলেই হয় তাঁর উপরে হামলা করা হচ্ছে, নাহলে অবরোধ করে তাঁর গাড়ি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখা হচ্ছে। আমরা ওই অবজার্ভার ও প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েছি। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। আমাদের ধারণা, সেকারণেই তাঁকে সরানো হয়েছে।'

সিপিএমের কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের এরিয়া কমিটির সদস্য দেবজ্যোতি গোস্বামীর কথায়, 'কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রে বিরোধী দলের উপর লাগাতার আক্রমণ হচ্ছে। কিন্তু ওই পর্যবেক্ষক সেটা বন্ধ করতে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছিলেন।' কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকারের ভাষায়, 'কোচবিহার দক্ষিণে আমাদের প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়েও হুমকি দেওয়া হয়েছে। সেকারণে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পাহারা দিয়ে আমাদের প্রার্থীকে নিয়ে গিয়েছে।'

বৃষ্টিস্নাত পথে হেঁটে যাওয়া। বুধবার সিমলায়। -পিটিআই

হুমকি বিতর্কে যুব মোর্চার নেতা

প্রথম পাতার পর

বাইকের লেগ গার্ডে ধাক্কা মারে। ঘটনায় আমি রাস্তায় পড়ে জ্ঞান হারাই। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরতে দেখি কয়েকজন জড়ো হয়েছেন। মিথিলেশ শা নামে এক বন্ধু আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। যদিও আমি পুলিশের অপেক্ষা করছিলাম। ওই সময় দেখি গাড়ির থেকে এক তরুণ বের হন। ওই তরুণ কাছে এসে আমায় দেখতে থাকেন। তখনই পুলিশভ্যান চলে আসে। আমি পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ওই তরুণ গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যান। ঝামেলার পড়ে যাওয়ার কথা বলে মিথিলেশ আমার বাইকেই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে বাড়ি দিয়ে যায়।'

ডায়েরির বয়ানে লেখা রয়েছে, সৌরভ নিজে ফোন করে হুমকি দিয়েছেন। যদিও সংবাদমাধ্যমের কাছে নীরজ দাবি করেছেন, 'বুধবার সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর বন্ধুর থেকে জানতে পারি, ওই তরুণ বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি সৌরভ বসু সরকার। বন্ধু আমাকে জানায়, সৌরভের সঙ্গে পরিচিতি থাকায় আমার বাইক ঠিক করার জন্য সে অনুরোধ করেছিল। যদিও সৌরভ হুমকি দিয়ে বলে, আর একবার ফোন করলে পুলিশ দিয়ে আমাকে জেলে ঢোকাবে।' প্রশ্ন উঠছে, নীরজ নিজেই কি ডায়েরি লিখেছেন, নাকি পেছনে রাজনৈতিক কোনও ইন্ধন রয়েছে?

বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সুর চড়িয়েছেন সৌরভ। নীরজের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছেন, 'ওই তরুণ অত্যন্ত মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। নিজেই বাইক নিয়ে পড়ে গিয়েছেন। যে মিথিলেশের কথা উনি বলছেন, তিনি আমার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক। আমি মিথিলেশকে বলি, ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মিথিলেশ সেইমতো তাঁকে নিয়ে যায়। চিকিৎসক জানান, শরীরে বিশেষ কোনও চোট নেই। প্রাথমিক শুশ্রূষার পর ছেড়ে দেওয়ায় মিথিলেশ ওঁকে বাড়িতে দিয়ে আসে। রাতে ওর বন্ধু ফোন করে টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি কেন টাকা দিতে যাব? কাকে টাকা দিতে যাব?' তৃণমূলের যুব-ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাঁর পালটা বক্তব্য, 'রাতে কলেজের সামনে কারা মদ খায়, সে সবকিছুই আমার জানা রয়েছে।'

জেলমুক্তি নিয়ে চর্চা

প্রথম পাতার পর

আইনি মারপ্যাঁচের চেয়েও নজর কাড়ছে এই জামিনের প্রেক্ষাপট। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন একেবারে শিয়রে। এমন উত্তপ্ত আবহে এক বন্দির জেলের বাইরে আসাকে নিছক সমাপতন বলে অনেকেই মানতে নারাজ। একসময় সুদীপ্ত সেন পরিচালিত গোষ্ঠীর সংবাদমাধ্যমের অন্যতম শীর্ষকর্তা ছিলেন কুণাল ঘোষ, যিনি এবার বেলেঘাটা কেন্দ্রের শাসকদলের প্রার্থী।

২০১৩ সালে কেলেঙ্কারি ফাঁসের পর সুদীপ্ত এবং কুণালের সম্পর্ক তিক্ততার চরমে পৌঁছেছিল। নিজেকে ষড়যন্ত্রের শিকার বলে দাবি করেছিলেন কুণাল। বুধবার প্রাক্তন বসের জামিনের খবর শুনে মেপে কথা বলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'এর মধ্যে রাজনীতির রং নেই, পুরোটাই আইনি বিষয়।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর আস্থাভাজন সুদীপ্ত সেন। তাঁকে জামিন পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা প্রশাসনই করেছে। মুখ্যমন্ত্রী একদিকে সুদীপ্তকে, অন্যদিকে যিনি বলেছিলেন সারদার সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী মুখ্যমন্ত্রী, তাঁকে পাশে রাখুন।'

২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে কাশ্মীর উপত্যকার বরফঘেরা সোনমার্গে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সারদা গোষ্ঠীর কর্ণধার সুদীপ্ত। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য। পথে বসেছিলেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ খেটে খাওয়া মানুষ। আজ যখন ভোটের উত্তাপে ফুটছে রাজ্য, তখন সেই অভিশপ্ত ইতিহাসের অন্যতম 'খলনায়ক'-এর জামিন পুরোনো ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার বদলে নতুন বিতর্কের জন্ম দিল। সাধারণ মানুষের লুট হওয়া ঘামের টাকা কি আদৌ কোনওদিন ফেরত আসবে নাকি ভোটের বাজারে এই মুক্তি নতুন রাজনৈতিক তাস হয়ে উঠবে, সেই প্রশ্ন এখন আমজনতার।

ট্রিগারে হাত ইরানের

প্রথম পাতার পর

শরিফ এবং জেনারেল মুনিরকে 'প্রিয় ভাই' সম্বোধন করে তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ভ্রাতৃত্বপূর্ণ অনুরোধ মেনে আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছি আমরা।' পরে শাহবাজ জানান, ১০ এপ্রিল ইসলামাবাদে দু'দেশের প্রতিনিধিদল চূড়ান্ত শান্তি আলোচনায় মুখোমুখি হবে। কূটনৈতিক মধ্যস্থতাকারী হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হল, উভয়পক্ষের আস্থা অর্জন। ইরানের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সুবিধা হল, তাদের মধ্যে দীর্ঘ ৯০০ কিলোমিটারের সীমান্ত এবং ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক।

তেহরান বর্তমানে তার প্রতিবেশী আরব দেশগুলির ওপর ভরসা করতে পারছে না তাদের সঙ্গে আমেরিকার সুসম্পর্ক থাকায়। কিন্তু পাকিস্তানের নিরপেক্ষ অবস্থান তেহরানের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। আমেরিকাও গত এক বছরে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তানি সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে পছন্দ করেন এবং তাঁকে 'ফেভারিট ফিল্ড মার্শাল' অভিহিত করেছেন।

মুনিরের সঙ্গে মার্কিন ও ইরানি প্রতিরক্ষা বিভাগের উচ্চপর্যায়ের সরাসরি যোগাযোগ আলোচনার পথ প্রশস্ত করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি চিন পর্দার আড়াল থেকে পাকিস্তানকে সমর্থন জুগিয়েছে। পাকিস্তানের এই কূটনৈতিক জয়কে বিশেষজ্ঞরা 'বিশাল সাফল্য' মনে করলে যুদ্ধবিরতির স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। কেন না, যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরেও ইরানি হামলার আশঙ্কায় কুয়েত, বাহরিন, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় ছিল। সব দেশেই অনবরত বেজেছে সাইরেন।

কুয়েত ও সৌদি সেনার দাবি, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পরেও প্রতিবেশী দেশগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। তবে সবক'টি ক্ষেপণাস্ত্র মাঝআকাশে ধ্বংস করা হয়েছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর আবার এক বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করেছে, 'আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে দু'সপ্তাহের সংঘর্ষবিরতি লেবাননের জন্য প্রযোজ্য নয়।'

তেল আভিভের যুক্তি, লেবাননের হিজবুল্লা একটি আলাদা সংগঠন এবং তাদের হামলা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ইজরায়েলের সেনা অভিযান চলতে থাকবে। এই মনোভাব শাহবাজের পক্ষে নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা। কারণ তিনি দাবি করেছিলেন, এই যুদ্ধবিরতি 'লেবানন সহ সর্বত্র' কার্যকর হবে। ফলে ১০ এপ্রিলের ইসলামাবাদের বৈঠকই ঠিক করে দেবে মধ্যপ্রাচ্য দীর্ঘস্থায়ী শান্তির মুখ দেখবে নাকি এই বিরতি শুধু আরও বড় ধ্বংসের প্রস্তুতি।

ভারতের বিদেশমন্ত্রক এই যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানিয়ে হরমুজ প্রণালীতে অবাধ বাণিজ্যের পরিবেশ বজায় থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেছে। তবে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এনিয়ে শুরু হয়েছে তর্জা। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এই ঘটনাকে মোদির 'ব্যক্তিগত কূটনীতির' ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন। তাঁর মতে, পাকিস্তান যখন মধ্যস্থতা করে বিশ্বমঞ্চে কৃতিত্ব নিচ্ছে, তখন ভারতের 'বিশ্বগুরু'র ভাবমূর্তি প্রশ্নের মুখে।

ঘরে কম্বলচাপা

প্রথম পাতার পর

শরীরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারার কোনও দাগও পাওয়া যায়নি। বুধবারই ওই মহিলার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবলীনার সঙ্গে অনিন্দ্য-র বছর বারো আগে বিয়ে হয়েছিল। তবে দুজনের পরিবারের কেউই শহর শিলিগুড়িতে থাকেন না। দেবলীনার পৈতৃক বাড়ি মালদায়। অনিন্দ্যর বাড়ি কলকাতায়। কাজের সূত্রে বিয়ের পর তাঁরা শিলিগুড়ির হালেরমাথার আবাসনে ফ্ল্যাট কিনে থাকতে শুরু করেন। তাঁদের সন্তান মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। অনিন্দ্য তাঁদের সন্তানকে দিদার বাড়িতেই রাখতে গিয়েছিল। তাঁকে এভাবে সন্তানকে নিয়ে আসতে দেখে দেবলীনার পরিবারের সদস্যরাও হতচকিত হয়ে যান। পরিবারের এক সদস্যের কথায়, 'অনিন্দ্য কী বলছে, আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না।' ইতিমধ্যেই দেবলীনার পরিবারের সদস্যরাও শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। পরিবারের সঙ্গে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, স্বামী-স্ত্রীয়ের মধ্যে ঠিক বনিবনা ছিল না। তাই দেবলীনার মৃত্যুর পেছনে পারিবারিক বিবাদই মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

মাটিগাড়া থানার এক পুলিশকর্তার কথায়, 'অনিন্দ্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই পুরো বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে।' এদিকে, ফ্ল্যাটে তিনদিন দেহ পড়ে থাকলেও আবাসনের প্রতিবেশীরা কোনও কিছু না জানায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই আবাসনের এক বাসিন্দার কথায়, 'আসলে কোন ফ্ল্যাটে কখন কে থাকছেন, সেটা বোঝা যায় না। সবাই নিজের মতো থাকেন। দুর্গন্ধ পাওয়া গেলেও এত বড় ঘটনা ঘটেছে, সেটা ভাবতেই পারিনি।' ওই পরিবারও তেমন মেলামেশা করত না বলেই দাবি আবাসিকদের।

প্রয়াত আবু হাসেম

মালদা, ৮ এপ্রিল : শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন গনি খানের ভাই আবু হাসেম খান চৌধুরী (ডালু)। কলকাতার

একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। বুধবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তাঁর মৃত্যুর খবর মালদায় পৌঁছাতেই রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে।

গনি খানের জীবদ্দশায় আবু হাসেম খান চৌধুরী কালিয়াচক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। আর গনির মৃত্যুর পর ২০০৬ সালে তিনি উপনির্বাচনে মালদা লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে সাংসদ হন। তিনি ২০২৪ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ মালদার সাংসদ ছিলেন। পরে তাঁর ছেলে ইশা খান চৌধুরী সেই আসন থেকে সাংসদ হয়েছেন। তিনি ইউপিএ সরকারে আমলে কেন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন।

বছরদুয়েক ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। কলকাতার নার্সিংহোমে গত দু'মাস ধরে চিকিৎসা চলছিল।

আমিও তো ভারতের নাগরিক...

প্রথম পাতার পর

আমার ঠাকুরদা ১৯৬৬ সাল থেকে কোচবিহার জেলার ভোটার। আমার মাধ্যমিক থেকে পিএইচডি'র সমস্ত নথি আছে।

আধার, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, ওবিসি সার্টিফিকেট- কী নেই আমার কাছে? আমাকে নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য আর কী করতে হবে- কেউ জানাননি। এসআইআর-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরাও নয়। সত্যি বলতে কী, আমি নিজেকে রাতভর যতই বোঝাই যে, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া মানে নাগরিকত্ব হারানো নয়... শেষপর্যন্ত নিজের মনের কাছে সব যুক্তি অসার লাগে।

এক মাস ধরে পড়াশোনা করতে পারছি না। কাজে মন বসাতে পারছি না। খেতে পারছি না। শুধু ভাবছি, ভবিষ্যতে আমার কী হবে? ভোটার তালিকা থেকে আমার নাম বাদ দেওয়ার কারণ নির্বাচন কমিশন আমাকে জানায়নি। আমার বাবা-মা দুজনেরই ২০০২ ও ২০২৬ সালের তালিকায় নাম রয়েছে। ভাইয়েরও নাম উঠেছে। বাদ শুধু আমি। কেন বাদ! আমার যতদূর মনে হয়, বাবার পদবির সঙ্গে মিসম্যাচের জন্য।

আমার সমস্ত নথিতে বাবার নাম মজিবর রহমান। আর বাবার নথিতে মজিবর মিঞা। নাম একই, পদবি ভিন্ন। এজন্য আমি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট দিয়ে জানিয়েছিলাম, উনিই আমার বাবা। সঙ্গে আরও যত নথি দেওয়া যায়, সব দিয়েছিলাম। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে আমার নাম ডিলিট করে দেওয়া হল।

কারা ডিলিট করলেন? সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত বিচারকরা। আমার একজন নাগরিক হিসেবে প্রশ্ন, কারও নাম বা পদবির ভুলের জন্য তাঁর ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যায়? আমি যত কেস স্টাডি করেছি, সেখানে বারবার বলা হয়েছে, সামান্য নাম-পদবি বা বানান ভুলের জন্য কারও ভোটাধিকার যায় না। অসমের 'ডি' ভোটারদের একাধিক কেস দেখলে তা স্পষ্ট হয়।

তাহলে বিচারকরা কোন গাইডলাইন মেনে আমার নাম বাদ দিলেন? এই প্রশ্ন আমার মতো আরও অনেকের। একজনও বৈধ নাগরিককে বাদ রেখে নাকি ভোট করানো উচিত না! তাহলে লক্ষ লক্ষ ভোটার, যাঁদের অধিকাংশই ম্যাপিং ভোটার, কারও ২০০২ সালে নাম ছিল, যাঁদের কারও বয়স আশি, কারও নব্বই- তাঁদের কেন নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হচ্ছে?

ট্রাইবিউনাল এখনও কোথাও কাজ শুরু করেছে বলে আমার জানা নেই। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আরও কয়েকটি রাজ্যে এসআইআর হয়েছে। কিন্তু অন্য কোনও রাজ্যে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' হয়নি। বাংলায় সেটা কেন করা হল? আমার পাড়ার এক পরিবারের তিনজনের নাম বাদ গিয়েছে। কেন বাদ? তাঁরা জানেনই না। গ্রামে এখন একটাই আতঙ্ক, 'ডিটেনশন ক্যাম্প'-এ নিয়ে যাবে না তো আমাদের? র‍্যাশন বন্ধ হয়ে যাবে না তো? ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেবে না তো!

নারায়ণকে নিয়ে ধোঁয়াশা, ফুঁসছেন সামি

ইডেনে হয়তো আজ বোলার গ্রিন

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : বৃষ্টির দৌলতে প্রথম পয়েন্ট প্রাপ্তি!

শুনতে হয়েছে 'এক পয়েন্ট দিয়ে দিলাম' কটাক্ষও! পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে খারাপ শুরু, ঘেঁটে যাওয়া স্ট্র্যাটেজির মাঝে বরুণদেব উদয় না হলে আদৌ পয়েন্টের খাতা কলকাতা নাইট রাইডার্স খুলতে পারত কি না, তর্ক চলতেই পারে। নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করতে একমাত্র 'দাওয়াই' জয়। বৃহস্পতিবার যে লক্ষ্য নিয়ে ফের মাঠে নামছে শাহরুখ খানের নাইটরা।

প্রতিপক্ষ লখনউ সুপার জায়েন্টস। ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সুবাদে 'সিটি অফ জয়' সেই অর্থে টিম লখনউয়ের দ্বিতীয় হোম। মহম্মদ সামির কাছে ইডেন গার্ডেন্স আবার ক্রিকেটীয় আঁতুড়। অজিত আগরকারদের ফের জবাব দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবেন না। অধিনায়কোচিত ইনিংসে গত ম্যাচে দলকে জিতিয়ে অক্সিজেন পেয়ে গিয়েছেন ঋষভ পন্থও।

নাইট শিবির সেখানে অনেকটাই অগোছাল। সব বিভাগেই প্রস্তুতির অভাব। স্বস্তি বলতে বোলার ক্যামেরন গ্রিনকে পাওয়ার সম্ভাবনা। প্রথম তিন ম্যাচে খেললেও বল করেননি। নাইট শিবিরের অন্দরমহলের খবর, আগামীকাল বলও করবেন। গ্রিনকে দ্বৈত ভূমিকায় পাওয়া গেলে দলের ভারসাম্য বাড়বে। সুবিধা হবে কম্বিনেশনেও। গ্রিন কিন্তু মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স নন। যদি বল করেনও ইডেনের ব্যাটিং সহায়ক পিচে কতটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবেন, বলা মুশকিল। টিম শাহরুখের মাথাব্যথা এই মুহূর্তে স্বয়ং অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে। 'নন প্লেয়িং ক্যাপ্টেন' কটাক্ষ আরও উসকে দিয়েছে মেঘলা আবহাওয়ায় পাঞ্জাব ম্যাচে টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত। ব্যাট হাতে ব্যর্থতার চাপ নেতৃত্বেও পড়ছে। আগামীকাল সাফল্য না পেলে চাপ আরও বাড়বে সন্দেহ। ধোঁয়াশা সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তীকে নিয়ে।

হঠাৎ অসুস্থতার কারণে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি নারায়ণ। বুধবারের অনুশীলনে লম্বা সময় বল করলেও আগামীকাল খেলছেনই বলা যাচ্ছে না। অপরদিকে আঙুলের চোট নিয়ে বরুণ এদিন বেশিরভাগ সময় ইন্ডোরেই কাটালেন। মাঠে ফেরার অপেক্ষা দীর্ঘ হচ্ছে রহস্য স্পিনারের।

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে নারায়ণের পরিবর্তে রোভমান পাওয়েলও আজ ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি লম্বা সময় বোলিংও করলেন। আগামীকাল সম্ভবত পাওয়েলেই ভরসা। বরুণ না খেললে বিকল্প ফের সম্ভবত নভদীপ সাইনিই। অবশ্য শেষপর্যন্ত কী দাঁড়াবে নাইট একাদশের চেহারা বলা মুশকিল। নাইট ব্রিগেডের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে টস পর্যন্ত অপেক্ষার বার্তা! সাংবাদিক সম্মেলনে তরুণ পেসার কার্তিক ত্যাগীও টিম কম্বিনেশন, চোটআঘাত নিয়ে সমস্ত

দুই দলের অনুশীলন শেষ হওয়ার পরই কলকাতায় শুরু হল বৃষ্টি। ঢেকে ফেলা হয় পিচ সহ ইডেন গার্ডেন্সের মাঠ। বুধবার।

প্রশ্নকে কার্যত 'ডাক' করলেন।

শোনালেন শাহরুখের উৎসাহ, বোলিং কোচ ডোয়েন ব্রাভোর পরামর্শকে ঠিকঠাক কাজে লাগিয়ে পেস ব্রিগেডকে ভরসা জোগানোর কথা। যদিও ব্লেসিং মুজারাবানি, বৈভব অরোরা, অনুকূল রায়রা আগামীকাল মিচেল মার্শ, নিকোলাস পুরান, আইডেন মার্করামরা কতটা চ্যালেঞ্জে ফেলতে পারবেন, সেটাই দেখার। নাইট ব্যাটারদের জন্য থাকছে সামি, আবেশ খান, স্পিনার দিগবেশ রাঠির সঙ্গে মায়াঙ্ক যাদবের এক্সপ্রেস গতির চ্যালেঞ্জ। যা সামলাতে রিঙ্কু সিংকে কি আরও আগে ব্যাটিং অর্ডারে দেখা যাবে?

ঘুরেফিরে সামি। লখনউয়ের দ্বৈরথেও বৃষ্টি খলনায়ক হিসেবে হাজির হওয়ার পূর্বাভাস। আশা-আশঙ্কার সেই দোলাচল নিয়ে যখন দুই দল হোটেলের পথে, তখন গোটা মাঠ সাদা কভারে মোড়া। কভারের ওপর জমে রয়েছে জল।

আগামীকাল? প্রতিপক্ষ স্পিন বোলিং কোচের গলায় নাইটদের নিয়ে সমীহের সুর থাকলেও নন্দনকাননে কান পাতলে এই মুহূর্তে একটাই ফিশফিশানি-বৃষ্টিই একমাত্র পয়েন্ট এনে দিতে পারে কেকেআর-কে! লক্ষ্মীবারে জোড়া পয়েন্ট তুলে নিয়ে সমালোচকদের জবাব কি দিতে পারবেন অ্যালেন-রাহানেরা? প্রশ্নটাকে সঙ্গে নিয়ে কালকের ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকা।

পয়া ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের পরীক্ষা নিতে তৈরি হচ্ছেন মহম্মদ সামি। ছবি : ডি মণ্ডল

নাইটদের 'থ্রেট' হতে পারেন সামি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : টুকরো টুকরো কিছু ছবি! কোথাও অতীত বনাম বর্তমানের জমাটি ক্রিকেট আড্ডা। আবার কোথাও বা প্রাক্তন ও বর্তমান নাইটদের খুনশুটি, মেলবন্ধনও বলা যেতে পারে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের অঙ্গকৃষ রঘুবংশীকে দেখে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন লখনউয়ের বোলিং কোচ ভরত অরুণ। যিনি নাইটদেরও প্রাক্তন বোলিং কোচ।

জমাটি আড্ডার পাশে ক্রিকেটীয় স্কিলে শান দেওয়া। সঙ্গে বৃষ্টি নিয়ে স্ট্র্যাটেজি কষা। বৃহস্পতি-সন্ধ্যাতেও কলকাতায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বুধবার সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সেও বৃষ্টি হয়েছে ঝমঝমিয়ে। বৃষ্টির কারণেই দুই দলের অনুশীলন ঘণ্টা দেড়েক পরই শেষ হয়ে যায়। তার মাঝেই দেখা গিয়েছে চমকপ্রদ একটি দৃশ্য। ছন্দ হারিয়ে ফেলা কেকেআরের তুরুপের তাস সুনীল নারায়ণের সঙ্গে পিচের ধারে দীর্ঘসময় কথা বলছিলেন প্রাক্তন নাইট কার্ল ক্রো।

সেই ক্রো, যিনি নারায়ণের ক্রিকেট কেরিয়ারের সবচেয়ে কঠিন সময় তাঁর পাশে ছিলেন। অবৈধ বোলিং অ্যাকশনে অভিযুক্ত নারায়ণকে আগামীর দিশা দিয়েছিলেন। সেই সুনীল এখন অতীতের ছায়া মাত্র। একেবারেই ছন্দে নেই। যদিও আজ সন্ধ্যার ইডেনে বৃষ্টি শুরুর আগে নেটে বোলিং করেছেন। জানা গিয়েছে, আচমকা পেটে ব্যথা শুরু হওয়ার কারণে পাঞ্জাব ম্যাচে খেলা হয়নি তাঁর। বড় অঘটন না হলে আগামীকাল লখনউ ম্যাচে ফিরতে চলেছেন নারায়ণ। কিন্তু বরুণ চক্রবর্তী? রাতের ইডেন থেকে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির মাঝে বরুণ যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখে মনে হল রীতিমতো চাপে রয়েছেন। নাইট প্রেমীদের জন্য সুখবর হতে পারে, বাঁ হাতের আঙুলে কোনও টেপ ছিল না বরুণের। আজ নাইটদের নেটে বল হাতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে।

বরুণ-নারায়ণ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনার পরও কেকেআর স্বস্তিতে নেই। নেপথ্যে মহম্মদ সামি। সন্ধ্যার ইডেনে লখনউ অনুশীলনের সময় তিনি ছিলেন। কিন্তু সামিকে বল হাতে দেখা যায়নি। লখনউয়ের অন্দরের খবর, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বোলিং কোচ ভরতকে পাশে পেয়ে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছেন সামি। ফিরে পেয়েছেন হারিয়ে যাওয়া স্কিল ও ছন্দ। সন্ধ্যার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে লখনউয়ের স্পিন বোলিং কোচ কার্ল ক্রো সরাসরি বলেছেন, 'ভরতের সঙ্গে সামি নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছে। বোলিং বৈচিত্র্য বাড়ানো নিয়ে কাজ করছে। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে অভিষেক শর্মাকে যে ডেলিভারিতে আউট করেছিল সামি, সেটা ওর নয়া অস্ত্র।' নতুন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হাতের তালুর মতো চেনা ইডেনে সামি আগামীকাল নাইট শো ফ্লপ করতেই পারেন। হয়ে উঠতে পারেন নাইট সংসারের আতঙ্কও। তাছাড়া লখনউ অধিনায়ক ঋষভ পন্থও বরাবরই বোলারদের পাশে থাকেন। ফলে পন্থও চাইবেন পাওয়ার প্লে-তেই সামির সেরাটা সামনে আনতে।

বাস্তবে তেমনটা হলে কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের মুখের হাসি মিলিয়ে যাবে। তাঁর নেতৃত্ব নিয়েও টানাটানি শুরু হয়ে যাবে।

ব্রাভো-বাজিগরের থেকে অনুপ্রেরণা

খুঁজছেন কার্তিক

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ এপ্রিল : ওঠাপড়ায় ভরা জীবন। বয়স মাত্র ২৫। অল্প বয়সেই ক্রিকেট কেরিয়ারে অনেক কিছু দেখে ফেলেছেন তিনি।

চলতি আইপিএলে নিজেকে নতুনভাবে মেলে ধরার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তিন ম্যাচে দুই উইকেট। হয়তো পরিসংখ্যানের দিক থেকে দুর্দান্ত কিছু নয়। কিন্তু বেহাল কলকাতা নাইট রাইডার্স বোলিংয়ে একমাত্র ভরসা হিসেবে কার্তিক ত্যাগীই আজিঙ্কা রাহানের সংসারের ত্রাতা হয়ে উঠেছেন। বলে পেস রয়েছে। ইডেনের বাইশ গজ থেকে বাউন্সও পাচ্ছেন। সঙ্গে গতির হেরফের ঘটিয়ে নিজের বোলিংকে আরও ধারাল করে তুলেছেন কার্তিক।

২০২১ সালের আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে চার রান রুখে দিয়ে সংবাদ শিরোনামে এসেছিলেন কার্তিক। এমন পারফরমেন্সের পর আরও এগিয়ে যাওয়ার বদলে ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছিলেন তিনি। নিয়মিতভাবে 'নো' বল করার বদরোগও গ্রাস করেছিল তাঁকে। এহেন কার্তিককে চলতি আইপিএলে বেশ অন্যরকম লাগছে। নাইটদের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোর সঙ্গে নিয়মিত ক্লাস করছেন। উপরি হিসেবে দুইদিন আগে ইডেনে বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া পাঞ্জাব ম্যাচের পর দলের কর্ণধার শাহরুখ খানের থেকে পরামর্শ ও আশীর্বাদ পেয়েছেন তিনি। ব্রাভো ও বাজিগরের অনুপ্রেরণা তাঁর আগামীর এগিয়ে চলার পথে অক্সিজেন হতে চলেছে বলে মনে করছেন তিনি।

সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না কেকেআরের। দলের ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সঙ্গে ক্যামেরন গ্রিনের মতো ২৫.২০ কোটির ক্রিকেটারের ধারাবাহিক ব্যর্থতাও বড় সমস্যা হিসেবে সামনে এসেছে নাইট সংসারে। যদিও নাইটদের অন্দরের খবর, কাল লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচে বোলার গ্রিনকে দেখা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত আগামীকাল রাতের ইডেনে লখনউয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে বৃষ্টির জলছবি দেখা যাবে, নাকি বোলার কার্তিকের দুরন্ত স্পেল-সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ শেষ বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কেকেআরের জোরে বোলার কার্তিক বলেছেন, 'আমি সবার সঙ্গেই কথা বলি। চেষ্টা করি নতুন কিছু শেখার। তাছাড়া ডিজে স্যরের মতো অভিজ্ঞ একজনকে পাশে পেলে অনেক কিছু শেখার সুযোগ থাকেই। উনি আমাদের সবার জন্যই কিংবদন্তি। সবসময় চেষ্টা করি নতুন কিছু শিখতে।' দলের মেন্টরের পাশে পাঞ্জাব কিংস ম্যাচের পর কিং খানের সঙ্গেও সাজঘরে তাঁর দেখা হয়েছিল। বাজিগর তাঁকে কী বলেছিলেন? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র কার্তিকের জবাব, 'শাহরুখ স্যর প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন। অনুপ্রাণিত করেছেন। উনি বলেছেন, সবসময় সেরা হওয়ার চেষ্টা করে যাবে।'

লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ভঙ্গুর বোলিং লাইনআপের ভরসা এখন কার্তিক ত্যাগী।

আইপিএলে আজ

কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কলকাতা

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ব্রাভো ও বাজিগরের অনুপ্রেরণা কার্তিককে তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারে কতটা এগিয়ে দেয়, সেটাই এখন দেখার।

গোল করলেও ঘরের মাঠে দলকে জেতাতে ব্যর্থ রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপে।

মিউনিখে বদলার হুংকার

ভুলের বহরে ডুবল রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ ও লিসবন, ৮ এপ্রিল : লা লিগা খেতাব হাতছাড়া হওয়ার পথে। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান এই মুহূর্তে ৭। রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে এবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকেও বিদায়ের ভ্রূকুটি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ চারে খেলার পথে একধাপ এগোল বায়ার্ন মিউনিখ। কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে রিয়ালকে ২-১ গোলে হারাল জার্মান জায়েন্টরা। একের পর এক ভুলে ম্যাচের রাশ হাতছাড়া করে রিয়াল। সেই সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগাল বায়ার্ন। শুরুতেই কার্যত ফাঁকা গোলে বল জড়াতে ব্যর্থ হন সার্জ গ্যানাব্রি। ডায়োট উপামেকানোও একটি সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন। ৪০ মিনিটে বায়ার্নের পক্ষে প্রথম গোল লুইস দিয়াজের। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দ্বিতীয় গোলটি করেন হ্যারি কেন।

উলটোদিকে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, কিলিয়ান এমবাপেরা একাধিকবার বায়ার্নের রক্ষণ ভেঙে ঢুকে পড়লেও দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ৪০ বছরের ম্যানুয়েল ন্যুয়ের। তিনিই ম্যাচের সেরা। ৭৪ মিনিটে এমবাপে একটি গোল শোধ করেন। তার আগে ভিনি সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে এতটা অস্বস্তিতে পড়তে হত না মাদ্রিদ জায়েন্টদের। ঘরের মাঠে এই হারের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে খেলার পথটা রিয়ালের জন্য বেশ কঠিন হয়ে গেল।

তারপরও মিউনিখে বদলা নেওয়ার হুংকার ছুড়ে দিয়েছেন রিয়াল কোচ আলভারো আরবেলোয়া। তিনি বলেছেন, 'সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি এখনও। মিউনিখে রিয়াল মাদ্রিদই জিতবে। বায়ার্নের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে তাদের মাঠে ম্যাচ একেবারেই সহজ হবে না। তবুও যে কোনও মাঠে জেতার ক্ষমতা আমাদের আছে। ড্র করার জন্য মাত্র একটা গোল প্রয়োজন।' আরবেলোয়া আরও বলেছেন, 'দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গোল হজম এড়ানো সম্ভব ছিল। আমরা দুইটি বড় ভুল করেছি। বলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারিনি। এইরকম ম্যাচে সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলে কাজটা কঠিন হয়ে যায়। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আর বায়ার্ন সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে।'

কোয়ার্টারের অন্য ম্যাচে স্পোর্টিং লিসবনকে তাদেরই মাঠে ১-০ গোলে হারাল আর্সেনাল। সেইসঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অপরাজিত থাকার দৌড় বজায় রাখলেন মিকেল আর্তেতার ছেলেরা। পর্তুগালের ক্লাবটির বিরুদ্ধে ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে আর্সেনালের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন কাই হাভার্জ। ঘরের মাঠে দ্বিতীয় লেগে স্পোর্টিং লিসবনকে রুখে দিলেই ১৮ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে খেলার হাতছানি গানারদের সামনে।

জিতে ফিরছে আর্সেনাল

ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ	স্পোর্টিং লিসবন
১-২	০-১
বায়ার্ন মিউনিখ	আর্সেনাল

বায়ার্ন মিউনিখের জয়সূচক গোলের পর হ্যারি কেন।

> এই হারে ব্যাটারদের কোনও দায় নেই। আমরা বোলিং বিভাগ একেবারেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি। টি২০ ক্রিকেটে কয়েকটা ভালো ডেলিভারিই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। সেখানেই পিছিয়ে পড়ি আমরা। -হার্দিক পান্ডিয়া

হার্দিক-জয়বর্ধনের গলায় ভিন্ন সুর

গুয়াহাটি, ৮ এপ্রিল : রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে হারের পর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কোচ ও অধিনায়কের বক্তব্যে ভিন্ন সুর। কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে যেখানে দলগত ব্যর্থতার কথা বলছেন, সেখানে হার্দিক পান্ডিয়া সরাসরি আঙুল তুলছেন বোলারদের দিকেই।

বোলিং ব্যর্থতাই ভরাডুবির অন্যতম কারণ। হার্দিকের মতে, এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'এই হারে ব্যাটারদের কোনও দায় নেই। আমরা বোলিং বিভাগ একেবারেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি। টি২০ ক্রিকেটে কয়েকটা ভালো ডেলিভারিই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। সেখানেই পিছিয়ে পড়ি আমরা।' রাজস্থান ব্যাটারদের কৃতিত্বও অস্বীকার করছেন না তিনি। যশস্বী জয়সওয়াল, বৈভব সূর্যবংশীদের ঢালাও প্রশংসা করেন হার্দিক।

অন্যদিকে, হারের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোচ জয়বর্ধনে বলেছেন, 'আমাদের পরিকল্পনায় কোনও ঘাটতি ছিল না। কিন্তু মাঠে খেলোয়াড়রা তা কার্যকর করতে পারেনি।' ব্যাটার ও বোলারদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করেন তিনি। সঠিক লাইন-লেংথ বজায় রাখতে না পারায় বিপক্ষের ব্যাটাররা সুযোগ পেয়েছে বলে ধারণা জয়বর্ধনের। ফলত পাওয়ার প্লে-তেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ রাজস্থান রয়্যালসের হাতে চলে যায়। সেইসঙ্গে লাগাতার উইকেটের পতন হারের অন্যতম কারণ বলে জানান তিনি। জুটিতে রান তুলতে পারলে কাজটা সহজ হয়ে যেত বলে মনে করেন জয়বর্ধনে।

হারের জন্য সরাসরি বোলারদের দিকে আঙুল তুলেছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া।

ধোনির ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা

চেন্নাই, ৮ এপ্রিল : আইপিএলের শুরুতেই টানা তিন হার। দলের মনোবল তলানিতে। তার উপর ছিলেন না মহীরুহ মহেন্দ্র সিং ধোনি। তবে আশা করা হচ্ছিল ১১ এপ্রিল ঘরের মাঠে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে মাঠে ফিরবেন চেন্নাই সুপার কিংসের প্রিয় 'থালা'। ভরসার বুক বাঁধছিল ইয়োলো আর্মি। তবে মাহির জন্য অপেক্ষা আরও বাড়তে পারে। অন্তত সিএসকে সিইও কাশী বিশ্বনাথনের মন্তব্যে সে কথারই ইঙ্গিত। তিনি বলেছেন, 'এমএস এখন রিহ্যাবে ব্যস্ত। কিছুটা সময় অবশ্যই লাগবে। সেটা কতটা এখনই বলা সম্ভব নয়।' চেন্নাইয়ের পরের দুটি ম্যাচ দিল্লি এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে (১৪ এপ্রিল)। যা পরিস্থিতি তাতে দিল্লি ম্যাচে ধোনিকে পাওয়া যাবে না, তা একরকম নিশ্চিত। এমনকি কেকেআরের বিরুদ্ধেও তাঁর খেলা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। ধোনিকে নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়লেও সিএসকে সূত্রে খবর, দ্রুত সেরে উঠছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার ডিওয়াল্ড ব্রেভিস। সম্প্রতি রুতুরাজ গায়কোয়াড়দের সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজির এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন ব্রেভিস। সেখানে ভক্তদের উদ্দেশে বলেছেন, 'তাহলে ১১ তারিখ দেখা হচ্ছে...।'

ফেডারেশনকে বকেয়া দিল বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ এপ্রিল : মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে ৩০ লক্ষ টাকা বকেয়া মিটিয়ে দিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও কেরালা ব্লাস্টার্স।

লিগ চালানোর জন্য প্রতিটি ক্লাবের ১ কোটি টাকা করে দেওয়ার কথা। যার প্রথম কিস্তি সব ক্লাব দিয়ে দিলেও দেয়নি মোহনবাগান ও কেরালা। সব ক্লাবের তরফে হয়ে এই দুই ক্লাব প্রশ্ন রাখে, সম্প্রচারকারী না পাওয়া গেলে এই টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ফ্যানকোডকে সম্প্রচারকারী হিসাবে পাওয়ার পর যখন ফেডারেশন প্রায় ৯ কোটি টাকার মতো পেয়ে যাচ্ছে, তখন কেন লাভ করার জন্য ক্লাবদের টাকা দিতে হবে? যদিও এই প্রশ্ন করার আগেই বাকি ক্লাবগুলি টাকা দিয়ে দেয়। দেয়নি শুধু মোহনবাগান ও কেরালা। এরপরেই ফেডারেশনের তরফে চিঠি দিয়ে টাকা দেওয়ার মেয়াদ ৩ দিন বাড়ানো হয়। সময়ে যা না দিলে দিন প্রতি এক লক্ষ টাকা করে বাড়ানো এবং এমনকি পরের মরশুমে খেলতে না দেওয়ার কথাও হুমকিও দেওয়া হয়। সোমবার এই মেয়াদ শেষ হওয়ার দিনেই এই দুই ক্লাব শেষপর্যন্ত টাকা দিয়ে দেয়। ঘটনা হল, মোহনবাগানের স্পোর্টস ডিরেক্টর বিনয় চোপড়া এবং কেরালার সিইও অভীক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শুরু থেকেই যথেষ্ট খারাপ সম্পর্ক ফেডারেশন কর্তাদের। বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁদের সঙ্গে মতানৈক্য হলেও শেষপর্যন্ত অবশ্য এই দুই ক্লাবকেই মেনে নিতে হয়েছে সংখ্যাধিক্যের কথা। লিগ শুরু করা নিয়েও মোহনবাগান সহ অল্প কয়েকটি ক্লাবের প্রতিনিধিরা সমস্যা সৃষ্টির চেষ্টা চালালে শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যের চাপে মেনে নিতে বাধ্য হন এবং শেষপর্যন্ত সফলভাবে লিগ শুরু হয় ও মসৃণভাবেই চলছে।

ঘটনা হল, এফএসডিএলের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকায় সেই সময় অনেক বিষয়ে বাড়তি গুরুত্ব পেত মোহনবাগান সহ কয়েকটি ক্লাব। যে গুরুত্ব একেবারেই বিপন্ন এই মুহূর্তে। আর এই কারণেই শোনা যাচ্ছে, মোহনবাগান সম্পর্কে আগ্রহ হারাচ্ছেন সুপার জায়েন্টের কিছু শীর্ষকর্তা। এমনকি চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে ফুটবলে থেকে যাওয়ার অপ্রয়োজনীয়তাও বোঝানো হচ্ছে। তবে রয়েছে টুইস্ট। খবর, দীর্ঘমেয়াদী বিপণন সঙ্গী নেওয়ার বিষয়ে যে টালবাহানা চলছে তার পিছনে কারণ সময় নষ্ট করা। অঙ্ক ছিল, অগাস্টের পর নতুন কমিটির সাহায্যে এফএসডিএল-কে ফিরিয়ে আনা। তবে ফিফার থেকে কল্যাণ চৌবের কমিটি ডিসেম্বর অবধি থেকে যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়ার পরে এবার এই অঙ্ক ঘিরেও তৈরি হয়েছে আশঙ্কা।

নৈশালোকে আইএফএল : এআইএফএফ ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের (আইএফএল) সব ক্লাবকে জানিয়েছে, ১৯ এপ্রিল থেকে সব ম্যাচ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শুরু হবে। অর্থাৎ সব দলের হোম গ্রাউন্ডে নৈশালোক থাকা আবশ্যক বলে জানানো হয়েছে।

দিব্যা-বৈশালী শীর্ষে, হার প্রজ্ঞার

পাফোস, ৮ এপ্রিল : ক্যান্ডিডেটস দাবায় আলো ছড়াচ্ছেন ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যা দেশমুখ। অষ্টম রাউন্ডে দিব্যা হারিয়েছেন ইউক্রেনের আনা মুজাচুখকে। প্রতিযোগিতার শুরুর দিকে ছন্দে না থাকলেও ক্রমশই নিজের আধিপত্য বিস্তার করছেন দিব্যা। আরেক ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার রমেশবাবু বৈশালী অবশ্য ড্র করছেন বিবিসারা আসুবায়েভার বিরুদ্ধে। অষ্টম রাউন্ডের শেষে দুই ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টারের সংগ্রহ ৪.৫ পয়েন্ট। তাঁরা আরও তিন গ্র্যান্ড মাস্টার আনা

মুজাচুখ, ঝু জিনের ও কাটেরিনা লাগনোর সঙ্গে যুগ্মভাবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছেন। তবে ক্রমশ হতাশ করছেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ। অষ্টম রাউন্ডে প্রজ্ঞা হেরেছেন অনীশ গিরির কাছে। এই হারের ফলে ৩.৫ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে নেমে গিয়েছেন প্রজ্ঞা।

আয়ুষের দাপটে কুপোকাত লি

নিংবো, ৮ এপ্রিল : এশিয়া ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের শুরুতেই বড় চমক দিলেন ভারতের তরুণ শাটলার আয়ুষ শেট্টি।

টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডেই বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে সাত নম্বরে থাকা চিনা তারকা লি শি ফেং-কে ২১-১৩, ২১-১৬ পয়েন্টে দুরমুশ করলেন আয়ুষ। শেষ আটে ওঠার লড়াইয়ে তাঁর পরবর্তী প্রতিপক্ষ তাইপের চি ইউ জেন। আয়ুষ জিতলেও প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় লক্ষ্য সেনের। তিনি হারলেন হংকংয়ের লি চিউক উইয়ের কাছে ২১-১২, ২১-১৯ পয়েন্টে। লক্ষ্য ছাড়াও বিদায় নিয়েছেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। তিনি লোন কিনের কাছে ২১-১৮, ৯-২১, ১১-২১ পয়েন্টে পরাজিত হন। এইচএস প্রণয় অবশ্য নাগুয়েনকে ২৪-২২, ২১-১২ পয়েন্টে হারিয়ে পরের রাউন্ডে উঠেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে ওয়ং লিং চিংকে ১৫-২১, ২১-১১, ২১-১৯ পয়েন্টে হারিয়ে পরের রাউন্ডে উঠেছেন পিভি সিন্ধু। পরের রাউন্ডে তিনি খেলবেন ওয়াং ঝি উইয়ের বিরুদ্ধে। এদিকে, মিক্সড ডাবলসে থাই জুটিকে হারিয়ে শুভ সূচনা করেছেন ভারতের ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টো।

বুমরাহকে উড়িয়ে বৈভবের হুংকার

গুয়াহাটি, ৮ এপ্রিল : গুয়াহাটির আকাশে যখন মেঘ ডাকছিল, তখন গ্যালারিতে বসা হাজার হাজার দর্শক কিন্তু অন্য একটা ঝড়ের অপেক্ষায় ছিলেন। বৃষ্টিতে ম্যাচ কাটছাঁট হয়ে ১১ ওভারের হবে শোনার পর থেকেই স্টেডিয়ামজুড়ে একটাই গুঞ্জন, জসপ্রীত বুমরাহ বনাম বৈভব সূর্যবংশীর সেই কাঙ্ক্ষিত মহারণ! একদিকে বিশ্বের এক নম্বর ত্রাস বুমরাহ, আর অন্যদিকে রাজস্থান রয়্যালসের ১৫ বছরের বিস্ময়বালক বৈভব। কে কাকে শাসন করবে, এই নিয়ে গুয়াহাটির এসিএ স্টেডিয়ামে উত্তেজনা ছিল একেবারে তুঙ্গে।

বুমরাহ যখন দ্বিতীয় ওভারে বল করতে এলেন, ততক্ষণে যশস্বী জয়সওয়াল ২২ রান তুলে দীপক চাহারকে পিটিয়ে ছাতু করে দিয়েছেন। এবার বোলিং রানআপে খোদ বুমরাহ। প্রথম বলটা তিনি বৈভবের শক্তির জায়গা, অর্থাৎ সেই লেগ স্টাম্পের হাফভলিতে ফেলে বসলেন। বুমরাহ হয়তো ভেবেছিলেন, ইনসুইং ইয়র্কারে এই খুদেকে ভয় পাইয়ে দেবেন। কিন্তু বৈভব যেন তৈরিই ছিলেন। শান্ত মাথায়, নিখুঁত টাইমিংয়ে বলটা অবলীলায় আছড়ে ফেললেন লং অনের গ্যালারিতে! বল বাউন্ডারির ওপারে পড়তেই গুয়াহাটির গ্যালারি যেন ফেটে পড়ল। বুমরাহ অবাক হয়ে একগাল হাসলেন ঠিকই, কিন্তু সেই হাসিতে কোথাও যেন একটা অসহায়তা লুকিয়ে ছিল। ১৫ বছরের একটা ছেলের এই সাহস দেখে তিনি হয়তো মনে মনে প্রমাদ গুনছিলেন।

তবে চমকের তখনও বাকি। বুমরাহ এরপর বুদ্ধি করে একটু শর্ট বল করে লাইন বদলাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বৈভবকে আটকাবে কে? এবার আরও একটা দুর্দান্ত পুল, আর বল সোজা ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের ওপর দিয়ে ফের গ্যালারিতে! মাত্র তিন বলের মধ্যে বুমরাহকে জোড়া ছক্কা! গ্যালারি ততক্ষণে আনন্দে পাগল। এই খুদে ছেলেটা যে কাউকে পরোয়া করে না, তা প্রমাণ হয়ে গেল আরও একবার। ডেল স্টেইনের মতো কিংবদন্তিও মানছেন, বৈভবের সামনে বুমরাহও এখন লাইন ভুল করার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকছেন।

স্টেইন স্পষ্ট বলছেন, 'এই ছেলেটা ভয় পেতে জানে না। বুমরাহও হয়তো মনে মনে ভাবছে, ভুল করলে ও কিন্তু আমাকেও ছাড়বে না'। অ্যারন ফিঞ্চও অবাক বুমরাহের এমন দিশেহারা বোলিং দেখে। সব মিলিয়ে এই ৫ বলের ছোট্ট যুদ্ধ বুঝিয়ে দিল, বৈভব সূর্যবংশী এখন আর স্রেফ একটা প্রতিভা নয়, ও বোলারদের সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন। বুমরাহর মতো মহারথীকে এভাবে শাসন করা প্রমাণ করে, এই ছেলেটা ক্রিকেট শাসন করতেই এসেছে।

বিধ্বংসী ইনিংস খেলার জন্য রাজস্থান রয়্যালসের বৈভব সূর্যবংশীকে সাবাসি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার।

টিম ইন্ডিয়ায় কি ডাক পাবেন বৈভব?

গুয়াহাটি, ৮ এপ্রিল : একটা ১৫ বছরের ছেলের বয়স নিয়ে এবার দয়া করে আলোচনা বন্ধ করুন! হ্যাঁ, মাত্র কয়েকদিন আগেই ১৫-এ পা দিয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। এই বয়সে সাধারণত ছেলেরা স্কুলের গরমের ছুটির প্ল্যান করে, ক্রিকেট ক্যাম্পে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু রাজস্থান রয়্যালসের এই বাঁহাতি ওপেনারের ছুটি কাটানোর ধরনটা একটু আলাদা। বিশ্বের বাঘা বাঘা বোলারদের পিটিয়ে ছাতু করাটাই এখন তাঁর প্রিয় বিনোদন। ১৫ বছর বয়সেই বৈভব যেভাবে আন্তর্জাতিক মানের বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করছেন, তাতে এবার জাতীয় দলের দরজা তাঁর জন্য খুলে দেওয়া উচিত কি না, তা নিয়ে গুয়াহাটির প্রেসবক্সেও জোর আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

গত বছর নিলামে ১.১ কোটি টাকায় তাঁকে দলে নিয়েছিল রাজস্থান। তখন অনেকেই ভেবেছিলেন, এটা ফ্র্যাঞ্চাইজির স্রেফ একটা 'পিআর স্টান্ট'। কিন্তু আইপিএলের প্রথম বলেই শার্দূল ঠাকুরকে ছক্কা হাঁকিয়ে সেই ভুল ভেঙে দিয়েছিলেন তিনি। এরপর কনিষ্ঠতম ব্যাটার হিসেবে আইপিএলে সেঞ্চুরি, বিহারের হয়ে রনজি ট্রফিতে অভিষেক, আর চলতি বছর অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৭৫ রানের সেই মহাকাব্যিক ইনিংস! গতবারের পারফরমেন্স ফ্লুক ছিল না, তা প্রমাণ করতেই এবার আইপিএলে ম্যাট হেনরি, কাগিসো রাবাদা, ট্রেন্ট বোল্ট, মহম্মদ সিরাজ আর সবশেষে খোদ জসপ্রীত বুমরাহকে শাসন করেছেন এই বিস্ময়বালক। তিন ইনিংসে তাঁর রান যথাক্রমে ৫২ (১৭ বল), ৩১ (১৮ বল) এবং ৩৯ (১৪ বল)। সব মিলিয়ে ২৪৮.৯৮ স্ট্রাইক রেটে ১২২ রান, যেখানে বাউন্ডারির চেয়ে ওভার বাউন্ডারির সংখ্যাই বেশি (১০টি চার, ১১টি ছক্কা)।

> এই ছেলেটা ভয় পেতে জানে না। বুমরাহও হয়তো মনে মনে ভাবছে, ভুল করলে বৈভব কিন্তু আমাকেও ছাড়বে না
>
> -ডেল স্টেইন

আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী ১৫ বছর বয়স হয়ে যাওয়ায় এখন ভারতের হয়ে খেলতে আর কোনও বাধা নেই বৈভবের। এই বছর জুন মাস থেকে আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতের লম্বা টি২০ সূচি রয়েছে। বৈভবের বয়স ১৫ না হয়ে যদি ২৫ হত, তাহলে এতদিনে হয়তো তাঁর জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহই থাকত না। তাঁর মধ্যে যে নির্ভীক মানসিকতা আছে, তা ভারতীয় দলে এখন বড় প্রয়োজন। নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার এবং কোচ গৌতম গম্ভীরের কাছে এখন একটাই প্রশ্ন, বৈভবকে কি এখনও বাচ্চা বলে শুধু অ্যাকাডেমিতেই রেখে দেবেন? নাকি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চে তাঁকে নামিয়ে দেওয়ার সাহস দেখাবেন? বৈভবের মতো প্রতিভাকে আর আটকে রাখা উচিত নয়, এখনই সময় তাঁকে বিশ্বমঞ্চে ছেড়ে দেওয়ার।

!! BE AWARE !!
FRAUD ALERT!!
গ্রাহক এবং কোম্পানির সাথে করা ভারী আর্থিক জালিয়াতির কারণে নীচে উল্লেখ করা ব্যক্তি পোদ্দার কার ওয়ার্ল্ডের সাথে যুক্ত নয়, তাই পোদ্দার কার ওয়ার্ল্ড তাকে বাতিল করে দিয়েছে, যদি কেউ কোনো আর্থিক লেনদেন করে তবে কোম্পানি তার জন্য দায়ী থাকবে না, এছাড়াও কোম্পানি নিয়ম অনুযায়ী আইনি প্রক্রিয়া করবে।
অরিত্রম দত্ত (অভি)
By- PCW Management

প্রথম জয় শুভমানের গুজরাটের

গুজরাট টাইটান্স- ২১০/৪
দিল্লি ক্যাপিটালস-২০৯/৮
(গুজরাট ১ রানে জয়ী)

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : গলার চোট সারিয়ে বুধবার দলে ফিরেছিলেন গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান গিল। তাঁর দলও এদিন চলতি আইপিএলে প্রথম জয় পেল। তারা ১ রানে দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়েছে। ম্যাচের আগে হালকা বৃষ্টির আর্দ্রতা কাজে লাগাতে টসে জিতে বোলিং নিয়েছিলেন দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল। তবে জস বাটলার (২৭ বলে ৫২) ঝড়ে কাজে আসেনি অক্ষরের রণনীতি। আক্রমণে এসেই বাটলারকে ফেরান কুলদীপ যাদব (৪২/১)। স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও মরশুমের প্রথম অর্ধশতরান পেলেন শুভমান (৪৫ বলে ৭০)। চার নম্বরে নেমে ওয়াশিংটন সুন্দর (৩১ বলে ৫৫) দলের ভরসার দাম দিয়েছেন। তৃতীয় উইকেটে ওয়াশিংটন-শুভমানের ৬১ বলে ১০৪ রানের জুটিতে গুজরাটের স্কোর দাঁড়ায় ২১০/৪।

রানতাড়ায় নেমে শুরুটা ভালোই করেছিলেন লোকেশ রাহুল (৫২ বলে ৯২) ও পাথুম নিসাঙ্কা (৪১)। নিসাঙ্কাকে ফিরিয়ে তাদের ৭৬ রানের জুটি ভাঙেন প্রসিধ কৃষ্ণা। এরপর এক ওভারে পরপর দুই বলে নীতীশ রানা (৫) ও স্বপ্নের ফর্মে থাকা ইমপ্যাক্ট সাব সমীর রিজভিকে (০) ফিরিয়ে গুজরাটকে লড়াইয়ে আনেন রশিদ খান (১৭/৩)। আঙুলের চোটে মাঝপথে উঠে যাওয়া ডেভিড মিলার ১৭ নম্বর ওভারে ফিরে এসে তাণ্ডব শুরু করেন। ১৯তম ওভারে মহম্মদ সিরাজের থেকে ২৩ রান নিয়ে খেলা ঘুরিয়ে দেন মিলার (২০ বলে অপরাজিত ৪১)। শেষ ওভারে জয়ের জন্য দিল্লির লাগত ১৩ রান। কিন্তু তারা প্রসিধের থেকে ১১-এর বেশি নিতে পারেনি। দিল্লি থামে ৮ উইকেটে ২০৯ রানে।

অর্ধশতরানের পর শুভমান গিল।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে আয়ুষ শা।

জয়ী বয়েজ, এইচবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : এসআইটি চ্যালেঞ্জার্স কাপ ক্রিকেটে বুধবার শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুল ১৪২ রানে দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়িকে হারিয়েছে। প্রথমে বয়েজ ১৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯৭ রান তোলে। অনীশ শর্মা ৪০ ও আকাশ তরফদার ২৮ রান করে। জবাবে ডিপিএস ১৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৫৫ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা আকাশ নিয়েছে ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে এইচবি বিদ্যাপীঠ ৬ উইকেটে আর্মি পাবলিক স্কুল (এপিএস) সুকনার বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে এপিএস ১৯.৪ ওভারে ১০৮ রানে অল আউট হয়। আয়ুষ শা নিয়েছে ২ উইকেট। জবাবে এইচবি ১৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১১১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা আয়ুষ ১৮ রান করে।

অম্বর রায় ট্রফি শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : সিএবি-র পরিচালনায় ও মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেট বৃহস্পতিবার শুরু হবে। পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন, দিল্লি পাবলিক স্কুলের মাঠ ও বসুন্ধরা মাঠে আটটি দল খেলবে। উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে অগ্রগামী সংঘ ও জাগরণী সংঘ। পরে মুখোমুখি হবে সবুজের অভিযান ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ও বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব।